প্রথম ইসলামী বাদশাহ, কাতিবে ওহী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رضي الله عنه এর ফযীলত ও মর্যাদা, গুণাবলী ও রাজত্বকালের সোনালী ঘটনাবলী সম্বলিত সংকলিত কিতাব

ফয়যানে আমীরে মুয়াবীয়া رضي الله عنه

উপস্থাপনায়

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

Islamic Research Center

প্রথম ইসলামী বাদশাহ, কাতিবে অহী
হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর
ফযীলত ও মর্যাদা, গুণাবলী ও রাজত্বকালের স্বর্ণালী
ঘটনাবলী সম্বলিত সংকলিত কিতাব

ফয়যানে আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ

উপস্থাপনায়
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)
(ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ)

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہ

কিতাবের নাম : **ফয়যানে আমীরে মুয়াবীয়া** رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ

উপস্থাপনায় : **আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ**
(ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ)

প্রকাশকাল : রবিউস সানি ১৮৮৩ হিঃ, নভেম্বর ২০২১ ইং।

প্রকাশনায় : **মাকতাবাতুল মদীনা**

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

☞ **হেড অফিস :** ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

☞ **ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ**, জনপথ মোড়,
সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ **আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার**, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা,
চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

☞ **কাশারীপট্টি**, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা।
মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com
banglatranslation@dawateislami.net
Web: www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

www.dawateislami.net

সনাক্তিকরণ

কিতাবটি পাঠ করার সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَاللّٰه জ্ঞান বৃদ্ধি হবে।

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং

www.dawateislami.net

বিবরন	পৃষ্ঠা নং

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কিতাবটি পাঠ করার ১৩টি নিয়্যত	১৩	ছোট বেলা থেকেই মহত্বের প্রকাশ	৩৪
আল মদীনাতুল ইলমিয়া	১৪	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর যৌবন ও জাহেলীয়তের যুগ	৩৫
এই উম্মতের উত্তম ব্যক্তি	১৪		
ফয়যানে আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ	১৯	ইসলাম গ্রহণ	৩৭
দরুদ শরীফের ফযীলত	১৯	তিনি মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না	৪০
সহনশীলতা হোক এমনই!	১৯		
কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে সহজতার তিনটি উপায়	২২	স্ত্রী ও সন্তানাদী	৪১
প্রথম অধ্যায়: হযরত আমীরে মুয়াবীয়ার পরিচিতি	২৩	দ্বিতীয় অধ্যায়: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার গুণাবলী	৪৩
		(১) বিনয় এবং নম্রতা	৪৪
নাম মোবারক এবং উপাধি ও উপনাম	২৩	নিজেকে সম্মান করা পছন্দ করতেন না	৪৪
জন্ম	২৪		
বংশধারা	২৪	(২) সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ার প্রেরণা	৪৮
পিতামাতার পরিচয় ও ইসলাম গ্রহণ	২৫	উপদেশ প্রত্যাশী	৪৮
সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ানের আত্মত্যাগ	২৫	(৩) ধৈর্য ও সহনশীলতা	৪৮
কলিজার টুকরো প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে	২৭	সবচেয়ে বেশি সহিষ্ণু স্বভাব	৪৮
		সহনশীলতা যেনো কম না হয়ে যায়!	৫১
জরুরী ব্যাখ্যা	২৭	সবচেয়ে বড় সর্দার কে?	৫১
সৌভাগ্যবান সন্তান	২৯	কারো সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা রাখতেন না	৫২
সায়্যিদাতুনা হিন্দা এর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা	২৯		
		(৪) সাহসিকতা ও বীরত	৫৩
প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপহার	৩০	কায়সারিয়া বিজয়	৫৩
আকৃতি ও চরিত্র মোবারক	৩২	(৫) উত্তম চরিত্র	৫৫
সবুজ পোশাকও পরিধান করতেন	৩৩	সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান শাসক	৫৫
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শৈশব	৩৩	হাস্যরসও করতেন	৫৫
		(৬) কল্যাণ কামনার প্রেরণা	৫৬

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উম্মতের কল্যাণ কামনার প্রেরণা	৫৬	জুব্বা ও চুল মোবারক দ্বারা বরকত অর্জনের ধরন	৭৫
হাজী ও গরীব রোযাদারদের খাবারের ব্যবস্থা	৫৭	তোমার ক্ষতি হবে না	৭৬
(৭) ফিকাহ ও ইজতিহাদ	৫৭	তাবাররুকের দলীল চাওয়া কেমন?	৭৬
(৮) অহী লিখন	৫৭	আলা হযরতের ফতোয়া	৭৭
(৯) সুন্নাতের অনুসরণ	৫৯	রাসূলে পাক ﷺ এর সম্পর্কের সম্মান	৭৮
কবর যিয়ারতের সুন্নাত আদায় করেন	৫৯		
আশুরার রোযা রাখতেন	৫৯	পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা	৭৯
(১০) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা	৫৯	ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হবে...	৭৯
সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান	৬২	হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদার প্রতি ভালবাসা	৮০
চুল জোড়া লাগানোর নিষেধাজ্ঞা	৬২	শেরে খোদার প্রতি ভালবাসা	৮০
এজিদকে সতর্ক করা	৬৪	আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আমার চেয়ে উত্তম	৮০
(১১) নামাযের প্রতি ভালবাসা	৬৬		
শয়তান নামাযের জন্য জাগিয়ে দিলো	৬৬	আমীরে মুয়াবীয়ার মুখে আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও আহলে বাইতের رِضْوَانُ اللّٰہِ عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن প্রশংসা	৮২
(১২) অনাড়ম্বরতা	৬৭		
তৃতীয় অধ্যায়: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার ইশকে রাসূল	৬৯	শেরে খোদার ফয়সালার উপর বিশ্বাস	৮৭
প্রিয় নবী ﷺ এর চাদরের প্রতি ভালবাসা	৬৯	ইলমী মাসআলার ব্যাপারে শেরে খোদার শরনাপন্ন	৮৭
দিনে তারা দেখা যাচ্ছিলো	৭০	দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের শরনাপন্ন	৮৮
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অতুলণীয় কাফন	৭০	আমি আলীকে ভালবাসী	৮৯
নবী করীম ﷺ এর সাথে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি ভালবাসা	৭৩	শেরে খোদার গুণাবলী শুনে চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেলো	৯০
মিম্বর ও লাঠি মোবারকের প্রতি ভালবাসা	৭৩	শেরে খোদার শাহাদাতে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলেন	৯২

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসানের প্রতি ভালবাসা	৯৩	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া খলিফা কিভাবে হলো	১০৬
আমীরে মুয়াবীয়ার মুখে ইমাম হাসানের ফযীলত	৯৩	আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনের প্রতি সায়্যিদুনা ইমাম হাসানের সাক্ষী	১০৭
ইমাম হাসানের প্রশংসার সত্যায়ন	৯৪	ফারুকে আযমের নিকট সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	১০৮
সাদৃশ্যের কারণে সম্মান	৯৫		
আমীরে মুয়াবীয়ার পক্ষ থেকে চার লক্ষ দিরহামের উপহার	৯৬	ফারুক আযমের ভরসা	১১০
		সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার দূরদর্শীতার প্রশংসা	১১০
হযরত ইমাম হাসানকে খুতবা প্রদানের আবেদন	৯৬	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনের মূলনীতি	১১১
ইস্তিগফারের বরকত	৯৮		
হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রতি ভালবাসা	৯৯	(১) নেকীর দাওয়াত	১১১
		(২) ওয়াদা রক্ষা করা	১১২
ইমাম হোসাইনের দরসের আসর	৯৯	(৩) আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি ভালবাসা	১১২
আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় ও নম্র আচরণের অসিয়ত	৯৯		
		(৪) সমস্যা উপলব্ধি করা ও এর সমাধান	১১৩
এই সামান্য টাকা	১০০		
আমীরে মুয়াবীয়া ইমাম হোসাইন ও হাসানকে অভ্যর্থনা জানাতেন	১০১	(৫) অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়া	১১৩
চতুর্থ অধ্যায়: সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামল	১০৩	(৬) পরামর্শকে প্রাধান্য দেয়া	১১৪
		(৭) নির্দিধায় উপকার অর্জন	১১৪
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া বিচারক কিভাবে হলেন?	১০৪	(৮) বন্টনকারী	১১৫
		(৯) জনসাধারণের কল্যাণ কামনা	১১৭
ফারুকে আযম প্রশিক্ষণ দিতেন	১০৪	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামল	১১৭
ফারুকের আযমের উপদেশ	১০৫		
ফারুকে আযমের আদেশে চুক্তি লিপিবদ্ধ করলেন	১০৫	মানুষের কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখতেন	১১৯
আমীরে মুয়াবীয়াকে ন্যায় বিচারের নিয়মনীতি সম্পর্কে চিঠি	১০৫	মেহমানদারী ও কল্যাণ কামনার ধরণ	১২০

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাদানী ফুল	১২০	রোম সম্রাটের প্রতি ভৎসনা	১৩৯
পবিত্র স্থান সমূহকে মসজিদে রূপান্তর করলেন	১২২	আলীউল মুরতাদার শাহজাদার প্রতি আস্থা	১৩৯
হাদীসে পাকের উপর আমল করার প্রেরণা	১২৩	আমি তোমার চেয়ে উত্তম নই	১৪১
		মানুষের চাহিদা পূরণ করতেন	১৪১
সায়্যিদুনা মিসওয়ার বিন মাখরামার প্রশান্তি	১২৪	শিশুদের মনতুষ্টি করতেন	১৪২
		শিশুদের মনতুষ্টির গুরুত্ব	১৪৩
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার সারাদিনের ব্যস্ততা	১২৬	পঞ্চম অধ্যায়: আমীরে মুয়াবীয়ার যুগে জ্ঞানের প্রসারতা	১৪৫
তার মতো পাবে না	১২৭	হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা	১৪৫
আমীরে আহলে সুন্নাতের অভ্যাস	১২৮	আমাকে একটি হাদীস লিখে দিন	১৪৬
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুল	১২৮	বর্ণিত হাদীস যাচাইকরণ	১৪৭
		কোরাইশকে কোরাইশ বলার কারণ	১৪৯
হিংসুক কখন সন্তুষ্ট হবে!	১২৯	ইতিহাসের প্রথম কিতাব	১৪৯
বুদ্ধিমান কে?	১২৯	ষষ্ঠ অধ্যায়: সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা	১৫১
ফারুকে আযম দুনিয়াকে তিরস্কার করলেন	১৩০		
সহশীলতা অবলম্বন করার উপদেশ	১৩০	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দায়বদ্ধতার ব্যবস্থাপনা	১৫১
খুতবার মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত	১৩১	অসৎচরিত্রের কারণে ভাগিনাকে বরখাস্ত করে দিলেন	১৫৩
এ সকল বিপদ থেকে বাঁচুন	১৩২		
শরয়ী বিধানের উপর আমল করাতেন	১৩৩	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামলে বিচারিক কার্যক্রম	১৫৪
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া মন জয় করে নিলেন	১৩৪	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও জেলখানা	১৫৫
মন জয় করার উপায়	১৩৬	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার বন্দিদের সাথে আচরণ	১৫৫
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার স্বর্ণালী যুগ	১৩৬		
ফিতনার অবসান	১৩৭	কয়েদী সংশোধন বিভাগ	১৫৫
শেরে খোদার শাহাদাতের কারণে আবেগ প্রবণ হওয়া	১৩৭	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	১৫৬

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দামেস্ক হতে অর্জিত আর্থিক সহযোগিতা	১৫৬	কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত	১৭০
ইরাক হতে অর্জিত আর্থিক সহযোগিতা	১৫৭	সাহাবায়ে কিরামের সাধারণ ফযীলত	১৭৩
মিসর হতে অর্জিত আর্থিক সহযোগিতা	১৫৭	(১) প্রিয় নবীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার ফযীলত	১৭৩
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও নিরাপত্তা কার্যক্রম	১৫৮	(ক) হেদায়াত প্রাপ্ত হেদায়াত দানকারী বানিয়ে দেয়	১৭৪
		(খ) কিতাব ও হিকমত শিখিয়ে দেয়	১৭৫
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনামলে যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৫৯	(গ) দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমাপ্রাপ্ত	১৭৫
		(ঘ) তাকে জ্ঞান ও নম্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়	১৭৭
চিঠিতে মোহর ও কপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলন করেন	১৬০	(ঙ) আল্লাহ ও রাসূল মুয়াবীয়াকে ভালবাসেন	১৭৭
একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা	১৬১		
সপ্তম অধ্যায়: আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি	১৬২	(চ) জিব্রাঈলেরও প্রিয় আমীরে মুয়াবীয়া	১৭৮
ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর গুণাবলী বর্ণনা করো	১৬২	(ছ) মুয়াবীয়া! তুমি আমার	১৭৯
		(জ) সাধারণ মর্যাদায় বিশেষ সম্মান	১৭৯
বৃষ্টির জন্য বুযুর্গদের ওসিলা	১৬৩	(ঝ) রাসূলে পাক ﷺ এর অতি বিশ্বস্ত সাহাবী	১৮০
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার বিনয়	১৬৫		
সাতটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা	১৬৬	(ঞ) সম্রাজ্যের সুসংবাদ	১৮১
উম্মুল মুমিনীনের দেখাশুনা	১৬৬	(ট) আমীরে মুয়াবীয়া সৎ ও বিশ্বাসী	১৮২
মূল্যবান অলংকার উপহার	১৬৭	(ঠ) নুরের চাদরের সুসংবাদ	১৮২
সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকার দানশীলতা	১৬৭	(ড) কিতাবুল্লাহর রক্ষক	১৮২
		(ঢ) আমি আলীকে ভালবাসি	১৮৩
নেককারদের দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া পরীক্ষা স্বরূপ	১৬৭	(ণ) আগুনের শিকলের শাস্তি	১৮৪
		(ত) আমীরে মুয়াবীয়া জান্নাতী	১৮৪
রাসূলের ভালবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত	১৬৮	(থ) সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও দানশীল	১৮৫
অষ্টম অধ্যায়: সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার ফযীলত	১৬৯		
		ধৈর্যশীল হওয়ার সহজ আমল	১৮৫

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সহনশীলতা একটি অমূল্য সম্পদ	১৮৬	(গ) সমালোচনার সাহস	১৯৫
মুমিনদের মামা	১৮৬	(ঘ) সাহাবীকে গালি প্রদানকারীকে শাস্তি	১৯৬
অহী লিখক	১৮৭		
যাঁকে মুস্তফা লিখা শিখিয়েছেন	১৮৮	(ঙ) তাবেয়ীকে সাহাবীর সাথে তুলনা করো?	১৯৬
প্রিয় নবী ﷺ এর বাণীতে সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ	১৮৮	(চ) মর্যাদাবান সাহাবী	১৯৭
এরূপ লোকদের থেকে দূরে থাকবেন	১৮৯	(ছ) হক আদায়কারী খলিফা	১৯৭
(২) সাহাবা ও আহলে বাইতের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার ফযীলত	১৯০	(জ) আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে	১৯৭
(ক) সত্যবাদীতার সহিত ফয়সালাকারী	১৯০	(ঝ) মুখ বন্ধ রাখতে হবে	১৯৮
		(ঞ) আহলে বাইতের খাদিম	১৯৮
(খ) এমন সর্দার দেখিনি	১৯১	(ট) জলিলুল কদর সাহাবী ও মুজতাহিদ	১৯৯
(গ) নামাযে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য	১৯১		
(ঘ) মুয়াবীয়ার শাসনকে খারাপ মনে করোনা	১৯১	(ঠ) সর্বপ্রথম আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা পড়াতেন	১৯৯
(ঙ) তিনি সাহাবিয়ে রাসূল ও মুফতী	১৯২	(৪) বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	১৯৯
(চ) উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব	১৯২	কুরাইসা বিন জাবির তাবেয়ীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০০
(ছ) আমীরে মুয়াবীয়া জান্নাতী	১৯২		
(জ) প্রিয় নবীর সামনে লিপিবদ্ধকারী	১৯৩	আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০০
(ঝ) এমন রাজত্ব কেউ করবে না	১৯৩		
(ঞ) আমীরে মুয়াবীয়ার আলোচনা কল্যাণের সহিত করো	১৯৩	আহমদ বিন হাম্বলের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০১
(ট) সবচেয়ে বেশি ধৈর্য ও সহনশীল	১৯৪	এমন লোকের সাথে সম্পর্ক রাখবে না	২০১
(৩) ওলামা ও আউলিয়ায়ে উম্মতের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার ফযীলত	১৯৪		
		মুয়াফা বিন ইমরানের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০১
(ক) তাঁর অতুলনীয় ন্যায় পরায়ণতা	১৯৪		
(খ) যদি তোমরা সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়াকে দেখতে...	১৯৫	আব্দুল ওয়াহাব শারানীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০২

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আলী বিন সুলতান ক্বারীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০২	ফরয ও সুন্নাতের মাঝখানে বিরতি দেয়া উচিৎ	২৪০
ইউসুফ নাবহানীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০২	নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম	২৪১
		মুসলমানদের জন্য কষ্টও মর্যাদাময়	২৪১
ইমামে আহলে সুন্নাতের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০৩	পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম পরিধান করা নিষেধ	২৪২
সদরুশ শরীয়ার বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০৩	বিলাপ করা নাজায়িয	২৪২
		সর্বোত্তম মানুষ কে!	২৪৩
মুফতী আহমদ ইয়অর খাঁনের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা	২০৪	ইমাম হাসানের শান	২৪৩
		হিজরত কতদিন থাকবে?	২৪৪
নবম অধ্যায়: সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধ ও আমরা	২০৫	এগারোতম অধ্যায়: সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার ওফাত	২৪৫
সাহাবাদের মহত্ব ও ঐতিহাসিক বর্ণনা	২০৮	মৃত্যুরোগের শুরুতে এজিদকে অসীয়ত	২৪৫
আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদার ব্যাপারে ভুল ধারণার নিরসন	২১২	আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মৃত্যুরোগে	২৪৮
		ওফাতের সময় বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ	২৪৯
দশম অধ্যায়: সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার বর্ণনা সমূহ	২৩১	নবীর তাবারুকের প্রতি ভালবাসা ও পরিবারের সদস্যদের অসিয়ত	২৫০
তাবেয়ীনে এজামের নাম	২৩২		
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ	২৩২	অন্তিম মুহূর্তেও নেকীর দাওয়াত	২৫২
		হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাত	২৫৩
আশুরার দিনের রোযা	২৩৩		
উঁচু ঘাড় বিশিষ্ট	২৩৩	ওফাত মোবারকের তারিখ	২৫৩
এটা তো কাউকে জবাই করার ন্যায়!	২৩৩	দাফনের পূর্বে বক্তব্য	২৫৪
সত্যকে আবশ্যক করে নাও ও মিথ্যা থেকে বিরত থাকো	২৩৫	জানাযার নামায	২৫৬
		ওফাতের পরও মনের উপর রাজত্ব	২৫৬
যিকিরের মাহফিলের ফযীলত	২৩৫	দাফন	২৫৬
গোপন দোষ অন্বেষণের ক্ষতি	২৩৮	বাবুস সগীরে দাফন হওয়া ওলামায়ে কিরাম	২৫৮
নামাযে ভুলে গেলো তবে...	২৩৯		

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার মাযার যিয়ারত	২৫৯	আমীরে মুয়াবীয়ার প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারীকে জাবাইকৃত পাওয়া গেলো	২৬৮
বারোতম অধ্যায়: ওলামা ও মহাদ্দীসিনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন	২৬১	তুমি এই বাক্যটি কেনো বললে?	২৬৯
আলা হযরতের ৫টি পুস্তিকা	২৬৪	সাহাবার শত্রু, সাহাবার প্রেমিক হয়ে গেলো	২৭২
সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার প্রতি অভিযোগ করবেন না	২৬৪	সাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো	২৭৩
তোমাকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে দিয়েছে?	২৬৪	সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان খুবই আদব করুন	২৭৪
উভয় দল জান্নাতী	২৬৫	ইতিহাসের পাতায় সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ	২৭৬
মন্দ আকিদার চিকিৎসা করে দিলেন	২৬৫		
আমীরে মুয়াবীয়ার প্রতি বিদ্রুপ করো না	২৬৭	তথ্যসূত্র	২৭৯

মাওলা আলীর তিনটি ফযীলত

....আমীরুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: হযরত আলী বিন আবু তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর এমন ৩টি মর্যাদা অর্জিত, যদি তা থেকে একটিও আমার নসীব হয়ে যেতো তবে আমার নিকট তা লাল উটের চেয়েও বেশি প্রিয় হতো। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ জিজ্ঞাসা করলেন: সেই তিনটি মর্যাদা কি? বললেন: (১) **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন শাহজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছেন (২) তাঁর বাসস্থান **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মসজিদে নববী শরীফে ছিলো আর তাঁর জন্য মসজিদে ঐসব কিছু হালাল ছিলো যা তাঁরই অংশ হিসাবে সাব্যস্ত। আর (৩) খায়বরের যুদ্ধে তাঁকেই ইসলামের পতাকা প্রদান করা হয়েছিল।

(মুসতাদরাক, ৪/৯৪, হাদীস ৪৬৮৯)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবটি পাঠ করার ১৩টি নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه

অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

মাদানী ফুল:

✸ ভাল নিয়্যত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি।

(১) প্রতিবার হাম্‌দ, (২) সালাত, (৩) তাউয ও (৪) তাসমিয়া দ্বারা শুরু করবো (এই পৃষ্ঠার উপরে প্রদত্ত আরবী ইবারত পড়ে নিলে উপরোক্ত চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য এই কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (৬) যতটুকু সম্ভব অযু সহকারে ও (৭) কিবলামূখী হয়ে পাঠ করবো। (৮) কুরআনের আয়াত ও (৯) হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করবো। (১০) যেখানে **আল্লাহ পাকের** পবিত্র নাম আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ (১১) যেখানে **প্রিয় নবীর** নাম মোবারক আসবে সেখানে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করবো। (১২) তাছাড়া সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের নামের সাথে رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه পাঠ করবো। (১৩) কিতাবে কোন শরয়ী ভুলত্রুটি পাওয়া গেলে তা প্রকাশককে লিখিতভভাবে জানাবো।

(লিখক ও প্রকাশক প্রমুখকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বললে কোন উপকার হয়না)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুণর্জাগরন এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু বিভাগ গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বিভাগ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰه সমন্বয়ে গঠিত। এটি বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

(১) আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ। (২) পাঠ্য পুস্তক বিভাগ।
(৩) সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ। (৪) কিতাব অনুবাদ বিভাগ।
(৫) কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ। (৬) উৎস নিরুপণ বিভাগ।[১]

১. বর্তমানে (রবিউল আখির ১৪৩৭ হিঃ) আরো ১০টি বিভাগ খোলা হয়েছেঃ (৭) ফয়যানে কুরআন (৮) ফয়যানে হাদীস (৯) ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত (১০) ফয়যানে সাহাবিয়াত ও সালেহাত (১১) আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ (১২) ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (১৩) ফয়যানে আউলিয়া ও ওলামা (১৪) বয়ানাতে দা'ওয়াতে ইসলামী (১৫) রাসায়িলে দা'ওয়াতে ইসলামী (১৬) আরবী অনুবাদ। (আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগ)

www.dawateislami.net

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে, আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সবধরনের সর্বাত্মক সহায়তা করুন আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'** বিভাগ সহ সকল বিভাগকে উত্তরোত্তর সাফল্য ও উৎকর্ষতা দান করুক আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে একনিষ্ঠতার সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। آمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি।

www.dawateislami.net

এই উম্মতের উত্তম ব্যক্তি

সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ঐ সম্মানিত মনিষী, যাঁরা **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যকে ঈমানের দৃষ্টিতে দেখেছেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্য থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হয়েছেন, রিসালতের সূর্য থেকে মারিফাতের নূর অর্জন করে বিলায়তের আকাশে জ্বলজ্বল করছেন এবং কারামতের বাগানে গোলাপ ফুলের ন্যায় সুবাশ ছড়াচ্ছেন আর "সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان" সম্মানিত উপাধি দ্বারা ধন্য হয়ে এই উম্মতের জন্য হেদায়তের নক্ষত্র হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এই উম্মতের মধ্যে উত্তম। **আল্লাহ পাক** কুরআনুল করীমে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ফযীলত ও প্রশংসা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের অনন্য আমল, উত্তম চরিত্র এবং ঈমানের সৌন্দর্য আলোচনা করেছেন আর এই পবিত্র মনিষীদের দুনিয়াতেই সন্তুষ্টির সুসংবাদ শুনিয়েছেন, যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا
عَنۡهُ وَاَعَدَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ
تَجۡرِیۡ تَحۡتَهَا الۡاَنۡهٰرُ
خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَاۤ اَبَدًا ؕ
ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۱۰۰﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তাঁরাও **আল্লাহ**র প্রতি সন্তুষ্ট; আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান সমূহ (জান্নাত সমূহ), যেগুলোর নিম্নদেশে নহর সমূহ প্রবাহমান। তাঁরা সদা সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আদব ও সম্মানের হুকুম ইরশাদ করেছেন, যেমনটি আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবাদের সম্মান করো, কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক।[১]

নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان শান অনেক উচ্চ ও মহান। ঐ সকল সম্মানিত মনিষীদের উপর **আল্লাহ পাকের** অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে। আমাদের উচিত, ঐসকল মহান মনিষীদের ভালবাসা অন্তরে পোষণ করে তাঁদের পবিত্র জীবনি অধ্যয়ন করা এবং উভয় জগতের সফলতার জন্য তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন পরিচালনার চেষ্টা করা। এ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ **আল মদীনাতুল ইলমিয়া** বিভাগকে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, সাহাবিয়ে রাসূল, কাতিবে অহী, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মোবারক জীবনিকে কিতাবের আকৃতিতে "ফয়যানে আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ" নামে সম্পাদনা করার। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ এই কিতাবের উপর ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ (**আল মদীনাতুল ইলমিয়া**) এর ৫জন ইসলামী ভাই কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, বিশেষ করে আবু সালমান মুহাম্মদ আদনান চিশতি মাদানী,

১. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪১৩, হাদীস ৬০১২।

www.dawateislami.net

আবু আতির মুহাম্মদ নাসির জামাল আত্তারী এবং আসিফ জাহানযিব আত্তারী سَلَّمَهُمُ الْبَارِی অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর মজলিস **আল মদীনাতুল ইলমিয়া** এর এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুক এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **আল মদীনাতুল ইলমিয়া**সহ সকল বিভাগকে উত্তরোত্তর দান করুক।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগ (দা'ওয়াতে ইসলামী)
সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ
১০ জমাদিউল আখির ১৪৩৭ হিঃ/ ১১ মার্চ ২০১৬ ইং

সন্তানকে কুরআন পড়ানোর ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে কুরআনুল করীম নাজেরা শিখাবে তার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(মজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭/৩৪৪, হাদীস ১১২৭১)

মুমিনের সম্মান পবিত্র কা'বার চেয়েও বেশি

সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কা'বা শরীফকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন: "হে কা'বা! মুমিনের সম্মান তোমার চেয়ে বেশি।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/৩১৯)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরস্পর ভালবাসা পোষণ করা ব্যক্তি যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে আর **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তবে তাদের আলাদা হওয়ার পূর্বেই উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সহনশীলতা হোক এমনই!

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইসলাম কবুল করার জন্য মানুষ দলে দলে উপস্থিত হতো। একদা ইয়েমেনের বাদশাহদের সন্তানদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দলবদ্ধভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইসলাম কবুল করার জন্য উপস্থিত হলো, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বললেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তিনদিন পূর্বেই

১. মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, ৩/৯৫, হাদীস ২৯৫১।

www.dawateislami.net

তোমাদের আসার সংবাদ প্রদান করেছিলেন। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের প্রতি খুবই মমতা প্রদর্শন করলেন, তাদের জন্য নিজের চাদর মোবারক বিছিয়ে দিলেন, নিজের পাশে বসালেন, মিম্বর শরীফে তাদের জন্য প্রশংসামূলক বাক্য ইরশাদ করলেন, বরকতের জন্য দোয়া করলেন এবং তাদের বাসস্থান ঠিক করার কাজ একজন কোরাইশ যুবককে দায়িত্ব সমর্পণ করলেন। (ঘটনাক্রমে সেই কোরাইশ যুবকও মক্কার এক সর্দারের ছেলে ছিলো, কিন্তু **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট শিক্ষা লাভ এবং মুস্তফার সহচর্য থেকে নৈতিকতা ও আদব শিখার বরকতে তার স্বভাবে সামান্যতমও নেতৃত্বের কোন প্রভাব ছিলো না) **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদেশ পেয়ে সেই যুবক সাথেসাথেই হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সাথে চলে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উটের উপর আরোহী ছিলেন আর সেই কোরাইশি যুবক তার সাথে সাথে পায়ে হেঁটে চলছিলেন। যেহেতু প্রচন্ড গরম ছিলো, তাই কিছুক্ষণ হাঁটার পর সেই কোরাইশ যুবকটি হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বললেন: "গরম অনেক বেশি, এখন তো আমার পা ভেতর থেকেও জ্বলে যাচ্ছে। আপনি আমাকে আপনার পেছনে আরোহন করিয়ে নিন।" হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে দিলেন। সেই কোরাইশ যুবকটি বললো: "কমপক্ষে নিজের জুতা হলেও পরতে দিন, যাতে আমি গরম থেকে রক্ষা পাই।" হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: "তুমি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও যে, বাদশাহের পোশাক পরতে পারবে।

www.dawateislami.net

তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমার উটের ছায়ায় চলছো।” একথা শুনে সেই কোরাইশ যুবকটি প্রবল সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করলেন এবং মুখেও কোন প্রতিবাদ করলেন না। সময় অতিবাহিত হতে লাগলো এবং সেই কোরাইশ যুবকটি পুরো সিরিয়ার গভর্ণর হয়ে গেলেন। একবার হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সেই কোরাইশ যুবকের নিকট এলো, যখন তিনি গভর্ণর হয়ে গিয়েছিলেন। তখন সেই কোরাইশি যুবক তাঁর সাথে খুবই সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সাক্ষাৎ করলেন এবং অতীতের ঘটনার প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে নিজের সাথে আসনে বসালেন আর বললেন: আমার আসন উত্তম নাকি আপনার উটনির কুঁজ? হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: হে আমীরুল মুমিনিন! আমি তখন নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিলাম এবং জাহেলিয়্যতের রীতি তেমনি ছিলো, যা আমি করেছি। এখন **আল্লাহ পাক** আমাকে ইসলাম দ্বারা ধন্য করেছেন আর আপনি যা কিছু করেছেন তাই হলো ইসলামের সুন্দর পদ্ধতি। হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সেই কোরাইশি যুবকের আচরনে এত বেশি প্রভাবিত হলেন যে, তিনি বললেন: হায়! আমি যদি তাঁকে আমার সামনে আরোহন করাতাম।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন যে, কষ্ট সহ্য করার পরও সদাচরণকারী এই সহনশীল কোরাইশি যুবক কে

১. মু'জামু সগীর, ২/১৪৩। মুসনাদে বাযার, ১০/৩৪৫, হাদীস ৪৪৭৫। তারিখে মদীনা, ২/৫৭৯। আল আসাবাতি, ৬/৪৬৬, নম্বর ৯১২০।

www.dawateislami.net

ছিলেন? তিনি ছিলেন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সাহাবী ও কাতিবে ওহী (ওহী লিখক) হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ। এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা ও মার্জনা সহকারে কাজ করা এবং প্রত্যেকের সাথে ভালবাসা সূলভ আচরণ করার চেষ্টা করা।

কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে সহজতার তিনটি উপায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি বিষয় যে ব্যক্তির মাঝে থাকবে, **আল্লাহ পাক** (কিয়ামতের দিন) তার হিসাব খুবই সহজ পদ্ধতিতে নিবেন এবং তাকে নিজের রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! সেই বিষয়গুলো কি? ইরশাদ করলেন: (১) যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান করো ও (২) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো আর (৩) যে তোমার উপর অত্যাচার করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।[১] আপনারাও নিয়্যত করুন যে, কারো পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টে ধৈর্যধারন করে শুধু তাকে ক্ষমা করে দিবো না বরং যতটুকু সম্ভব তাকে প্রশান্তি দিয়ে মনতুষ্ট করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. মু'জামু আওসাত, ইসমুহু মুহাম্মদ, ৪/১৮, হাদীস ৫০৬৪।

www.dawateislami.net

প্রথম অধ্যায়

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার পরিচিতি

নাম মোবারক ও উপাধি-উপনাম

তাঁর নাম মোবারক হলো "মুয়াবীয়া"।[১] অনেক সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان নাম "মুয়াবীয়া" ছিলো[২] যেমনটি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ বিন আহমদ আইনী হানাফী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: "মুয়াবীয়া" নামের বিশজনেরও অধিক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর রয়েছে।[৩]

যখন সাধারণভাবে মুয়াবীয়া বলা হয় তখন তা দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আমীরে মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا)ই হয়ে থাকে।[৪] তাঁর উপনাম হলো "আবু আব্দুর রহমান", উপাধি

---

১. সিয়রে আলামুন নাবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/২৮৫।

২. সাবধান! শয়তান এ কুমন্ত্রণা যেনো না দেয় যে, অভিধানে (Dictionary) তো মুয়াবীয়া শব্দের অর্থ শুদ্ধ নয়, অতএব এই নাম না রাখা উচিত। মনে রাখবেন! অভিধানে মুয়াবীয়ার ভাল অর্থও রয়েছে। যেমন; সাহসী ও উচ্চ আওয়াজ, তাছাড়া শয়তানের এই আক্রমনকে বিফল করার জন্য এ পদ্ধতিটি মনে গেঁথে নিন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অভ্যাস মুবারক ছিলো যে, যদি কোন নামের অর্থ বিশুদ্ধ না হতো তবে **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই নামই পরিবর্তন করে দিতেন, কিন্তু 'মুয়াবীয়া' এমন সুন্দর নাম, যা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুখ মুবারক দিয়ে অসংখ্যবার উচ্চারিত হয়েছে, ঐ নামেই ডেকে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে দোয়া করেছেন এবং তা পরিবর্তন করেননি। এটাও মনে রাখবেন যে, কোন নাম যদি রাসূলের সাহাবীর প্রতি সম্পর্কীত হয়ে যায় তবে এতে অভিধান দেখা হবে না বরং সম্পর্কের বরকত লাভের জন্য সেই নাম রাখা হয়।

৩. উমদাতুল কারী, কিতাবুর ইলম, ২/৬৯, ৭১নং হাদীসের পাদটিকা।

৪. মিরাতুল মানাজিহ, ৬/১১৪।

www.dawateislami.net

"নাসিরুন লি দ্বীনিল্লাহ" (অর্থাৎ **আল্লাহ**র দ্বীনের সাহায্যকারী) এবং "নাসিরুন লি হাক্কিল্লাহ" (অর্থাৎ **আল্লাহ**র সত্যতার সাহায্যকারী)ও তাঁর উপাধি এবং এটাই বেশি প্রসিদ্ধ।[১]

জন্ম

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত আল্লামা আবুল ফজল আহমদ বিন আলী ইবনে আসকালানী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জন্ম নবুয়ত প্রকাশের পাঁচ বছর পূর্বে (প্রায় ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে) হয়েছে এবং এই মতটিই বেশি প্রসিদ্ধ।[২]

বংশধারা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বংশধারা "আবদে মুনাফ" এ গিয়ে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলিত হয়। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশধারা অবলোকন করুন: "মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মুনাফ।"[৩]

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বংশধারা এরূপ: "মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান সাখর বিন হারব বিন উমাইয়া বিন আব্দে শামস বিন আব্দে মুনাফ।"[৪] অনুরূপভাবে তাঁর

১. তাবিখুল খামিস, ২/২৯১। সিয়রে আলামুন নাবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/২৮৫। মু'রিদুল লিল তাফাতি মিন অলীইস সালতানাতি ওয়াল খিলাফাতি, মুয়াবীয়া বিন আবী সুফিয়ান, ১/৬৪।
২. আল আসাবাতি, যিকরে মিন ইসমুহু মুয়াবীয়া, ৬/১২০।
৩. আস সিরাতুন নববীয়া লি ইবনে হিশাম, ৫ পৃষ্ঠা।
৪. আল আসাবাতি, মুয়াবিযা বিন আবি সুফিয়ান, ৬/১২০।

www.dawateislami.net

সম্মানিতা আম্মাজানের বংশধারাও "আব্দে মুনাফ" এ গিয়ে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলিত হয়। "মুয়াবীয়া বিন হিন্দ বিনতে উতবা বিন রাবিয়া বিন আব্দে শামস বিন আব্দে মুনাফ।"(১) এজন্য হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বংশধারা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত।

পিতামাতার পরিচয় ও ইসলাম গ্রহণ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান ও মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা হিন্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا মক্কা বিজয়ের দিন (৮ম হিজরি অনুযায়ী ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারকে ইসলাম গ্রহণ করেন।(২)

সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ানের আত্মত্যাগ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কোরাইশ গোত্রের একটি শাখা বনু উমাইয়ার গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এই কারণেই বদর যুদ্ধে আবু জাহেলের মৃত্যুর পর সমস্ত গোত্রের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি মক্কার সর্দার নির্বাচিত হয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সে দিনই **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ঘরকে "দারুল আমান" অর্থাৎ নিরাপত্তার ঘর হিসাবে ঘোষনা করে তাঁকে

১. আসাদুল গাবাতি, হিন্দ বিন উতবা, ৭/৩১৬।
২. যুরকানি আলাল মাওয়াহিব, কিতাবুল মাগাযি, ২/৪৪০।

www.dawateislami.net

বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন।[১] হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইসলাম গ্রহণ করার পর আপ্রাণ চেষ্টা দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য করেছিলেন। এই সময়ে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ অনেক আত্মত্যাগ দিয়েছেন এবং নিজের সাহসিকতা ও বীরত্বের কার্যত প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, এমনকি নিজের উভয় চোখ **আল্লাহ**র রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হুনাইনের যুদ্ধে উপস্থিত হলেন তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে গণিমতের সম্পদ থেকে একশত উট ও চল্লিশ আউকিয়া প্রদান করলেন এবং তাঁর উভয় ছেলে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া ও হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا কেও এতটুকু দান করেছিলেন। তায়েফের যুদ্ধেও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ অংশগ্রহণ করেছিলেন ও এতে তাঁর একটি চোখ শহীদ হলো, তাঁর অপর চোখটি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলো। মনে রাখবেন! ইয়ারমুকের যুদ্ধের সেনাপতি হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ছিলেন।[২] (তিনি পাপিষ্ঠ এজিদের চাচা ছিলেন, সে দূর্ভাগা ছিলো কিন্তু পিতা ও চাচা সৌভাগ্যবান ছিলেন) উভয় চোখ **আল্লাহ**র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাওয়া এটা কিরূপ মহত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু এটাতো তাঁর মহত্বের ব্যক্তিগত দিক, তাঁর মর্যাদা ও মহত্বের পরিচয় লাভের জন্য তাঁর পরিবারের সদস্যদের মহৎ কার্যকলাপ লক্ষ্য করুন।

---

১. সিয়রে আলামুন নাবালা লি ইবনে হিশাম, ৪৬৯ পৃষ্ঠা। যুরকানি আলাল মাওয়াহেব, কিতাবুল মাগাযি, ৩/৪১৭-৪২২। আসাদুল গা'বাতি, আবু সুফিয়ান বিন হারব, ৬/১৫৭।

২. আসাদুল গা'বাতি, আবু সুফিয়ান সাখার বিন হারব, ৬/১৫৮।

www.dawateislami.net

কলিজার টুকরো প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে

একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার তিনটি বিষয় গ্রহণ করুন: "(১) উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান আরবে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী, আমি তার বিবাহ আপনার সাথে দিলাম (২) মুয়াবীয়াকে আপনার কাতিব (লিখক) বানিয়ে নিন (৩) আমাকে সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি বানিয়ে দিন, যাতে আমি কাফেরদের সাথে সেভাবে যুদ্ধ করতে পারি, যেভাবে মুসলমানদের সাথে করতাম।" **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতিটি ব্যাপারে নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু যুমাইল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যদি হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট না চাইতেন তবে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দান করতেন না, এই কারণে যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অভ্যাস ছিলো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা ফিরিয়ে দিতেন না।[১]

জরুরী ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ষষ্ঠ বা সপ্তম হিজরিতে বিবাহ করেছিলেন এবং তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ ইসলাম গ্রহণ করেননি, কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর

১. মুসলিম, কিতাবুল মানাকিব, ১৩৫৮, হাদীস ১৬৮।

www.dawateislami.net

দরবারে আবারো আবেদন করা নতুন বিবাহের জন্য ছিলো না বরং তা ছিলো বিবাহ নবায়নের।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানশীলতার শান কিরূপ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার হতে প্রার্থনাকারী খালি হাতে যেতো না, বরং নিজের অন্তরের বাসনা অনুযায়ী পেয়ে যেতো, **তাঁর** পবিত্র মুখে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তরে "না" বের হতো না, এই বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী এবং শিহাব উদ্দীন আহমদ কাস্তালানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا কবি ফারাযদকের এই পংক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন:

مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهٖ لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاءُهُ نَعَمُ

অর্থাৎ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'لَا' শব্দটি শুধুমাত্র তাশাহুদের মধ্যে উচ্চারণ করেছেন, যদি তাশাহুদে না হতো তবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর 'لَا (অর্থাৎ না)' শব্দটিও 'نَعَم (অর্থাৎ হ্যাঁ)' হয়ে যেতো।[২] আলা হযরত, আযিমুল বরকত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন:

ওহ কিয়া জুদ ও করম হে শাহে বতহা তেরা
'নেহি' সুনতা হি নেহি মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা

১. শরহে মুসলিম লিন নববী, কিতাবু ফায়ায়িলিস সাহাবা, ৮ম অংশ, ১৬/৬৩।
২. ফতহুল বারী, কিতাবুল আদাব, ১১/৩৮৭, ৬০৩৪নং হাদীসের পাদটিকা। ইরশাদুস সারী, কিতাবুল আদব, ১৩/২২, ৬০৩৪নং হাদীসের পাদটিকা।

www.dawateislami.net

সৌভাগ্যবান সন্তান

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জানাযার নামায পড়িয়েছেন।[১]

সায়্যিদাতুনা হিন্দা এর প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ন্যায় হযরত সায়্যিদাতুনা হিন্দা বিনতে উতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ও ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের সমস্ত প্রচেষ্টা দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্যই ব্যয় করেছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ও সাহাবীয়াতের মোবারক সারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন এবং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় হয়ে গেলো। যেমনটি হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন: হিন্দা বিনতে উতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন আরং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) সমগ্র পৃথিবীতে আপনার পরিবারের চেয়ে বেশি অন্য কারো পরিবারের অপদস্ত ও অপমানিত হওয়া আমার নিকট এত প্রিয় ছিলো না। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এমন যে, সমগ্র পৃথিবীতে আপনার পরিবারের চেয়ে বেশি অন্য কারো পরিবার সম্মানিত হওয়া আমার পছন্দ নয়।[২] তাছাড়া **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপহার প্রেরণ করেও নিজের অন্তরের ভক্তি প্রকাশ করেন।

---

১. শাযরাতুয যাহাব, সুন্নাতে আহাদি ও সালাসীন, ১/৬৩।
২. বুখারী, কিতাবুল মানাকিবুল আনসার, ২/৫৬৭, হাদীস ৩৮২৫।

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে উপহার

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোসাইন হুযলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যখন হযরত হিন্দা বিনতে ওতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন নিজের খাদেমার মাধ্যমে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে ছাগলের দু'টি ভাজা করা বাচ্চা উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবতাহ উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। খাদেমা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাবুর নিকট পৌঁছে সালাম আরয করলো এবং তাবুতে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলো। অনুমতি পাওয়ার পর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো, তখন **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা, উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এবং আব্দুল মুত্তালিব গোত্রের কিছু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

খাদেমা আরয করলো: আমার মালিকা হযরত হিন্দা বিনতে ওতবা এই উপহার আপনার দরবারে প্রেরণ করেছেন আর তিনি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আরয করেছেন: বর্তমানে আমাদের ছাগলগুলো অল্প বাচ্চা জন্ম দিয়েছে (অন্যথায় আপনার শানের উপযুক্ত উপহার প্রেরণ করা হতো, অতএব এই সামান্য উপহার খেদমতে উপস্থিত করেছি) **নবী করীম, রউফুর রহীম হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত হিন্দা বিনতে ওতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে দোয়া করলেন: **আল্লাহ পাক** তোমার ছাগলের মধ্যে বরকত দান করুক এবং এতে বৃদ্ধি করুক। এরপর সেই খাদেমা তা মালিকা হযরত

www.dawateislami.net

হিন্দা বিনতে ওতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর নিকট ফিরে এলো এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত দোয়া সম্পর্কে জানালো। হযরত হিন্দা বিনতে উতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এই দোয়ার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন, তাঁর খাদেমা বলেন: এরপর আমাদের ছাগলের সংখ্যা এত অধিক ও বৃদ্ধি পেলো, যা ইতিপূর্বে আমরা দেখিনি, হযরত হিন্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেছিলেন: এটা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতের দেয়ার ফল ও বলেন: **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করেছেন, হযরত হিন্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এ প্রসঙ্গে এটাও বলেন: আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি রোদে দাঁড়িয়ে আছি এবং একটি ছায়া আমার নিকট আসলো, কিন্তু আমি এই ছায়া পাওয়ার যোগ্য নই, এমন সময় **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসলেন, যার বরকতে আমি ঐ ছায়া পাওয়াতে সফল হয়ে গেলাম। (অর্থাৎ কুফরীর রোদ থেকে বের হয়ে ইসলামের ছায়াতলে এসে পৌঁছেছি)।[১]

হযরত সায়্যিদাতুনা হিন্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সময়কালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে নিজ স্বামী হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২] হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে যেদিন আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা আবু বকর

১. তারিখে ইবনে আসাকির, হিন্দা বিনতে ওতবা, ৭০/১৮৪।
২. আসাদুল গা'বাতি, হিন্দা বিনতে ওতবা, ৭/৩১৭। তারিখে ইবনে আসাকির, হিন্দা বিনতে ওতবা, ৭০/১৬৬। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/১২১।

www.dawateislami.net

সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু কুহাফা ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইন্তিকাল করেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ও ইন্তিকাল করেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا খুবই সুস্পষ্ট ভাষী এবং বুদ্ধিমান মহিলা ছিলেন।[১] হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আকৃতি ও চরিত্র মোবারক

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ লম্বা আকৃতির ছিলেন। তাঁর রং সাদা ও সুন্দর এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। মাথার চুল ও দাঁড়ি মোবারকে মেহেদী লাগাতেন, যার কারণে তাঁর দাঁড়ি মোবারক সোনালী মনে হতো।[৩] তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ধৈর্য ও সহনশীল, অভিজাত, সম্পদশালী এবং মানুষের মধ্যে সর্দার ছিলেন, দয়া প্রদর্শনকারী ও সর্বাবস্থায় ন্যায় বিচারকারী ছিলেন।[৪]

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ জাযুরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ খুবই সুন্দর, ফর্সা রঙের ছিলেন। যেমনিভাবে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলতেন: **"মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হলেন**

১. আসাদুল গা'বাতি, হিন্দা বিনতে উতবা, ৭/৩১৭।
২. মিরকাতুল মাফতিহ, কিতাবুল লিবাস, ৮/২৪৩, ৪৪৬৬নং হাদীসের পাদটিকা। তারিখে ইবনে আসাকির, হিন্দা বিনতে ওতবা, ৮০/১৬৬।
৩. আল আসাবাতি, মুয়াবীয়া বিন আবী সুফিয়ান, ৬/১২০। আল বাদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৬১৯। আসাদুল গা'বাতি, ৫/২২৩। তারিখে খোলাফা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১৫৫ পৃষ্ঠা।
৪. আল বাদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৬১৯।

www.dawateislami.net

আরবের কিসরা[১]।"[২] তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ প্রায় সময় কালো পাগড়ী পরিধান করতেন।[৩]

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন মুহাম্মদ দিয়ার বিকরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বাদশাহ ছিলেন, প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন, দূরদর্শী, বীর, দানশীল, সহনশীল এবং সর্দার ছিলেন, যেনো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ জন্মই হয়েছিলেন বাদশাহ হওয়ার জন্য।[৪]

সবুজ পোশাকও পরিধান করতেন

হযরত ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ্ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আমাদেরকে খুৎবা প্রদান করেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সবুজ চাদর জড়িয়ে রেখেছিলেন।[৫]

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শৈশব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সমস্ত ব্যক্তিরা নিজেদের কৃতীত্বের কারণে পৃথিবীতে সুনাম অর্জন করেছেন, তাদের এ সফলতার পেছনে পিতামাতার উত্তম শিক্ষা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সহচর্য বড় ভূমিকা পালন করে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সম্মানিত পিতা সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যার নাম ছিলো সাখর এবং

১. পারস্যের (ইরান) বাদশাহকে কিসরা বলা হয়। (ফেরাউনের মৃত্যু, ৩ পৃষ্ঠা)
২. আসাদুল গা'বাতি, মুয়াবীয়া বিন সাখার, ৫/২২২।
৩. মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৪৪।
৪. তারিখে খামিস, যিকরে খিলাফাতি মুয়াবীয়া, ২/২৯২।
৫. তাবকাতে ইবনে সাআদ, মুয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/২৩।

www.dawateislami.net

উপনাম আবু হানজালা।[১] জাহেলীয়তের যুগে মক্কায় সর্দার ছিলেন, যার সাহসীকতা ও বীরত্ব এবং রাজনীতি ও নেতৃত্ব ছাড়াও নিজ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে আরবের অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যে অনন্য ছিলেন, তাঁর সহচর্য এবং প্রশিক্ষণ সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও মহত্বান হয়ে গেলেন, আরো লেখাপড়ার আগ্রহ এবং তা বাস্তবায়নের কারণে তাঁর ব্যক্তিত্ব আরো অনন্য ও উল্লেখযোগ্য হয়ে গেলো।

ছোট বেলা থেকেই মহত্বের প্রকাশ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি হিন্দা বিনতে ওতবাকে মক্কা শরীফে দেখলাম, তাঁর চেহারা যেনো চাঁদের টুকরোর ন্যায় ছিলো এবং তাঁর পাশে একটি বাচ্চা খেলছিলো, একজন (দুরদর্শী) ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি বাচ্চার ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী করতে গিয়ে বলতে লাগলো: **"যদি এই বাচ্চা জীবিত থাকে তবে সে নিজ গোত্রের সর্দার হবে।"** একথা শুনে হযরত হিন্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বললেন: "যদি সে সমগ্র আরবের সর্দার না হয় তবে **আল্লাহ পাক** যেনো তাকে মৃত্যু দেয়।" সেই বাচ্চা হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا ছিলো।[২]

হযরত সায়্যিদুনা সালেহ বিন কিসান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বর্ণনা করেন: আরবের কিছু অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া

১. উমদাতুল ক্বারী, কিতাবু ফাদায়িলি আসহাবিন নবী, ১১/৪৮৭।
২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ৫/৬২০।

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে শৈশবে দেখেছিলো, তাই তাদের একজন বলেন: আমার মনে হচ্ছে যে, অচিরেই এই বাচ্চা নিজ গোত্রের সর্দার হবে। যখন এই কথা তার আম্মাজান হযরত হিন্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا শুনলেন তখন বলতে লাগলেন: আমি এতে কাঁদবো যদি সে শুধু নিজের গোত্রের সর্দার হয়।[১]

অনুরূপভাবে একদিন যখন সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ছোট বাচ্চা ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দৃষ্টি তার দিকে পড়লো, তখন বললেন: "নিশ্চয় আমার এই বড় মাথা বিশিষ্ট ছেলে নিজের গোত্রের সর্দার হওয়ার যোগ্য, হযরত হিন্দা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا তা শুনে বললেন: "শুধু কি নিজ গোত্রের সর্দার! (এত গুণাবলী থাকার পরও) যদি সে সমগ্র আরবের সর্দার না হয় তবে সর্বনাশ হোক।[২]

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর যৌবন ও জাহেলীয়তের যুগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জন্ম **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত ঘোষণার পাঁচ বছর পূর্বে মক্কা মুকাররামায় হয়েছে, সে হিসাবে হিজরতের সময় তাঁর বয়স ১৮ বছর ছিলো এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যুবক ছিলেন, কিন্তু মক্কার সর্দারের ঘরে শিক্ষা লাভ এবং মক্কার কাফেরদের মাঝে বসবাস করার পরও ইসলামের বিরুদ্ধে হওয়া

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিনে মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ৫/৬২০।
২. আল আসাবাতি, মুয়াবীয়া বিন আবী সুফিয়ান, ৬/১২১। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৬২০।

www.dawateislami.net

চক্রান্ত ও যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ বর্ণিত নেই, অর্থাৎ জাহেলীয়তের যুগে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার কুৎসিত দাগ থেকে পবিত্র ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে এটি **আল্লাহ পাকের** তাঁর প্রতি দয়া ছিলো।

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যখন ছোট ছিলেন তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর সামনে হযরত সায়্যিদুনা খুবাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে শূলিতে দাঁড় করালো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা খুবাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) মক্কাবাসীদের জন্য বদদোয়া করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমাকে আমার পিতা মাটিতে শুইয়ে দিলেন, কেননা তার মনে হয়েছিলো যে, যদি মাটিতে শুয়ে যাই তবে বদদোয়ার প্রভাব পড়বে না। ঐ বদদোয়ার ফলে হযরত সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর উপর এক অস্থিরভাব অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, আমার উপর ঐ বদদোয়ার এই প্রভাব পড়েছিলো যে, কয়েকবছর আমার প্রসিদ্ধতা শেষ হয়ে গেলো। বলা হয় যে, যত লোকই শূলিতে চড়ানোর সময় সেখানে উপস্থিত ছিলো সবাই এক বছরের ভেতরে মারা গেলো।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে প্রকাশিত মুজিযাসমূহ এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর সত্তা থেকে প্রকাশিত বরকত সমূহ ইসলামের সত্যতাকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু ইসলামের শত্রুরা সবকিছু দেখে, জেনে ও বুঝেও হিংসা এবং

১. শাওয়াহেদুন নবুয়ত, ১০০ পৃষ্ঠা। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৩/৬০২। সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩৭১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

শত্রুতার কারণে ঈমান আনয়ন করতো না, কিন্তু সে সমস্ত মানুষদেরকে **আল্লাহ পাক** প্রশান্ত অন্তরের নেয়ামত দান করেছিলেন তারা হেদায়াতের বাণী কবুল করতেন এবং ঈমানের নেয়ামত পেয়ে ধন্য হয়ে যেতেন। সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সায়্যিদুনা খুবাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অতুলনীয় আত্মত্যাগ এবং তাঁর বদদোয়া কবুল হওয়াকে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ লক্ষ্য করলেন, তাছাড়া **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মক্কার জীবন তাঁর সামনেই অতিবাহিত হয়েছিলো, এছাড়াও তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে হাবশার দিকে হিজরত করা এবং পরে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিবাহ বন্ধনে আসা, এগুলো ঐ সমস্ত বিষয় ছিলো, যার কারণে তাঁর অন্তরে কুফরের প্রতি ঘৃণা এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়, সম্ভবত এটাই সেই কারণে ছিলো যার কারণে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইসলামের বিরুদ্ধে হওয়া প্রদক্ষেপ ও যুদ্ধ বিগ্রহে অংশগ্রহণ করেননি, অতঃপর নিজের ইসলামকে মক্কা বিজয়ের দিনে প্রকাশ করলেন, যখন তাঁর পিতামাতার পাশাপাশি মক্কাবাসীরাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল্লাহ আনসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: যখন হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে মক্কার কোরাইশরা বায়তুল্লাহ যেতে বাঁধা দিয়ে 'রাহ' নামক স্থানে অবস্থান

www.dawateislami.net

করতে বাধ্য করলো এবং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি সন্ধি করলো, তখন আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করেছিলো, অতঃপর যখন আমি তা আমার আম্মার নিকট আলোচনা করলাম তিনি বললেন: "নিজের পিতার বিরোধীতা করাকে ভয় করো অথবা নিজের পথ আলাদা করে নাও আর যদি দ্বিতীয়টি পছন্দ করো, তবে তোমার খাবার পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হবে।" আমার পিতা তখন (ব্যবসার কাজে) হুবাশায় (বছরে আট দিন বসে এমন বাজার) গিয়েছিলেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং তা গোপন রাখলাম, **আল্লাহ পাকে**র শপথ! যখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হুদায়বিয়া থেকে ফিরে গেলেন তখন আমি **তাঁর** প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছি এবং এ বিষয়টি আমি আমার পিতার নিকট গোপন রেখেছিলাম, অতঃপর যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ওমরার কাযা করার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখনও আমি মুসলমান ছিলাম। যখন আমার ইসলাম গ্রহণের খবর আমার পিতা পেলো, তখন তিনি আমাকে বললো: তোমার ভাই তোমার চেয়ে উত্তম, কেননা সে আমার ধর্মের উপর রয়েছে। আমি বললাম: "আমি নিজেও এমন শ্রেষ্ঠত্ব চাইনা"। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কা বিজয়ের সময় তাশরীফ নিয়ে আসলে তখন আমি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করলাম ও **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলাম এবং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে স্বাগত জানালেন আর আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অহী লিখক হয়ে গেলাম।[১]

১. তাবকাতে ইবনে সাআদ, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/১৬।

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ আমীরে মুয়াবিযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ঈমানের ব্যাপারে বলেন: বিশুদ্ধ মত হলো, আমীরে মুয়াবিযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনই সপ্তম হিজরি (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু মক্কাবাসীদের ভয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখেন, অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন নিজে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করেন। যে সমস্ত লোকেরা বলেছে যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তা ঈমান প্রকাশ করার ভিত্তিতে বলেছেন।[১]

ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইসলামের উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়ে গেলেন। মক্কা বিজয়ের পর হওয়া হুনাইনের যুদ্ধে **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ অংশগ্রহণ করেন এবং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে হাওয়াযিনের গণিমতের মাল থেকে একশত (১০০) উট এবং চল্লিশ (৪০) আউকিয়া স্বর্ণ দান করেন, যার পরিমাণ হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ করেছিলেন, অনুরূপভাবে ইয়ামামার যুদ্ধেও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ অংশগ্রহণ করে ছিলেন।[২]

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিনে মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ৫/৬১৯। আমীরে মুয়াবীয়া, ৪১ পৃষ্ঠা।
২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিনে মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ৫/৬১৯। তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ২/৪০৬।

www.dawateislami.net

তিনি মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মুয়াল্লাফাতুল কুলুব[১] এর অন্তর্ভুক্ত কখনো ছিলেন না, যেমনটি বিখ্যাত মুফাসসীরগণ হযরত ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুম্মাম সানয়ানী, হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী, হযরত ইমাম ইবনে আবি হাতেম রাযি رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن প্রমুখ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি বরং বনু উমাইয়ার মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এর মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

হযরত আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসম্ভব। তিনি এর অন্তর্ভুক্ত কিভাবে হবেন, যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে **আল্লাহ পাকের** অহী ও এর কিরাতের জন্য নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন, তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে তাঁর অবস্থা আরো অধিক প্রকাশিত ও স্পষ্ট, তবে তাঁর পিতা মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৩]

---

১. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ সকল লোক, যাদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত দেয়া হয়। (লুগাতুল ফুকহা, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

২. তাফসীরে তাবারী, পারা ১০, সূরা তাওবা, ৬০নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৩৯৯। তাফসীরে আব্দর রাযযাক, পারা ১০, সূরা তাওবা, ৬০নং আয়াতের, ৬/১৫৭। তাফসীরে ইবনে আবি হাতিম, পারা ১০, সূরা তাওবা, ৬০নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/১৮২২।

৩. তাফসীরে কুরতুবী, পারা ১০, সূরা তাওবা, ৬০নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৮৮।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: মনে রাখবেন, হুনাইনের যুদ্ধের সময় **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যে সম্পদ দান করেছিলেন, তা অন্তর আকৃষ্ট করার জন্য ছিলোনা বরং তা শাহী উপহার ছিলো, যেমনিভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বাহরাইন থেকে আগত সম্পদের মধ্য হতে হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কেও এত টাকা দান করেছেন যে, হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তা বহন করতেই পারছিলেন না। এই রাজকীয় দানের মাধ্যমে এটা আবশ্যক হচ্ছে না যে, হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এর অন্তর্ভুক্ত, মোটকথা নবীর দান হচ্ছে এক বিষয় আর মন আকৃষ্ট করা হচ্ছে অন্য বিষয়। আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর এই দান ছিলো প্রথম প্রকারের। তবে হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর এই দান হযরত আবু সুফিয়ান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর আরো বেশি মন আকৃষ্টতার মাধ্যম হয়ে গেছে, যেমনিভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, যেই ব্যক্তি আবু সুফিয়ান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করবে সে নিরাপদ, যেনো সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর ঘরকে নিরাপত্তার ঘর বানিয়ে দিয়েছেন। কেন? শুধুমাত্র আবু সুফিয়ানকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য।[১]

স্ত্রী ও সন্তানাদী

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বিবাহ বন্ধনে চারজন স্ত্রী ছিলো, যাঁদের মাধ্যমে **আল্লাহ পাক** সন্তানও দান করেছেন।

১. তাতহীরুল জিনান, আল ফসলুল আওয়াল, ফি ইসলামে মুয়াবিযা, ৮ পৃষ্ঠা। আমীরে মুয়াবীয়া, ৪৩ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

(১) **মাইসুন বিনতে বহদল কলবী: আল্লাহ পাক** তাঁকে অধিক মেধা ও বিবেক বুদ্ধি এবং খোদাভীরুতা ও পরহেযগারিতার ন্যায় মহান গুণে গুণান্বিত করেছিলেন।[১] শরীয়াতের ব্যাপারে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا ছিলেন খুবই সতর্ক। তাঁকে তাবেঈনদের মধ্যে গন্য করা হয়, যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন মুহাম্মদ সাগানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মাইসুন বিনতে বহদল আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর স্ত্রী এবং তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত।[২] হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অধিকাংশ সন্তান তাঁরই গর্ভের: এজিদ, আমাতা রাব্বিল মাশারিক, রামলা, হিন্দ।[৩]

(২) **ফাখতা বিনতে কারাযাহ:** তাঁর গর্ভ থেকে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দুই সন্তান হয়: (১) আব্দুর রহমান ও (২) আব্দুল্লাহ্।[৪]

(৩) **কুনুদ বিনতে কারাযাহ:** ইনি ফাখতা বিনতে কারাযাহ এর বোন।[৫] রোমের একটি দ্বীপ কুবরুস এর বিজয়ের সময় তিনি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে ছিলেন।[৬]

(৪) **নায়েলা বিনতে আম্মারাহ কালবিয়্যা।**[৭]

---

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৬৫০।
২. আল উবাবুল যাখির, ১/২০০। তাজুল উরুস, ১৬/৫২৯।
৩. আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/৩৭২। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৬৫০। তারিখে তাবারি, ৩/২৬৪।
৪. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৬৪৯। তারিখে ইবনে আসাকির, ৭০/৬।
৫. যখন ফাখেতা বিনতে কারাযাহর ইন্তিকাল হয়ে গেলো বা তাঁর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলো তখন ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর কুনুদ বিনদে কারাযাহকে বিবাহ করলেন।
৬. উমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল জিহাদ, ১০/১৯৮, ২৮৭৮নং হাদীসের পাদটিকা। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৬৪৯। তারিখে ইবনে আসাকির, ৭০/৫৪।
৭. তারিখে ইবনে আসাকির, নায়েলা বিনতে আম্মারা, ৪০/১৩৫। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৬৪৯।

www.dawateislami.net

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার গুণাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক মানুষ তার গুণাবলীর মাধ্যমে পরিচয় লাভ করে। ভাল ও সত্যিকার মানুষ সর্বদা নিজের মহান গুণাবলী, উত্তম কর্মকান্ড এবং সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে নিজের পরিচতি প্রতিষ্ঠা করে থাকে। শুধু জীবদ্দশায় নয় বরং দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও তারা মানুষের অন্তরে রাজত্ব করে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে **আল্লাহ পাক** মহান গুণাবলীর অধিকারী বানিয়েছেন, তাঁকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, আর তা কেনই বা হবে না যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উত্তম চরিত্রের সমষ্টি, দুশ্চরিত্র থেকে বহুদূরে এবং ইসলামের নূরের মিনার ছিলেন। বক্তব্য ও ওয়াজ নসিহতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। জল স্থলের যুদ্ধে শত্রুদের জন্য ছিলেন ভীতিকর অথচ খোদাভীতির কারণে থরথর করে কাঁপতেন। যেহেতু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মোবারক দলের একজন মহান সাহাবী, তাই এই মোবারক দলের যে মর্যাদা এবং সম্মান **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বর্ণনা করেছেন আর **আল্লাহ পাক** "رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوْا عَنْہُ"[১] ইরশাদ করে স্থায়ী সন্তুষ্টির যে সুসংবাদ

১. পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১০০।

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শুনিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এতে হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও অন্তর্ভুক্ত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো পুরো জীবনকে জড়ো করা এবং তার জীবন পাতায় ছড়ানো সমস্ত মুক্তোকে একত্রিত করা খুবই কষ্টকর কাজ। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও অসাধারণ উৎকর্ষতা ও গুণাবলী সম্পন্ন **সাহাবিয়ে রাসূল**। তাঁর কিছু গুণাবলী লক্ষ্য করুন:

(১) বিনয় ও নম্রতা

নিজেকে সম্মান করা পছন্দ করতেন না

হযরত সায়্যিদুনা আবু মিজলায رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বর্ণনা করেন: একদা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট আগমন করলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন আর হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যিনি সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বেশি ভারী দেহের ছিলেন, নিজের ওজনের কারণে বসে রইলেন, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বললেন: বসে থাকো! নিশ্চয় আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি এই বিষয়টি পছন্দ করে যে, মানুষ তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাক, তবে সে নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিলো।[১]

১. আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৪৫৭, হাদীস ৫৬৬৯। মুসনদে আত তায়ালিসি, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ২য় অধ্যায়, ৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৫৩।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিশ্চয় সৌভাগ্যের বিষয়। যেমনিভাবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সাআদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর আগমনে আনসারদের ইরশাদ করেন: قُوْمُوْا اِلٰی سَیِّدِکُمْ অর্থাৎ নিজেদের সর্দারের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।[১] এই হাদীসে পাকের আলোকে হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: এ মহান বাণীতে **রাসূলে পাক** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) সকল আনসারদের দু'টি হুকুম প্রদান করেছেন: **এক;** হযরত (সায়্যিদুনা) সাআদ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর সম্মানার্থে দাঁড়ানো, **দুই;** তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য কিছুদুর অগ্রসর হয়ে তাঁকে নিয়ে আসা। বুযুর্গদের আগমনে এই দু'টি কাজ অর্থাৎ সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং স্বাগত জানানো জায়িয বরং **প্রিয় নবী** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর কওলী সুন্নাতও, একারণেই اِلٰی سَیِّدِکُمْ ইরশাদ করেছেন। মুফতী সাহেব আরো বলেন: অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম এই হাদীসের আলোকে বলেছেন: বুযুর্গদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত ইকরামা বিন আবু জাহল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং হযরত আদি বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর আগমনে তাঁদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছেন, হযরত (সায়্যিদা) ফাতেমা যাহরা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا) **প্রিয় নবী** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর আগমনে সম্মানার্থে দাঁড়াতেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানার্থে অসংখ্যবার দাঁড়িয়েছেন।[২]

---

১. বুখারী, কিতাবুল ইস্তিয়াযান, ৪/১৭৬, হাদীস ৬২৬২।
২. মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৭০।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ওয়ালা বর্ণনার আলোকে হাকীকুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: এই হাদীস কিয়ামের (দাঁড়ানোর) নিষেধাজ্ঞার সকল হাদীসের ব্যাখ্যা করে দিয়েছে যে, **যে কেউ নিজের সম্মানার্থে দাঁড় করাতে চায়, তার জন্য দাঁড়াবে না** বা এরূপ দাঁড়ানো নিষেধ, কেননা সাহেব বসে আছেন আর মানুষ তার সামনে করজোরে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই কাজটি অহংকার ও গর্বের জন্য হয় প্রয়োজনে না হয় তবে কঠোরভাবে নিষেধ। আলিমে দ্বীনের সামনে করজোরে দন্ডায়মান হওযা, অনুরূপভাবে ন্যায় বিচারকের সামনে দন্ডায়মান হওয়া বিশেষকরে মামলাকারীর, অনুরূপভাবে শিক্ষকের সামনে ছাত্রদের দন্ডায়মান হওয়া মুস্তাহাব, যদিও এসব ব্যক্তিরা বসা থাকে আর ছাত্ররা দাঁড়ানো থাকে। তবে হ্যাঁ, মুখদুমদের (তথা যার খেদমত করা হয়) অহংকারবশতঃ তাদেরকে দাঁড় করানো আর নিজে বসে থাকা, এটা নিষেধ। এখানে এটাই উদ্দেশ্য।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজের সম্মান করাতে নিষেধ করেছেন, এটা মূলত তাঁর বিনয়ের কারণেই ছিলো। আমাদেরও তাঁর অনুসরনে সম্মানের আকাংখা না করা উচিৎ, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে কোন আলিম সাহেব বা পীর সাহেব বা পিতামাতার সম্মানার্থে দন্ডায়মান হয়, তবে তা শুধু জায়িয নয় বরং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের মাধ্যম, যেমনিভাবে আউস

১. মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৭২।

www.dawateislami.net

গোত্রের সর্দার হযরত সাআদ বিন মুয়াজ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আনসার সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করেন: قُوْمُوْا اِلٰی سَیِّدِکُمْ অর্থাৎ নিজেদের সর্দারের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।[১] অবশ্য হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর এই আমলে আমাদের জন্য অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে, আমাদের নিজেদের মনে মনে চিন্তা করা উচিত যে, যখন লোকেরা আমাদেরকে সম্মান করে তখন আমরা কত দ্রুত আত্মতৃপ্তিতে লিপ্ত হয়ে যাই এবং অন্তরে নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টিই দিইনা। এটাও মনে রাখবেন, অন্তর এটা চোখের ন্যায় নয় যে, যাকে কোন বিপদের সময় বন্ধ করা যায়, এটা জিহ্বার ন্যায়ও নয় যে, যা দাঁত এবং ঠোঁটের বেষ্ঠনির মধ্যে থাকে বরং অন্তর তো সর্বদা বিপদ ও কুমন্ত্রণার সম্মুখিন হয়ে থাকে। এজন্য আমাদের পূর্ববর্তি বুযুর্গগণ অন্তরের সংশোধনের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিতেন। অন্তরে সৃষ্ট হওয়া হিংসা, অহংকার এবং ক্ষোভ ও শত্রুতা, যাকে **"বাতেনী রোগ"** বলা হয়। ঐসমস্ত রোগ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে জানা ফরয। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"বাতেনী বিমারিউ কি মালুমাত"** অধ্যয়ন করা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য অতিশয় উপকারী।

১. বুখারী, কিতাবুল ইস্তিয়াযান, ৪/১৭৬, হাদীস ৬২৬২।

www.dawateislami.net

(২) সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ার প্রেরণা

উপদেশ প্রত্যাশী

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে একটি চিঠি লিখেন, যাতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উপদেশ প্রদান করার জন্য এভাবে আবেদন করেন: আপনি আমাকে ঐ বিষয়টি লিখে দিন, যাতে আমার জন্য উপদেশ রয়েছে। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا উত্তরে লিখলেন: سَلَامٌ عَلَيْكَ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুটিতে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি কামনা করে, **আল্লাহ পাক** তাকে মানুষের মুখাপেক্ষীতা থেকে রক্ষা করবেন আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য **আল্লাহ পাক**কে অসন্তুষ্টি করবে তাকে মানুষের নিকট সমর্পণ করে দিবেন।[১]

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: "অর্থাৎ যেই মুসলমান **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করে না, তবে যদিও মানুষ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু اِنْ شَآءَ الله তার কিছুই করতে পারবে না, **আল্লাহ পাক** তাকে মানুষের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন, এ আমলটি খুবই পরীক্ষিত, যা এখনও অভিজ্ঞতা চলছে।"

১. তিরমিযী, কিতাবুদ যুহুদ, বাবু মাজা ফি হিফযিল লিসান, ৪/১৮৬, হাদীস ২৪২২।

www.dawateislami.net

হাদীস শরীফের অপর অংশের ব্যাখ্যায় বলেন: "অর্থাৎ একটি কাজে মানুষ তো সন্তুষ্ট হয় কিন্তু তা শরয়ীভাবে হারাম, এই ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য সেই কাজটি করে, **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করে না, সে ঐ সমস্ত মানুষের হাতেই লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে, যাদের সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ করেছে।"

মানুষের নিকট সমর্পণ করে দেয়ার ব্যাখ্যায় বলেন: "অতঃপর ঐ লোকেরাই সেই চাটুকার ব্যক্তিকে ধ্বংস বা লাঞ্ছিত করবে, যাদেরকে খুশি করার জন্য সে আপন **প্রতিপালক**কে অসন্তুষ্টি করে নিলো, অতএব সবাইকে খুশি করার জন্য **আল্লাহ পাক**কে অসন্তুষ্ট করোনা, কারো সন্তুষ্টির জন্য গুনাহ বা কুফর বা শিরিক করোনা।"[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পদমর্যাদা যেকোন প্রকৃতির হোক না কেন, যদি তাতে মানুষের সন্তুষ্টি ও ছাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, তবে পদস্থ ব্যক্তি শরীয়াতের সীমানাও অতিক্রম করতে পারে, অতএব উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا নিজের ফিক্হী অন্তর্দৃষ্টি ও বোধশক্তির মাধ্যমে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মাদানী ফুল হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে প্রদান করেছেন নিশ্চয় তা সমস্ত শাসকদের জন্য পথনির্দেশনার মূলনীতি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর এই মোবারক বাণীতে আমাদের জন্যও সংশোধনের মহান মাদানী ফুল রয়েছে, বর্তমানে আমাদের দৃষ্টি শুধু মানুষের সন্তুষ্টিই হয়ে থাকে আর **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, বিবাহের অনুষ্ঠান হোক বা

১. মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬৭৫।

www.dawateislami.net

আনন্দ ও শোকের অন্যান্য ব্যাপারে, আমরা **আল্লাহ পাকের** আহকামকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মানুষের সন্তুষ্টির জন্য অনেক গুনাহের কাজ করে থাকি এবং আমাদের **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির প্রতি কোন খেয়ালই থাকে না, হয়তো এই কারণেই বর্তমানে আমাদের অভাব অনটন ও বিভিন্ন ধরণের চিন্তাভাবনার সম্মুখীন হতে হয়। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর উম্মুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا থেকে উপদেশ চাওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর বিনয় ও নম্রতা, আসলে তাঁর এই আমল আমাদের মতো গুনাহগারদের জন্য শিক্ষার জন্য ছিলো।

(৩) ধৈর্য ও সহনশীলতা

সবচেয়ে বেশি সহিষ্ণু স্বভাব

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: একদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বললেন: হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ও সবচেয়ে বেশি সহিষ্ণু স্বভাবের। উপস্থিতরা আরয করলেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর চেয়েও? তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বললেন: সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ পদমর্যাদার হিসাবে তো হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর চেয়ে অনেক উত্তম কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ অধিক সহনশীল।[১]

১. আস সুন্নাতু লিল খালাল, যিকরে আবি আব্দুর রহমান..., ১/৪৪৩, নম্বর ৬৮১।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাগকে সহ্য করে নেয়া ও রাগ আনয়নকারী বিষয়ের উপর রাগ না করাকে "ধৈর্য ও সহনশীলতা" বলে।[১] আর এই গুণের অধিকারী বড়মাপের মানুষ হয়ে থাকে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আছাড় মারা ব্যক্তি শক্তিশালী নয় বরং শক্তিশালী হলো সেই, যে রাগের সময় নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রনে রাখে।"[২] হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মধ্যে সহিষ্ণুতার গুণ ভরা ছিলো এবং তা তাঁর অনন্য গুণাবলীর মধ্যে একটি, যার প্রকাশ তাঁর জীবনের প্রতিটি অংশে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়।

সহনশীলতা যেনো কম না হয়ে যায়!

একদা এক ব্যক্তি হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বললে তখন কেউ বললো: "যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে তাকে শিক্ষনীয় শাস্তি দিতে পারেন।" এতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: "আমার ঐ বিষয়ে লজ্জা হয় যে, আমার প্রজাদের কোন ভুলের কারণে আমার ধৈর্য ও সহনশীলতা কমে যাওয়া।"[৩]

সবচেয়ে বড় সর্দার কে?

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে প্রশ্ন হলো: সবচেয়ে বড় সর্দার কে? বললেন: "যখন কিছু চাওয়া

১. জান্নাতি যেওর, ১৩২ পৃষ্ঠা।
২. বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবুল হাযর মিনাল গযব, ৪/১৩০, হাদীস ৬১১৪।
৩. হিলমু মুয়াবীয়া, ২২ পৃষ্ঠা, নম্বর ১৪।

www.dawateislami.net

হবে তখন সবচেয়ে বড় দানশীল হওয়া, সমাজে সৎচরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম হওয়া এবং তাকে যতই নিকৃষ্ট মনে করা হোক না কেনো, ততটুকুই ধৈর্যশীলতা ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়া।"[১]

কারো সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা রাখতেন না

হযরত সায়্যিদুনা আবু আসওয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه জমলের যুদ্ধে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সাথে ছিলেন কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা আসওয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁকে নিজের পাশে বসালেন এবং মূল্যবান উপহারও প্রদান করলেন।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং সদাচরণ সম্পর্কে কি বলবো! এ ঘটনা থেকে আমাদের দু'টি মাদানী ফুল অর্জিত হয়েছে:

(১) আমাদের উচিত, মুসলমানদের সাথে সদাচরণ করা, তাদের আদব ও সম্মান করা, কেননা এর কারণে অন্তরে ভালবাসার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে অসিয়ত করলেন: "মনে রেখো! যদি তুমি মানুষের সাথে সদাচরণ না করো তবে তারা তোমার শত্রু হয়ে যাবে, যদিওবা তোমাদের পিতামাতাও হয়। যখন তুমি মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে তখন তারা

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুযাবিয়া বিন সখর, ৫৯/১৮৬।
২. সিয়রে আলামু নাবলা, আবু আসওয়াদ দু'লি, ৫/১১৬।

www.dawateislami.net

তোমার পিতামাতার মতোই হয়ে যাবে, যদিও তোমার ও তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন নাও থাকে।[১]

(২) সম্ভব হলে মাঝে মাঝে উপহার দেয়ার অভ্যাস করুন اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে অনৈক্য দূর হবে এবং ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, কেননা উপহার দেয়াতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। যেমনটি আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "উপহার দাও, ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে ও বিদ্বেষ দূর হবে।"[২]

(৪) সাহসিকতা ও বীরত্ব

কায়সারিয়া বিজয়

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অনন্য গুণাবলীর মধ্যে একটি শানদার গুণাবলী হলো তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্ব। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে তিনি যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী, খতমে নবুয়তের অস্বীকৃতি প্রদানকারী, ভন্ড নবী দাবীদার এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদে পরিপূর্ণভাবে অংশ নিলেন এবং কয়েকটি কৃতিত্ব সম্পাদন করলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে যেই বিজয়গুলো অর্জিত হয়েছে তাতে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিলো। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে হযরত

১. ইমাম আযম কি অসিয়তেঁ, ৩২৫ পৃষ্ঠা।
২. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল হুসনিল খুলক, বাবু মাজা ফিল মুহাজিরাহ, ২/৪০৭, হাদীস ১৭৩১।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ লড়াই ও বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ রোমীয়দেরকে পরাস্ত করে তারাবুলুস, শাম (সিরিয়া), আমুরিয়া, আনতাকিয়া এবং অন্যান্য এলাকাকে খ্রীষ্টানদের সীমানা থেকে বের করে ইসলামী সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তাঁর মহান বিজয়ের আলোচনা **"আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনামল"**[১] অধ্যায়ে আসবে। এখানে একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হচ্ছে। আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে কায়সারিয়া[২] শহর বিজয়ের জন্য আমির নিযুক্ত করলেন এবং তার নিকট একটি চিঠি লিখলেন: **"হামদ ও সালাতের পর, আমি তোমাকে কায়সারিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত করলাম, তুমি আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধের জন্য ঐ এলাকায় যাও,** لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْم **এর তাসবীহ পাঠ করতে থাকো, (কেননা) আল্লাহ পাক আমাদের প্রতিপালক, তাঁর উপর আমাদের ভরসা এবং তিনিই আমাদের আশার কেন্দ্র, তিনিই আমাদের মালিক, কতইনা উত্তম মালিক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী।"** অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কায়সারিয়ার দিকে আক্রমণ করলেন ও কায়সারিয়া অবরোধ করে নিলেন এবং বেশ কয়েকবার শত্রুদের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, যুদ্ধের সূচনা হলো আর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এতে প্রচন্ড সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করলেন, এই যুদ্ধে **আল্লাহ পাক** তাঁকে মহান বিজয় দান করে ধন্য করলেন।[৩]

---

১. সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনামল, ৪র্থ অধ্যায়, ১০২ পৃষ্ঠা।
২. রোমের অনেক বড় শহর।
৩. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/১২৪।

www.dawateislami.net

(৫) উত্তম চরিত্র

সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান শাসক

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: আমার দৃষ্টিতে এমন কোন শাসক দেখিনি, যিনি উত্তম চরিত্রে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে অধিক ছিলো, লোকেরা তাঁকে বিভিন্ন ধরণের কথা বলে রাগান্বিত করতো, কিন্তু তিনি তাঁর বাধা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে না রাগান্বিত হতেন আর না খারাপ আচরণ করতেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে বা কোন পদে অধিষ্ঠিত হবে, তার সব ধরনের মানুষের সাথে উঠা-বসা করতে হয়, অতএব যদি সে নিজের কাজ উত্তমরূপে ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে চায়, তবে তাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া খুবই জরুরী। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও সেসময়ের শাসক ছিলেন এবং তাঁরও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর জন্য অসংখ্য মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হতো, মানুষ ভাল, মন্দ এবং বিভিন্ন ধরণের কথাবার্তা বলতো কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কারো কথায় কোন ধরণের ভ্রুক্ষেপ না করে সর্বাবস্থায় উত্তম চরিত্রের প্রকাশ ঘটাতেন।

হাস্যরসও করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমন উত্তম পছন্দনীয় স্বভাব ছিলো, যাতে কারো অন্তরে আঘাত না আসে এবং না তাতে মিথ্যা অন্তর্ভুক্ত

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সখর, ৫৯/১৭৫।

www.dawateislami.net

থাকে, কেননা এরূপ হাস্যরস তো মূলত মুসলমানদের অন্তর খুশি করার উপায় এবং তাকে নিজের কাছে করার উত্তম পন্থা। এই কারণেই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন হাস্যরস করে মানুষকে আনন্দিত করতেন এবং মনোমুগ্ধকর ভাবে তাদের সংশোধন করে দিতেন। যেমনটি এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে আরয করলো: "আমার ঘর তৈরী করার জন্য ১২ হাজার খেজুর গাছ দ্বারা সাহায্য করুন।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার ঘর কোথায়? সে আরয করলো: "বসরায়।" তিনি হাস্যরস করে বললেন: আপনার ঘর কি বসরায় নাকি বসরা আপনার ঘরে?[১]

(৬) কল্যাণ কামনার প্রেরণা

উম্মতের কল্যাণ কামনার প্রেরণা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আবু হায়শ নামের এক ব্যক্তিকে শুধু এই জন্য নিয়োগ করে রেখেছিলেন যে, সে মানুষের নিকট যাবে আর জিজ্ঞাসা করবে: আজ কারো ঘরে কি সন্তান জন্ম নিয়েছে? বা কোন প্রতিনিধি দল কি এসেছে? যাতে বায়তুল মাল থেকে খরচ প্রদান করার জন্য তার নাম লিপিবদ্ধ করা যায়।[২]

১. তারিখে তাবারী, সুম্মা দাখালাত সিন্নাতে সিত্তিন, ৩/২৬৬।
২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ৫/৬৩৮।

www.dawateislami.net

হাজী ও গরীব রোযাদারদের খাবারের ব্যবস্থা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মক্কায়ে মুকাররমায় লঙ্গরখানার স্থাপন করেন, যাতে হাজীরা ও রমযানুল মোবারক মাসে ফকিরদের জন্য খাবার রান্না করা হতো।[১]

(৭) ফিকাহ ও ইজতিহাদ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ফিকহী যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে ফকিয়া (মুজতাহিদ) আখ্যায়িত করেন।[২]

(৮) অহী লিখন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে আরবের ঐসকল লোকদের মধ্যে গন্য করা হতো, যারা লেখা পড়া জানতো এবং যোগ্যতা ও সক্ষমতায় নিজের একটি মর্যাদা রয়েছে, যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঈমানী সম্পদে সৌভাগ্যবান হয়েছেন তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে বিশেষ নৈকট্য দান করেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথেই ছিলেন এবং সকল যুদ্ধে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নেতৃত্বে **আল্লাহ**র রাস্তায় লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

১. আখবারে মক্কা লিয যুরকানি, রেবা বনী আব্দুশ শামস বিন আব্দে মুনাফ, ৮৬৪ পৃষ্ঠা।
২. বুখারী, কিতাবু ফাদায়িলি আসহাবিন নবী, বাবু যিকরি মুযারিয়া, ২/৫৫০, হাদীস ৩৭৬৫।

www.dawateislami.net

কুরআন মজীদ সংরক্ষণের মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিলো **"অহী লিখন"**, অর্থাৎ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারক দিয়ে আদায় হওয়া কুরআনী আয়াতকে লিখে সংরক্ষণ করা, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রায় চল্লিশ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর সমন্বয়ে একটি দল নিযুক্ত করে রেখেছিলেন, যাঁরা **"দরবারে রিসালতের লিখক"** এই সম্মানিত নামে পরিচিত ছিলো, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের পবিত্র নাম হলো: হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম, হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণি, হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন ফুহায়রা, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম, হযরত সায়্যিদুনা ওবাই বিন কাআব, হযরত সায়্যিদুনা সাবিত বিন কায়েস, হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন সাঈদ, হযরত সায়্যিদুনা হানযালা বিন রবিঈ আসাদি, হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাবিত, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া বিন সুফিয়ান, হযরত সায়্যিদুনা শুরাবিল বিন হাসানা عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان প্রমুখ।[১] কিছু কিছু ওলামাগণ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ই শুধুমাত্র অহী লিখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৫২৯-৫৬০।
২. আস সিরাতুল হালবিয়া, বাবু যিকরিল মাশাহির মিন কিতাবিহি, ৩/৪৫৮।

www.dawateislami.net

(৯) সুন্নাতের অনুসরণ

কবর যিয়ারতের সুন্নাত আদায় করেন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যখন তাঁর খেলাফতের সময় হজ্ব বা ওমরার জন্য আগমন করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন, তখন তিনিও সুন্নাতের অনুসরনের প্রেরণায় শোহাদায়ে উহুদের কবর শরীফে গমন করেন, কেননা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِین গণের বছরে একবার শোহাদায়ে উহুদের মাযারে যাওয়ার প্রচলন ছিলো।[১]

আশুরার রোযা রাখতেন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **সুন্নাতে নববী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরনে আশুরার দিনে (দশ মুহাররাম) রোযা রাখার প্রতি গুরুত্ব দিতেন এবং এর উৎসাহও প্রদান করতেন।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১০) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْیٌ عَنِ الْمُنْكَر (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দেয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা) প্রতিটি মুসলমানের জন্য জরুরী, এটা এমন একটি মাধ্যম যার ফলে

১. আল মাগাযি লিল ওয়াকেদি, গযওয়াতু উহুদ, ১/৩১৩।
২. মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, ৫৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৬।

www.dawateislami.net

সমাজের বিপদগামী মানুষের সংশোধন করা সম্ভব হয়ে থাকে, মানুষ নেকীর কাজে উৎসাহ পায় এবং নেকীর কাজে লেগে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত করে থাকে। যেই সমাজে নেকীর আদেশকারী ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী লোক থাকে না, সেই সমাজ গুনাহ ও মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হয়ে যায়। এব্যাপারে একটি হাদীসে পাক লক্ষ্য করুন:

একদিন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুতবা প্রদান করছিলেন আর মুসলমানদের কিছু দলের প্রশংসা করলেন, অতঃপর ইরশাদ করলেন: "ঐ সকল লোকদের কি অবস্থা, যারা নিজের প্রতিবেশীদের বুঝায় না, শিক্ষা দেয় না, নেকীর দাওয়াত দেয় না এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধও করে না আর ঐ সকল লোকদের কি অবস্থা, যারা নিজের প্রতিবেশী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাদের থেকে বুঝে নেয় না আর উপদেশও চায় না, **আল্লাহ পাকের** শপথ! উচিত যে, একটি সম্প্রদায় তাদের প্রতিবেশীদের অবশ্যই দ্বীন শিক্ষা দেয়া, বুঝানো, উপদেশ দেয়া এবং নেকীর দাওয়াত দেয়া, অনুরূপভাবে অন্য সম্প্রদায়ের উচিত যে, নিজ প্রতিবেশীর থেকে দ্বীন শিখা, বুঝা এবং উপদেশ গ্রহণ করা, অন্যথায় খুব দ্রুতই তাদের এর পরিণাম ভোগ করতে হবে।

অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিম্বর শরীফ থেকে নিচে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان (একে অপরকে) প্রশ্ন করলো: "আপনার ধারনায় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ লোকদের দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন?" তখন অন্যরা তাদের বললেন: "এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো

www.dawateislami.net

আশআরী গোত্রের লোকেরা, কেননা তারা ফোকাহাদের সম্প্রদায় এবং তাদের প্রতিবেশী হলো অত্যাচারী বেদুঈন।”

যখন এ কথা আশআরী গোত্রের নিকট পৌঁছলো তখন তারা **রাসূলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: **“ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি এক দলের মঙ্গল এবং অন্য দলের অমঙ্গল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন! আমরা তাদের মধ্যে কোন দলে? তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: উচিৎ ছিলো যে, এক গোত্র তাদের প্রতিবেশিদেরকে অবশ্যই দ্বীন শিক্ষা দিবে, তাদেরকে বুঝাবে, উপদেশ দিবে, নেকীর দাওয়াত দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, অনুরূপভাবে অপর গোত্রের উচিত ছিলো যে, নিজের প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শিখা, বুঝা এবং তাদের থেকে উপদেশ চাওয়া, অন্যথায় অচিরেই দুনিয়াতেই এর পরিনাম ভোগ করবে। তারা আবারো আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা কি অপর লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করবো? তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই কথাই পুনরায় ব্যক্ত করলেন। তারা পুনরায় আরয করলো: আমরা কি অপরকে উপদেশ প্রদান করবো? তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, এমনই। তারা আবারো আরয করলো: আমাদেরকে এক বছর সুযোগ দিন। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদেরকে এক বছরের সুযোগ দিলেন, যাতে তারা লোকদেরকে দ্বীন শিখায় ও উপদেশ প্রদান করে।[১]

১. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল ইলম, বাবু ফি তালিমী মান লা ইয়ালামু, ১/৪০৬, হাদীস ৭৪৮।

www.dawateislami.net

সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নেকীর কাজে অগ্রগামী থাকতেন এবং অপরকেও নেক কাজের উৎসাহ দিতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষকে শরীয়াত বিরোধী কাজ করতে দেখলে সাথে সাথেই সংশোধন করে দিতেন। নিজেও সুন্নাতে নববীর উপর আমল করতেন এবং অন্যকেও উৎসাহ দিতেন। অতএব একদা তাঁর শাসনামলে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন এবং আশুরার দিনে খুতবা দিয়ে বললেন: "হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ঐ দিন সম্পর্কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "এটা আশুরার দিন, **আল্লাহ পাক** এই দিনের রোযা ফরয করেননি, আমি রোযা রেখেছি, তোমাদের মধ্যে যারা এই দিন রোযা রাখতে পছন্দ করো তারা রোযা রাখো এবং যে না রাখতে চায় তারা রেখো না।[১]

চুল জোড়া লাগানোর নিষেধাজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হজ্বের দিনগুলোতে মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন, এমনসময় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তার রক্ষীর হাত থেকে এক গুচ্ছ চুল নিলেন এবং মানুষদেরকে সম্ভোধন করে বললেন: "হে মদীনাবাসী! কোথায় তোমাদের আলেমগণ? **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এব্যাপারে নিষেধ করেছেন। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় বনি ইসরাঈল

১. মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সওমে ইয়াওমে আশুরা, ৫৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৬।

www.dawateislami.net

ধ্বংস হয়ে গেছে, যখন তাদের মহিলারা চুল জোড়া লাগানো শুরু করে দিয়েছে।(১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর খেলাফতকালে ৫১ হিজরিতে যখন হজ্ব আদায় করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মসজিদে নববীতে মিম্বরে রাসূলে খুতবা প্রদানের সময় এই বাক্য বলেছেন, যেখানে সাধারণ মানুষকে সাবধান করার পাশাপাশি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ওলামায়ে কিরামের মনোযোগও এদিকে আকর্ষণ করেছেন এবং উল্লেখিত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী বর্ণনা করে মহিলাদেরকে চুল জোড়া লাগানোর কাজ থেকে বাধা দিয়েছেন।(২) এ সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "চুল যে জোড়া লাগায়, যার মাধ্যমে লাগায়, যে ভাঁজ করে এবং যে করায়, সকলের উপর **আল্লাহ**র অভিশাপ।"(৩) সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: মানুষের চুলের খোঁপা বানিয়ে মহিলারা নিজের চুলে লাগানো, এটা হারাম। হাদীসে এর উপর অভিশাপ এসেছে, বরং তার উপরও অভিশাপ দেয়া হয়েছে, যে অন্য কোন মহিলার মাথায় এমন খোঁপা বেধে দিবে এবং যদি ঐ চুল যার খোঁপা বানানো হয়েছে ঐ মহিলারই হয়, তবুও নাজায়িয এবং যদি রেশম

১. বুখারী, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, বাবু হাদিসিল গার, ২/৪৬৬, হাদীস ৩৪৬৮।
২. আরশাদুস সারী, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, ৭/৪৮১, ৩৪৬৮নং হাদীসের পাদটিকা। উমদাতুল কারী, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, ১১/২২৩, ৩৪৬৮নং হাদীসের পাদটিকা।
৩. বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুল উসুল ফিশ শায়ার, ৪/৮৩, হাদীস ৫৯৩৩।

www.dawateislami.net

বা কালো সূতার খোঁপা বানিয়ে লাগানো হয় তবে এর নিষেধাজ্ঞা নেই।[১]

এজিদকে সতর্ক করা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কোন শরীয়াত বিরোধী কাজ দেখে কোনরূপ আশ্রয় প্রশ্রয় দিতেন না এবং নিজের নিকট আত্মীয়দের এক্ষেত্রেও কোনরূপ নম্রতা প্রদর্শন করতেন না, বরং সাথে সাথেই সংশোধনের চেষ্টা করতেন। অতএব একদিন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এ দৃশ্য অবলোকন করলেন যে, তাঁর ছেলে এজিদ তার গোলামকে প্রহার করছে, তখন তিনি কঠোর ভাষায় বললেন: "জেনে নাও, যতটুকু শক্তি তুমি এই গোলামের উপর প্রয়োগ করছো তার চেয়েও বেশি শক্তি **আল্লাহ পাক** তোমার উপর রাখেন, তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি এমন ব্যক্তিকে প্রহার করছো, যে তোমাকে বাধা দেয়ার শক্তিই রাখেনা। **আল্লাহ পাকে**র শপথ! আমি শক্তি ও সামর্থ্য থাকার পরও বিদ্বেষ পোষণকারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত আছি, কেননা শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়াই হলো অধিক উত্তম।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজের পুত্র এজিদের শরীয়াত বিরোধী কাজ সম্পর্কে অবগত হলে সাথে সাথেই তার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন এবং আখিরাতের ভাবনার প্রতি উৎসাহ দিয়ে তাকে

১. বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৯৬।
২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৭৪০।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের আযাবের ভয় দেখালেন। আমাদেরও উচিত, যেখানেই শরীয়াত বিরোধী কর্মকান্ড হতে দেখি, বিশেষ করে নিজের সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের টালবাহানা এবং অলসতা করা ব্যতীত সাথে সাথেই উত্তমভাবে সংশোধনের ব্যবস্থা করুন, কেননা আমাদের পরিবার পরিজনের সংশোধনের প্রতিও আদেশ রয়েছে, কাল কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারেও আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যেমনটি কুরআনে মজীদে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(পারা ২৮, সূরা তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীও এর সমর্থন করে যে, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হচ্ছো রক্ষক এবং প্রত্যেকের নিকট তাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, মানুষ তাদের পরিবারের রক্ষক এবং তাদের কাছ থেকে কিয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[১]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিজ নিজ পরিবার পরিজনের সংশোধন এবং নিজের সন্তানদের বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মানসিকতা ও আগ্রহ দান করুক, সন্তানদেরকে সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণ এবং সংশোধনের জন্য একটি উত্তম পন্থা হলো **দা'ওয়াতে ইসলামীর** অধীনে পরিচালিত দারুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা

১. বুখারী, কিতাবুল জুমআ, বাবুল জুমআতি ফিল কুরা ওয়াল মুদান, ১/৩০৯, হাদীস ৮৯৩।

www.dawateislami.net

এবং জামেয়াতুল মদীনা, এখানে শিক্ষার্থীদেরকে কুরআন ও সুন্নাত এবং অন্যান্য যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণের প্রতিও মনোযোগ দেয়া হয়, আপনি যদি আপনার সন্তানদেরকে কুরআন ও সুন্নাতের অনুসারী, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হিসাবে দেখতে চান, তবে তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে পরিচালিত মাদরাসাতুল মদীনায়ত ভর্তি করিয়ে দিন এবং উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) নামাযের প্রতি ভালবাসা

শয়তান নামাযের জন্য জাগিয়ে দিলো

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মসনভী শরীফে বর্ণনা করেন: একদনি তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করে কেউ তাঁকে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? আর কেন আমাকে জাগিয়ে দিলে? তখন সে উত্তর দিলো: হে আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ)! আমি হলাম শয়তান। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: হে শয়তান! তোমার কাজ তো মানুষকে গুনাহ করানো আর তুমি আমাকে নামাযের জন্য জাগিয়ে আমাকে নেক আমল করার সুযোগ করে দিলে, এর কারণ কি? তখন শয়তান টালবাহানা করে কথা এড়িয়ে যেতে লাগলো, কখনো তার ভাল হয়ে যাওয়ার দাবী করতে লাগলো আর কখনো বলতে লাগলো যে, আমি **আল্লাহ পাকে**র দরবারে

www.dawateislami.net

তাওবা করে নিয়েছি, কখনো আবার বলছে: আমি নেকির দাওয়াত দেয়া পছন্দ করি তো কখনো বলছে যে, আমিতো সর্বদাই নেককার ছিলাম, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাকে ধরে রাখলেন এবং যতক্ষণ সত্য সম্পর্কে অবগত হলেন না ততক্ষণ ছাড়লেন না, পরিশেষে সেই অভিশপ্ত বলেই দিলো: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি জানি যে, যদি ঘুমের কারণে আপনার ফজরের নামায কাযা হয়ে যেতো, তবে আপনি **খোদাভীতিতে** এত বেশি কান্নাকাটি করতেন এবং এত বেশি তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন যে, **আল্লাহ পাকের** আপনার এরূপ ব্যাকুলতাপূর্ণ কান্নাকাটির প্রতি দয়া এসে যেতো এবং আপনার কাযা নামায কবুল করে এবং আদায়কৃত নামায থেকে হাজার গুণ অধিক সাওয়াব দান করে দিতেন, যেহেতু আমার **আল্লাহর** নেককার বান্দাদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ রয়েছে, তাই আমি আপনাকে জাগিয়ে দিয়েছি, যাতে আপনি বেশি সাওয়াবের অধিকারী না হন।[১]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১২) অনাড়ম্বরতা

হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস বিন হালবাস رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় দেখলাম, তাঁর সাথে খাদেমও আরোহী অবস্থায় ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তালি লাগানো

১. মসনবী মানবী মাআ শরহে বাহরুল উলুম, ২য় অধ্যায়, ২/৩২৮-৩৪৫।

www.dawateislami.net

একটি জামা পরিধান করেছিলেন এবং এই অবস্থায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দামেস্কের বাজার পরিদর্শন করছিলেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনাড়ম্বরতা, বিনয়, নম্রতা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জীবনের একটি শানদার অংশ আর এমন কেন হবে না যে, **আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনাড়ম্বরতার অনুসারী ছিলেন। হায়! অনাড়ম্বরতার অভ্যাস ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার অভ্যাস যদি আমাদের জীবনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো, তবে অনেক ধরণের অপরাধ ও চিন্তাভাবনা থেকে মুক্তি লাভ করা যেতো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হালাল উপার্জন কোন নিয়্যতে চাইবে?

❁..হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন, ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকা, পরিবারের দেখাশুনা করা এবং প্রতিবেশীদের প্রতি দয়া করার নিয়্যতে চাইবে, সে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকে**র সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল) হবে আর যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন, সম্পদ বৃদ্ধি, অহংকার ও গর্ব এবং লোক দেখানোর নিয়্যতে চাইবে, তবে সে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে এ অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, **আল্লাহ পাক** তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। (মুসান্নিফ ইবনে শায়রা, কিতাবুল বুয়ু, ৫/২৫৮, হাদীস ৭)

১. তারিখে ইবনে আসাকির মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/১৭১। সিয়রে আলামুন নাবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/৩০৭।

www.dawateislami.net

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার ইশ্‌কে রাসূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইশকে রাসূল (তথা নবী প্রেম) ঈমানের প্রাণ ও ইসলামের মূল বিষয়। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ঈমানের যত উচ্চ মর্যাদায় সমাসিন ছিলেন, ততটুকু নবীর প্রেমেও বিভোর ছিলেন এবং সবাই নিজ নিজ বিশেষ পন্থায় নিজের ভালবাসা প্রকাশ করতেন। এটা বাস্তব যে, যার সাথে ভালবাসা হয়ে থাকে, তবে তার সাথে সম্পর্কিত জিনিসের প্রতিও ততটুকুই ভালবাসা হয়ে থাকে। এটা সত্যিকারের ভালবাসার নিদর্শনও। সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ইশকে রাসূল লক্ষ্য করুন:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাদরের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা কাআব বিন যুহাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসায় একটি কসিদা (কবিতা) লিখে **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে শুনালেন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি হয়ে তাঁকে নিজের চাদর মোবারক উপহার দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা কাআব বিন যুহাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাতের পর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এই পবিত্র চাদরখানা তাঁর শাহজাদা থেকে বিশ হাজার দিরহাম দিয়ে কিনে নিলেন। তাঁর পর সকল খলিফাগণ উভয় ঈদে ঐ চাদরখানা

www.dawateislami.net

জড়িয়ে বের হতেন, তাছাড়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঐ চাদরখানা ইসলামী সম্রাজ্যে একটি পবিত্র তাবাররুক হিসাবে বিদ্যমান ছিলো।[১]

দিনে তারকা দেখা যাচ্ছিলো

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদে নববী শরীফে একটি স্তম্ভের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা প্রদান করতেন, অতঃপর ৭ম হিজরিতে খুতবা প্রদানের জন্য মসজিদে নববীতে কাঠের মিম্বর বানানো হলো (যাতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বসে খুতবা প্রদান করতে পারেন)। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইচ্ছা করলেন যে, এই মিম্বরটি তাবাররুক হিসাবে সিরিয়ায় নিয়ে যাবেন, অতএব তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যখনই সেই মিম্বরটি ঐ জায়গা থেকে সরালেন তখন হঠাৎ সম্পূর্ণ শহরে এমন অন্ধকার ছেয়ে গেলো যে, দিনের বেলায় তারকা দেখা যাচ্ছিলো। এ দৃশ্য দেখে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অতুলনীয় কাফন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জামা, একটি লুঙ্গি, একটি চাদর এবং কিছু চুল মোবারক ছিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ওফাতের সময় অসিয়ত করলেন, এই সম্মানিত কাপড় দ্বারা আমাকে কাফন প্রদান

১. আল আসাবাতি, তাযকিরাতু কাআব বিন যুহাইর, ৫/৪৪৪। মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৩৩৮।
২. মাদারিজুন নবুয়ত ২/৩২৬।

www.dawateislami.net

করবে, নখ মোবারক ও চুল মোবারক আমার মুখ ও নাকের উপর রেখে দিবে আর আমার বুকের উপর ছড়িয়ে দিবে অতঃপর আমাকে **আল্লাহ পাকের** নিকট সমর্পণ করে দিবে।[১]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরামের সাথে সম্পর্কিত বস্তুর বরকত সম্পর্কে কি বলবো! যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর জামার বরকতে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছিলো, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۶﴾

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা উপস্থিত হলো তখন সে জামাটা ইয়াকুবের মুখের উপর রাখলো। তখনই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। বললো: 'আমি কি বলতাম না যে, **আল্লাহর** সেসব মহিমা আমার জানা আছে, যা তোমরা জানোনা?'

আর হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام নিজেই ঐ জামা নিজের সম্মানিত পিতার চোখে রাখার জন্য বলেছিলেন, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

১. তারিখুল খোলাফা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১৫৮ পৃষ্ঠা। তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/২২৯।

www.dawateislami.net

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ
(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আমার এই জামা নিয়ে যাও। এটা আমার পিতার মুখমন্ডল এর উপর রেখে দিও, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।

হুদায়বিয়ার স্থানে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাথা মোবারকের চুল কেটে খেজুর গাছের উপর রেখে দিলেন। সেখানে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ঐ গাছের নিচে জড়ো হয়ে গেলেন এবং চুল মোবারক অর্জনের জন্য একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হতে লাগলেন। হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আম্মারা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন: আমিও কয়েকটি চুল মোবারক অর্জন করে নিলাম। যখন কেউ অসুস্থ হতো তখন আমি ঐ চুল মোবারকগুলো পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি রোগীকে পান করাতাম, তখন **আল্লাহ পাক** তাকে সুস্থ করে দিতেন।[১]

অনুরূপভাবে **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের তাবাররুকেরও অনেক বরকত হয়ে থাকে, যেমনটি **"আখবারুল আখইয়ার"** এ রয়েছে: প্রচন্ড অনাবৃষ্টি দেখা দিলো, লোকদের অনেক দোয়ার পরও বৃষ্টি হলো না। হযরত সায়্যিদুনা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه তাঁর আম্মাজানের কাপড়ের একটি সূতা হাতে নিয়ে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ পাক**! এটি ঐ মহিলার আঁচলের সূতা, যেই মহিলার উপর কখনো কোন নামুহরিমের দৃষ্টি পড়েনি, **হে আমার মাওলা**! এর ওসীলায় বৃষ্টি বর্ষণ করে দাও! তখনো দোয়া

১. মাদারিজুন নবুয়ত, ২/২১৭।

www.dawateislami.net

শেষ হয়নি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো।[১]

নবী করীম ﷺ এর সাথে সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কোন একটি জিনিস **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বান্দার সাথে সম্পর্কীত হয়ে যায় তখন ঐ জিনিসটি বিশেষ হয়ে যায়। অন্তরে সম্মান যত বেশি হবে, বরকতও তত অর্জিত হবে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রত্যেক ঐ জিনিসকে ভালবাসতেন, যা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শরীর মোবারকের সাথে স্পর্শ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে এবং তা উপকারী ও মুসিবত দূরকারী মনে করতেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি জিনিসকে ভালবাসতেন।

মিম্বর ও লাঠি মোবারকের প্রতি ভালবাসা

৫০ হিজরিতে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হজ্ব করেছেন, অতঃপর মদীনা শরীফ আগমন করেন, তখন তিনি মসজিদে নববী শরীফে রক্ষিত **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মিম্বর শরীফ এবং লাঠি মোবারক নিজের সাথে সিরিয়া নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, যখন ঐ ইচ্ছার খবর হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইয়া এবং হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا পেলেন তখন তাঁরা উভয়ে বললেন: এটা সঠিক নয় যে, আপনি মিম্বর শরীফকে ঐ

১. আখবারুল আখইয়ার, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

জায়গা থেকে সরিয়ে দিবেন, যে জায়গায় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রেখেছিলেন এবং **তাঁর** লাঠি মোবারককেও মদীনা থেকে আলাদা করা ঠিক নয়। এই আবেদনের কারণে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজের সিদ্ধান্ত রহিত করলেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও আউলিয়ায়ে এযাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام এর নিদর্শন ও তাবাররুক রহমত ও বরকত অবতীর্ণের মাধ্যম, বিপদাপদ দূর এবং রোগ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ হয়ে থাকে। পবিত্র তাবাররুকের সম্মান করা, তা **আল্লাহ পাকের** দরবারে ওসীলা হিসাবে উপস্থাপন করা, বিপদাপদ ও রোগমুক্তির জন্য তা থেকে উপকার অর্জন করা, অপরকে এর উৎসাহ দেয়া এবং এর সম্মান করার শিক্ষা দেয়া, তা সম্মানের স্থানে আদব সহকারে রাখা, সকল প্রকার বেয়াদবী থেকে রক্ষা করা, বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ الْمُبِیْن অভ্যাস ছিলো। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা এমনকি সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত জিনিসকে তাবাররুক হিসাবে গ্রহণ করতেন।

রাসূলে পাক صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم এর জুব্বা মোবারক শিফার মাধ্যম

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জুব্বা মোবারক থেকে অর্জিত বরকত এবং আরোগ্য লাভের আলোচনা করে হযরত সায়্যিদুনা আসমা বিনতে আবি বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: এই জুব্বা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর নিকট তাঁর ওফাত পর্যন্ত

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু খামসিনা মিনাল হিজরাতে, ৫/৫৩৪।

www.dawateislami.net

ছিলো এবং তাঁর দুনিয়া হতে পর্দা করার পর আমি নিয়ে নিলাম। **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা পরিধান করতেন। আমি এটি ধুয়ে রোগীদের এই পানি পান করাতাম, যাতে তারা আরোগ্য লাভ করতো।(১)

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْه এরও **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যবহৃত জিনিসের প্রতি ভালবাসা ছিলো, একবার তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْه **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জুব্বা মোবারক এবং চুল মোবারক এনে তা থেকে বরকত অর্জন করেন।

জুব্বা ও চুল মোবারক দ্বারা বরকত অর্জনের ধরন

হযরত সায়্যিদুনা আলকামাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡه এর আম্মাজান বলতেন: একদা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْه আগমন করলেন, তখন তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর দরবারে বার্তা পাঠালেন যে, আপনি আমাকে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যবহৃত মোটা উলের জামা ও চুল মোবারক প্রদান করুন। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا আমার মাধ্যমে এই তাবাররুক সমূহ তাঁর নিকট পাঠালেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْه ঐ জামা

১. মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিয়নাতি, ১১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৬৯।

www.dawateislami.net

পরিধান করলেন, অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ পানি আনিয়ে চুল মোবারককে গোসল দিয়ে সেই গোসলকৃত পানি পান করলেন এবং অবশিষ্ট পানি নিজের শরীরে ঢেলে দিলেন।(১)

তোমার ক্ষতি হবে না

বিশিষ্ট বদরী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দাঁড়ি মোবারকের কিছু পবিত্র চুল অর্জন করলো, তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে ইরশাদ করলেন: হে আবু আইয়ুব! তোমার কোন ক্ষতি হবে না।(২)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তাবাররুকের দলীল চাওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র তাবাররুকের ব্যাপারে যেনো শয়তান এই কুমন্ত্রণা না দেয় যে, এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে যে, এই তাবাররুকটি আসল? মনে রাখবেন! তাবাররুক আসল ও নকল হওয়ার ব্যাপারে কুধারণা করা নিষেধ। যেমন; যদি কোন মুসলমান নিজেকে সৈয়দ বলে, তবে তার ব্যাপারে কুধারণা করার আপদে লিপ্ত হবেন না, কেননা কারো সৈয়দ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে আমাদের নিকট অকাট্য প্রমাণ নেই, তখন আমাদের উপর এটাই হুকুম হচ্ছে যে, যিনি নিজেকে সৈয়দ বলবে, আমরা চোখ বন্ধ করে

১. সিয়রে আলামুন নাববা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/৩০৫। তবকাতে ইবনে সাআদ, ৬/১৮।
২. মুস্তাদরাক হাকিম, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবা, ৪/৫৭৯, হাদীস ৫৯৯৭।

www.dawateislami.net

মেনে নিবো, আমাদের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে কোন বুযুর্গের তাবাররুক সম্পর্কে অবগত হলে তখন ঐ বস্তুটি আসলেই তাবাররুক কিনা তা অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন নেই, ব্যস তা তাবাররুক হিসাবে মেনে নিবো, যদি কেউ মিথ্যা বলে তবে সেই গুনাহ তার উপরই বর্তাবে। কেননা তাবাররুক যাচাই বাচাইয়ের জন্য আমাদের নিকট কোন পরিমাপ যন্ত্র নেই যে, যার মাধ্যমে আমরা তাবাররুক হওয়া না হওয়া সম্পর্কে জানতে পারবো। (তবে যদি কৃত্রিম হওয়ার পক্ষে কোন প্রমাণ থাকে তবে এর কোন বিশ্বাসযোগ্যতা থাকলো না।)

আলা হযরতের ফতোয়া

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কৃত্রিম তাবাররুকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী ওলামায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ব্যাখ্যাবলী উল্লেখ করার পর বলেন, যার সারমর্ম কিছুটা এরূপ: "এখনি ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেলো যে, সম্মানের জন্য না নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন, না এর জন্য বিশেষ সনদ প্রয়োজন, বরং শুধুমাত্র নামে পাক দ্বারাই ঐ বস্তুর প্রসিদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট। এমন পরিস্থিতিতে সনদ ব্যতীত সম্মান করা থেকে বিরত থাকবে না, কিন্তু অসুস্থ অন্তর, অসুস্থতায় ভরা মন, যাতে না **মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি যথেষ্ট সম্মান রয়েছে, না পরিপূর্ণ ঈমান। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ؕ

(পারা ২৪, সূরা মুমিন, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যদি এ কথা মনে করা হয় যে, তিনি ভুল বলছেন, তবে তার ভুল বলার অশুভ পরিণাম তারই উপর বর্তাবে, আর যদি তিনি সত্যবাদী হন, তবে তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে এমন কিছু, যার প্রতিশ্রুতি তিনি তোমাদেরকে দিচ্ছেন'।

কিন্তু বিশেষত যেখানে সনদও রয়েছে তখন তো আদব ও সম্মান করা থেকে বিরত থাকা যাবে না, কিন্তু কোন প্রকাশ্য কাফের বা গোপন মুনাফিক ব্যতীত। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ আর এরূপ বলা যে, বর্তমানে অধিকাংশ লোক কৃত্রিম তাবাররুক রাখে কিন্তু এতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর এর কারণে অপবাদ বা কুধারনা উদ্দেশ্য না হলে তবে এতে কোন গুনাহ নেই এবং শরয়ী প্রমাণ ব্যতীত কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি হুকুম লাগিয়ে দেয়া যে, এই ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা কৃত্রিম তাবাররুক রাখে, তা নাজায়িয ও গুনাহ এবং হারাম, কেননা এর কারণ শুধু কুধারনা আর কুধারনার চেয়ে বড় কোন মিথ্যা নেই।"[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলে পাক ﷺ এর সম্পর্কের সম্মান

হযরত সায়্যিদাতুনা মারিয়া কিবতিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে মিসর ও ইসকান্দারিয়ার বাদশাহ মুকাওকিস কিবতী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪১৫।

www.dawateislami.net

এর দরবারে কিছু উপঢৌকন ও উপহারের সাথে হেবা স্বরূপ প্রদান করেছিলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ছেলে হযরত ইব্রাহিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁরই পবিত্র গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। মিসরের যেই এলাকায় তাঁর বাড়ি ছিলো হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ ঐলাকার কর শুধুমাত্র হযরত মারিয়া কিবতিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর সম্মানে মওকুফ করে দিয়েছিলেন।[১]

পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা

ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হবে...

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হবো না এবং আমার সন্তান তার সন্তান থেকে বেশি প্রিয় হবে না আর তাঁদের প্রাণ তার নিজের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না এবং আমার পরিবার তার পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না।[২] হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর পবিত্র জীবনের অনেক ঘটনাবলীতে আহলে বাইত عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি অসামান্য ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ পায়। কয়েকটি ঘটনা লক্ষ্য করুন:

---

১. আল বোদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু আহদা আশারা, ৪/২৯১।
২. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুব্বিন নবী, , ২/১৮৯, হাদীস ১৫০৫।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদার প্রতি ভালবাসা

শেরে খোদার প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যেভাবে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণ করতেন, সেভাবে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর প্রতিও আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করতেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা সহ্য করতেন না এবং গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ব্যাপারে তাঁর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করতেন, নিম্নে এর কিছু উপমা উপস্থাপন করা হলো:

আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আমার চেয়ে উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর আলোচনা হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: **আল্লাহ**র শপথ! যখন আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কথা বলতেন তখন তাঁর কণ্ঠে বাঘের ন্যায় গর্জন হতো, যখন প্রকাশ্যে আসতেন তখন চঁদের ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যেতো আর যখন দান করতেন তখন বৃষ্টির ন্যায় সীমাহীন দান করতেন, উপস্থিত কিছু ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো যে, আপনি উত্তম নাকি হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উত্তম? বললেন: "হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর কয়েকটি নকশাও আবু সুফিয়ানের সন্তানদের চেয়ে উত্তম। অতঃপর বললেন: যে ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রশংসায়

www.dawateislami.net

তাঁর শান অনুযায়ী কবিতা শুনাবে আমি তাকে প্রতিটি লাইনের জন্য এক হাজার দীনার পুরস্কার দিবো।" অতএব উপস্থিতিরা কবিতা শুনালো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলতেন: আপনারা কবিতায় **"আমীরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর যে শান ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন, তিনি তা থেকেও অনেক উত্তম।"** অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শান ও মহত্বের উপর কয়েক লাইন কবিতা আবৃতি করেন।[১]

একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ, হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বললেন: আবু তুরাবকে (হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) মন্দ বলতে তোমাকে কোন বিষয়টি বাধা দিয়েছে? তিনি আরয করলেন: তিনটি বিষয় যা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে ইরশাদ করেছিলেন, যতক্ষণ আমার তা মনে থাকবে, আমি কখনোই তাকে মন্দ বলবোনা, কেননা এর মধ্যে প্রত্যেকটি আমার নিকট লাল উটের চেয়েও বেশি পছন্দ। (১) একটি যুদ্ধে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে নিজের প্রতিনিধি রেখে আসলেন (অর্থাৎ যুদ্ধে অংশীদার করলেন না) তখন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ!** আপনি আমাকে মহিলা ও বাচ্চাদের নিকট ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নও যে, যেই মর্যাদা হযরত

১. আন নাহিয়া, ফসলে তাবেয়ে ফি ফাদায়িলে মুয়াবীয়া, ৫৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট হযরত হারুন عَلَيْهِ السَّلَام এর ছিলো, তোমার আমার মাঝেও সেই মর্যাদা হোক? কিন্তু পার্থক্য হলো যে, আমার পর আর কোন নতুন নবী আসবে না। (২) আমি খাইবার যুদ্ধের দিন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: আমি এ পতাকা ঐ ব্যক্তিকে দিবো, যে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূলকে** ভালবাসে আর **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূলও** তাকে ভালবাসে। তিনি বলেন: আমার অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে গেলো, তখন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আলীকে আমার নিকট ডেকে আনো। তাঁকে ডাকা হলো, অথচ তাঁর চোখে ব্যথা ছিলো। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর চোখে থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন এবং পতাকা তাঁর হাতে প্রদান করলেন, ব্যস **আল্লাহ পাক** তাঁর হাতেই বিজয় দান করলেন। (৩) যখন এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ হলো: فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ [১] তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم কে ডাকলেন ও ইরশাদ করলেন: "হে **আল্লাহ পাক**! এরাই আমার পরিবার।[২]

আমীরে মুয়াবীয়ার মুখে আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও আহলে বাইতের رِضْوَانُ اللّٰهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن প্রশংসা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: একদিন আমি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর

১. পারা ৩, আলে ইমরান, আয়াত, ৬১।
২. মুসলিম, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবাতি, ১৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৪০৪। তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আলী বিন আবি তালিব, ৫/৪০, হাদীস ৩৭৪৫।

www.dawateislami.net

পাশে উপস্থিত ছিলাম, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁর দরবারে কোরাইশ সর্দারগণ ও কাহতান গোত্রের সৈয়দ বংশীরা উপস্থিত ছিলেন, আর হযরত সায়্যিদুনা আকিল বিন আবু তালিব এবং হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে সিংহাসনে বসা ছিলেন। একজন মহিলা (হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বোন) যিনি পর্দার আড়ালে বসা ছিলেন, তাঁরা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দিকে মনোনিবেশ করলেন ও বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! আমার রাত জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে, সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: কোন কষ্টের কারণে? উত্তর দিলো: না, (বরং) আপনি ও হযরত সায়্যিদুনা আলী ও আপনার পিতা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ এর ব্যাপারে মানুষের সমালোচনার কারণে আমার নিদ্রা চলে গেছে, আপনার মর্যাদা হলো যে, আপনার পিতা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দাদা "উমাইয়া" গোত্র কোরাইশের রত্ন ছিলেন এবং আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে বললেন: অতঃপর আপনি ঐ গোত্রের মান ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেছেন, সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তখন হযরত সায়্যিদুনা আকিল বিন আবু তালিব এবং হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর দিকে মনোযোগী ছিলেন, একথা শুনে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি যোহরের নামাযের (চার রাকাত ফরয) পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) চার রাকাত (অর্থাৎ এরপর

www.dawateislami.net

দুই রাকাত সুন্নাত ও দুই রাকাত নফল) পড়বে তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য **আল্লাহ পাক** জাহান্নামের আগুন চিরতরে হারাম করে দিবেন।

অতঃপর সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ পর্দার আড়ালে মহিলাকে বললেন: হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে বলতে হলে এভাবে বলবে: তিনি দুর্ভিক্ষ ও অভাবের সময় খাবার খাওয়ানো এবং দানকারী ব্যক্তি, কেউ সাহসিকতা ও বীরত্বে তাঁর অগ্রগামী হতে পারেনি, উত্তম অভ্যাস এবং মর্যাদা ও উৎকর্ষতায় কেউ তাঁর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারেনি, যেনো তিনি সতর্ক এক বাঘ, বসন্ত ঋতুর শুরুর ন্যায় সুজলা ও সুফলা, ফোরাত নদীর ন্যায় অপরূপ সৌন্দর্যের সমষ্টি এবং উজ্জ্বল চন্দ্র। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বাঘের সাথে তুলনা করাটা শত্রুকে পরাস্ত করার কারণে, বসন্ত ঋতুর সাথে তাঁর তুলনা সৌন্দর্য ও কমনীয়তার কারণে আর ফোরাত নদীর সাথে তাঁর সাদৃশ্যের বর্ণনা পবিত্রতা ও পরিছন্নতা এবং দানশীলতায়।

নিজের মহান কৃতিত্বের কারণে অন্যের উপর বিজয় লাভকারী আরবের জমিনে শীর্ষস্থানীয় সর্দার (যেমন) আব্দে মুনাফ, হাশিম এবং আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও (যাদের আলোয় আরব উজ্জল হয়ে উঠে) তাঁর মহান সত্তার উপর প্রধান্য লাভ করতে পারেনি (অর্থাৎ তিনিও শান ও শওকতে কারো থেকে কম ছিলেন না)। হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচা (অর্থাৎ হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কারণেই সম্মানিত এবং মর্যাদাবান হয়েছেন। হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর

www.dawateislami.net

ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কুরআনে মজীদের কতইনা সুন্দর তাফসীরকারক, যিনি এখন পূর্ণ বয়সে পৌঁছে গেছে, যার মুখ অধিক প্রশ্নকারী এবং অন্তর চিন্তা ভাবনায় ডুবো থাকে, তিনি **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির মধ্যে উত্তম এবং **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বংশেরই, তাঁরা নিজেরাই উত্তম এবং সম্মানিত পিতামাতার সন্তান। (নিজ বংশ এবং তাঁদের এই ফযীলত ও প্রশংসা শুনে) হযরত সায়্যিদুনা আকিল বিন আবু তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ (পর্দার আড়ালে বসা সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বোনকে) বললেন: "হে আবু সুফিয়ানের কন্যা! যদি হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট দু'টি ঘর হতো, যার মধ্যে একটি স্বর্ণের টুকরো দিয়ে পূর্ণ হতো আর অপরটি ভুষি দিয়ে তবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ (**আল্লাহর** পথে খরচ করার জন্য) স্বর্ণ বিশিষ্ট ঘর থেকেই শুরু করতেন। একথা শুনে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: হে আবু ইয়াযিদ! আমি হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শান কেন বর্ণনা করবো না! যেখানে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কোরাইশের সম্মানিত ও অভিজাত এবং তাদের সর্দারদের মধ্যে একজন সর্দার, কোরাইশ গোত্রের মানুষের মধ্যে সম্মানিত এবং এই কারণে উচ্চ পরিচয় রয়েছে। (একথা শুনে) হযরত সায়্যিদুনা আকিল বিন আবু তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে কল্যাণ ও শান্তির দোয়া করলেন।[১]

১. তারিখে ইবনে আসাকির, আলী বিন আবি তালিব, ৪২/৪১৫।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনায় যখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে তাঁর গোত্র "বনু উমাইয়া"র প্রশংসা করা হলো আর যেহেতু "বনু হাশিম" গোত্রের দুইজন শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আকিল বিন আবু তালিব এবং হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا উপবিষ্ট ছিলেন, তখন সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এই প্রশংসার বদলে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জন্য প্রসংশণীয় বাক্য বললেন, তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস ও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর ফযীলত ও প্রশংসাও করলেন, যার কারণে হযরত আকিল বিন আবু তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অতএব হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অনুসরনে একে অপরের মর্যাদা এবং সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে মনতুষ্টির সাওয়াব অর্জন করুন, কোন ইসলামী ভাইয়ের কোন কথা যদি মনপুত না হয় তবে ধৈর্যের সহিত ক্ষমা করে দিন, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যেই ফযীলত ও প্রশংসার মাধ্যমে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে স্মরণ করতেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং আহলে বাইতে কিরামগণ যেই প্রশংসা বাক্য হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জন্য বলতেন, সেই পবিত্র মনিষীদেরকে সেভাবেই স্মরণ করা উচিত, যদি আমরা এই মাদানী ফুলগুলো আমাদের জীবনে প্রয়োগ করে নিই, তবে আমাদের সমাজ থেকে বদআকিদা ও বেআমলীর দূর্গন্ধ শেষ হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ

www.dawateislami.net

শেরে খোদার ফয়সালার উপর বিশ্বাস

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতের সময় এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট শব্দাবলী মাধ্যমে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলো, মানুষের মাঝে ঐ তালাকের ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হলো, অতএব সে এই মাসআলাটি নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে উপস্থিত হলো, তিনি মাসআলাটি নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পর তালাকের হুকুম প্রদান করলেন। যখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকাল আসলো, তখন সেই ব্যক্তি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলো এবং এভাবে আরয করলো: "আবু তুরাব (হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদার উপনাম) আমার ও আমার স্ত্রীর মাঝখানে এভাবে এভাবে পার্থক্য করে দিয়েছিলেন।" এটা বলে সে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তার সমস্ত কথা শুনে বললেন: 'আমি আমার বিচারক হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ফয়সালাকে তোমার কারণে বাতিল করতে পারবো না।[১]

ইলমী মাসআলার ব্যাপারে শেরে খোদার শরণাপন্ন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজেই ফকীহ হওয়া সত্ত্বেও হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে সরনাপন্ন হতেন। যেমনটি একদা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে

১. আস সুনানুল কুবরা, কিতাবু আদাবিল কাযী, ১০/২০৫, হাদীস ২০৩৭৭।

www.dawateislami.net

মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে একটি মামলা করা হলো, তখন তিনি হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে চিঠি লিখলেন যে, এই মাসআলাটি হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে উপস্থাপন করে এর সমাধান জিজ্ঞাসা করুন। যখন তাঁর চিঠি হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে পৌঁছলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট সেই মাসয়ালাটি উপস্থাপন করে দিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা করার পর এর উত্তর প্রদান করলেন।[১]

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের শরণাপন্ন

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **‘দা’ওয়াতে ইসলামী’** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের প্রচার এবং ইলমে শরীয়াতের প্রসারকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এ সমস্ত কাজকে সুচারু রূপে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন মজলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার অধীনে অসংখ্য বিভাগ দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত। এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **দারুল ইফ্তা আহলে সুন্নাত**, এটি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওলামা, মুফতীয়ানের কিরাম كَثَّرَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام দ্বারা পরিচালিত, যা মানুষের সমস্যার শরয়ী সমাধান প্রদানে সদা নিয়োজিত। আপনারাও নিজেদের শরয়ী মাসআলার সমাধানের জন্য দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের শরণাপন্ন হোন।

১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল আকদিয়া, ২/২৫৯, হাদীস ১৪৮১।

www.dawateislami.net

আমি আলীকে ভালবাসী

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক, হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণি এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رِضْوَانُ اللّٰہِ عَنْہُمْ ও উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আগমন করলেন। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে ইরশাদ করলেন: হে মুয়াবীয়া! তুমি কি আলীকে ভালবাসো? হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: ঐ সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি **আল্লাহ**র জন্য তাঁকে অনেক বেশি ভালবাসি। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অচিরেই তোমরা উভয়ের মধ্যে পরীক্ষা হবে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এরপর কি হবে? **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: (এরপর) **আল্লাহ পাকে**র ক্ষমা, **তাঁর** সুন্তুষ্টি ও জান্নাতে প্রবেশ। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: আমি **আল্লাহ পাকে**র বিচারের উপর সন্তুষ্ট এবং তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হলো:

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহ** ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু **আল্লাহ** যা চান করে থাকেন।[১]

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/১৩৯।

www.dawateislami.net

শেরে খোদার গুণাবলী শুনে চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হতে বর্ণিত, একদা হযরত সায়্যিদুনা দারার বিন দমরাহ কানানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট আসলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাকে বললেন: "আমার সামনে (আমীরুল মুমিনীন) হযরত আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর শান বর্ণনা করো!" তিনি (ক্ষমা প্রার্থনা করে) বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ! (আমি তাঁর মর্যাদা কিভাবে বর্ণনা করতে পারি) আপনি কি এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করবেন না?" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: "আমি তোমায় (ততক্ষণ পর্যন্ত) ক্ষমা করবো না, (যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর গুণাবলী বর্ণনা করবে না।)" হযরত সায়্যিদুনা দারার বিন দামরা কানানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "যদি আপনি আমার উপর আবশ্যক করে দেন, তবে শুনুন:

আল্লাহ পাকের শপথ! আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নফসের চাহিদা থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং অনেক শক্তিশালী ছিলেন, নিষ্পত্তিমূলক কথাবার্তা বলতেন, মানুষের সমস্যা সামাধানে সর্বদা ন্যায়-নীতির অবলম্বন করতেন, তাঁর থেকে ইলম ও হিকমতের ঝর্ণা প্রবাহিত হতো, দুনিয়া ও এর আরাম আয়েশকে শাস্তি মনে করতেন এবং রাত ও এর অন্ধকারের মাঝে তৃপ্তি লাভ করতেন।

আল্লাহ পাকের শপথ! আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم সর্বদা পরকালের চিন্তায় মগ্ন

www.dawateislami.net

থাকতেন, নিজের আমলের হিসাব করতেন, পরিধান ও খাওয়ার জন্য যাই পেতেন তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে অল্পেতুষ্টতা অবলম্বন করতেন।

আল্লাহ পাকের শপথ! যখন আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর খেদমতে গমন করতো, তখন তার প্রতি দয়া পরবশ হতেন, নিজের পাশে বসাতেন, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন, এতই স্নেহ ও প্রেম, ভালবাসা ও আথিতেয়তা সত্ত্বেও আমরা তাঁর ভক্তি প্রযুক্ত ভয়ের কারণে কথা বলতে পারতাম না, যখন মুচকী হাসতেন তখন দাঁতগুলো উজ্জ্বল মুক্তোর ন্যায় দেখা যেতো, নেককার লোকদের সাথে সম্মানের সহিত আচরণ করতেন, মিসকিন আসলে তারাও ভালবাসার পরশ পেতো, শক্তিশালীরা তাঁর কাছ থেকে ভ্রান্ত আশা নিয়ে নিরাশায় পর্যবসিত হতো এবং ন্যায় বিচার এমন ছিলো যে, দূর্বল ব্যক্তিরা নিজের দূর্বলতার কারণে নিরাশ হতো না।

আল্লাহ পাকের শপথ! আমি এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি কয়েকবার তাঁকে দেখলাম, যখন রাতের অন্ধকারে নক্ষত্র অস্ত যায় তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মেহরাবে গমন করতেন এবং নিজের দাঁড়ি মোবারক ধরে উদ্বিগ্ন ও দুঃখী মানুষের ন্যায় অশ্রু বর্ষণ করতেন, যেনো আমি এখনও তাঁর আওয়াজ শুনছি যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলছেন: "হে আমার **প্রতিপালক**! হে আমার **প্রতিপালক**!" তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করতেন, অতঃপর দুনিয়াকে ধিক্কার দিতেন ও বলতেন: তুমি আমাকে ধোকা দিতে ছেয়েছো, আমার নিকট সেজেগুঁজে এসেছো, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও, অন্য কাউকে ধোকা দাও, আমি তোমাকে তিন তালাক দিয়েছি, তোমার বয়স কম, তোমার সমাবেশ তুচ্ছ এবং

www.dawateislami.net

তোমার বিপদ খুবই সহজ, হায় আফসোস! হায় আফসোস! পথ খুবই ভয়ংকর, পাথেয় সামান্য এবং ভ্রমণ দীর্ঘ।”

হযরত সায়্যিদুনা দারার বিন দামরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর গুণাবলী বর্ণনা করতেই আছেন, যা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দাঁড়ি মোবারক চোখের পানিতে ভিজে গেলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তা নিজের আস্তিন দ্বারা মুছতে থাকলেন, উপস্থিতিরাও আর স্থির থাকতে পারলো না এবং কাঁদতে লাগলো। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: নিশ্চয় আবুল হাসান আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এমনিই ছিলেন। হে দারার! তাঁর প্রতি তোমার দুঃখের অবস্থা কিরূপ? আরয করলেন: “ঐ মহিলার ন্যায়, যার কোলে তার সন্তানকে জবাই করে দেয়া হলো, এমতাবস্থায় না তার চোখের পানি বন্ধ হলো, না দুঃখ কমলো।”[১]

শেরে খোদার শাহাদাতে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যখন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাহাদাতের খবর পেলেন, তখন খুবই ব্যথিত হলেন, কান্না করতে লাগলেন এবং বললেন: লোকেরা দয়া, ফিকহ ও ইলম হতে কত কিছুইনা হারিয়ে ফেললো।[২]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আল ইস্তিয়াব, আলী বিন আবি তালিব, ৩/২০৯। হিলইয়াতুল আওলিয়া, আলি বিন আবি তালিব, ১/১২৬।
২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনার হিজরাতিন নবুয়া, ৫/২৩৪।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসানের প্রতি ভালবাসা

আমীরে মুয়াবীয়ার মুখে ইমাম হাসানের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর পাশে উপবিষ্টদের বললেন: "বাপ দাদা, চাচা ফুফি এবং মামা খালুদের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত কে?" সবাই আরয করলেন: আমীরুল মুমিনীন অধিক জানেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা ইমামে হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর হাত মোবারক ধরলেন ও বললেন: ইনিই, (কেননা) তাঁর পিতা হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন আবি তালিব, মাতা সায়্যিদা ফাতেমা, তাঁর নানা **আল্লাহর রাসূল**, সায়্যিদা খাদীজা তাঁর নানীজান, সায়্যিদুনা জাফর তাঁর চাচা, সায়্যিদা হালা বিনতে আবু তালিব তাঁর ফুফীজান এবং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সন্তানেরা তাঁর মামা ও খালা।[১]

অপর এক জায়গায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখেছি, তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জিহ্বা বা ঠোঁট মোবারকে চুম্বন করছেন। নিশ্চয় যে জিহবা বা ঠোঁটে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চুম্বন করেছেন, তাতে কখনো আযাব দেয়া হবে না।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. আকদুল ফরিদ, তাফদিলু মুয়াবীয়া লিল হাসান, ৫/৩৪৪।
২. মুসনদে আহমদ, মুসনাদুশ শামিয়িন, হাদীসে মুয়াবীয়াতি বিন আবি সুফিয়ান, ৬/১৭, হাদীস ১৬৮৪৮।

www.dawateislami.net

ইমাম হাসানের প্রশংসার সত্যায়ন

একদিন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট কোরাইশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাদেরকে বললেন: মাতাপিতা, চাচা ও ফুফী, খালা ও খালু, দাদা ও দাদীর দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি কে? হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আজলান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দন্ডায়মান হলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দিকে ইশারা করে আরয করলেন: ইনি সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি, তাঁর পিতা হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, তাঁর নানা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, তাঁর চাচা হযরত সায়্যিদুনা জাফর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যিনি জান্নাতে ভ্রমন করেন, তাঁর ফুফী হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এবং তাঁর মামা ও খালারা হলেন রাসূলের সন্তান।” সমস্ত লোকেরা নিশ্চুপ হয়ে গেলো, বনু সাহামের এক লোক দন্ডায়মান হয়ে বলতে লাগলো: “আপনার কথায় ইবনে আজলান এই কথা বলেছে।” হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আজলান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ ব্যক্তিকে উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: “আমি ঐ কথাই বলেছি, যা সত্য, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা করে সৃষ্টির সন্তুষ্টি চাইবে, সে ব্যক্তি দুনিয়ায় নিজো বাসনা থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং আখিরাতে তার উপর দূর্ভাগার মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। বনী হাশিমের মূল তোমাদের সবার চেয়ে বেশি গর্বের উপযুক্ত এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুক্ষমর্যাদাবোধ পাওয়া যায়।” অতঃপর

www.dawateislami.net

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দিকে মনোযোগি হলেন আর আরয করলেন: আমি কি সত্য বলেছি? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: "হ্যাঁ, **আল্লাহ পাকের** শপথ! এটাই সত্য।"(১)

সাদৃশ্যের কারণে সম্মান

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) থেকে উদ্ধৃত করেন; আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখেছি, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ঠোঁট ও জিহবা চুষন করেছেন। যে ঠোঁট ও জিহ্বা **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চুষণ করেছেন তা থেকে দোযখের আগুন অনেক দূরে থাকবে।

মুফতী সাহেব আরো বলেন: এই সন্ধির (অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) সময়ের ঘটনাটি হলো যে, আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) হযরত ইমাম হাসান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর নিকট সাদা কাগজ পাঠালেন এবং বললেন: আপনি সন্ধির জন্য যেই শর্তাবলী লিখতে চান লিখে দিন, আমি তা কবুল করলাম, ইমাম হাসান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) লিখলেন: বছরে এত টাকা ভাতা হিসাবে আমাকে প্রদান করতে হবে এবং আপনার পর আবারো আমিই খলিফা হবো। তিনি বললেন: আমি রাজি। অতএব তিনি বাৎসরিক ভাতা প্রদান করতে থাকেন, এছাড়াও প্রায় উপহার উপঢৌকন দিতে থাকেন, একদা বললেন: আমি আজ আপনাকে এমন উপহার প্রদান করছি, যা কখনো কেউ কাউকে প্রদান করেনি।

১. বরকাতে আলে রাসূল, ১৪১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

অতএব তিনি চল্লিশ কোটি টাকা উপহার স্বরূপ প্রদান করলেন। যখন হযরত ইমাম হাসান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর নিকট আসতেন আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) তাঁকে নিজের জায়গায় বসাতেন, স্বয়ং নিজে তাঁর সামনে করজোরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কেউ জিজ্ঞাসা করলো: "আপনি এরূপ কেন করেন?" বললেন: ইমাম হাসান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাদৃশ (অর্থাৎ দেখতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ন্যায়), আমি এই সাদৃশ্যের প্রবল সম্মান করি।[১]

আমীরে মুয়াবীয়ার পক্ষ থেকে চার লক্ষ দিরহামের উপহার

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে বরীদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: "আজ আমি আপনাকে এমন উপহার প্রদান করবো, যা কখনো কেউ কাউকে হয়তো দেয়নি।" অতএব তিনি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেদমতে চার লক্ষ দিরহাম উপস্থাপন করলেন।[২]

হযরত ইমাম হাসানকে খুতবা প্রদানের আবেদন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে মানুষদেরকে খুতবা দিতে বললেন, তখন হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর খুতবার মাঝে

১. মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৬০।
২. সিয়রে আলামুন নাবলা, মুয়াবিযা বিন আবি সুফিয়ান..., ৪/৩০৯।

www.dawateislami.net

বললেন: হে লোকেরা! যারা আমাকে চিনে তারা তো চিনেই এবং যারা আমাকে চিনে না আমি তাদের বলতে চাই যে, আমি হলাম হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব। আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তান, আমি সুসংবাদ প্রদানকারীর সন্তান, আমি ভয় প্রদর্শনকারীর সন্তান, আমি আলো বিতরণকারী প্রদীপের সন্তান, আমি আকাশের সৌন্দর্যের সন্তান, আমি তাঁরই সন্তান যিনি **রাহমাতুল্লিল আলামিন** (অর্থাৎ জগতের জন্য রহমত স্বরপ) হয়ে প্রেরিত হয়েছেন, আমি তাঁরই সন্তান যিনি জ্বীন ও মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, আমি তাঁরই সন্তান যাঁর জন্য জমিনকে সিজদার স্থান এবং পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। আমি তাঁরই সন্তান যাঁকে **আল্লাহ পাক** এমনভাবে পবিত্র করে দিয়েছেন যেভাবে পবিত্র করা দরকার। আমি তাঁরই সন্তান যিনি হলেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত (অর্থাৎ যার দোয়া **আল্লাহ পাকে**র দরবারে কবুল), আমি শাফায়াতকারী, যাঁর আনুগত্য করা হয় তাঁর সন্তান, আমি ঐ সত্তার সন্তান যিনি (কিয়ামতের দিন) সর্ব প্রথম উঠবেন, যিনি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবেন, আমি তাঁরই সন্তান যাঁর সন্তুষ্টিই মূলত **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি এবং যাঁর অসন্তুষ্টি মূলত **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টি, আমি তাঁরই সন্তান, যিনি দয়া করতে গিয়ে দ্বিধা করেন না।" হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: "হে আবু মুহাম্মদ! আমাদের জন্য (এই ফযীলতই) যথেষ্ট, আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফযীলত সম্পর্কে খুবই অবগত হলাম।[১]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. যাখায়েরুল উকবা, আল বাবুত তাসেয়ে ফি যিকরিল হাসান ওয়াল হোসাইন..., ২৪১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

ইস্তিগফারের বরকত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর এক খাদিম তাঁর দরবারে আরয করলো: আমি সম্পদশালী ব্যক্তি, কিন্তু আমার কোন সন্তান নেই, আমাকে এমন কোন বিষয় বলুন, যার ফলে **আল্লাহ পাক** আমাকে সন্তান দান করবেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: ইস্তিগফার পাঠ করো। সে এত বেশি ইস্তিগফার পাঠ করলো যে, দৈনিক সাতশত বার ইস্তিগফার পড়তে লাগলো। এর বরকতে ঐ ব্যক্তির দশজন ছেলে সন্তান হলো, যখন এ ব্যাপারটি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ জানতে পারলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ ব্যক্তিকে বললেন: তুমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে এটা কেন জিজ্ঞাসা করোনি যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কোন কারণে এই ওযীফাটি প্রদান করেছেন? দ্বিতীয় বার যখন ঐ ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হলো তখন সে জিজ্ঞাসা করলো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: তুমি হযরত সায়্যিদুনা হুদ عَلَیْہِ السَّلَام এর বাণী শুনোনি, তিনি বলেছেন: "وَ یَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ" (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তোমাদের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি আছে তা অপেক্ষা আরো অধিক দিবেন।) আর হযরত সয়্যিদুনা নুহ عَلَیْہِ السَّلَام এর এই বাণী শুনোনি: "وَیُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِیْنَ" (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর সম্পদ ও সন্তান দ্বারা তোমাদের সাহায্য

www.dawateislami.net

করবেন।) (অর্থাৎ অধিক রিযিক এবং সন্তান লাভের জন্য অধিকহারে ইস্তিগফার পাঠ করা কুরআনী আমল।)[১]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রতি ভালবাসা

ইমাম হোসাইনের দরসের আসর

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জ্ঞানের মজলিশের প্রশংসা করে এক কোরাইশিকে বলেন: মসজিদে নববীতে চলে যাও, সেখানে একটি আসরে মানুষ চুপচাপ এভাবে আদব সহকারে বসে আছে, যেনো তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে, তবে বুঝে নিবে এটাই হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মজলিশ। তাছাড়া ঐ আসরে হাসি ঠাট্টা নামে কোন বিষয় থাকবে না।[২]

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও নম্র আচরণের অসিয়ত

হযরত আল্লামা আবুল কাসেম আলি বিন হাসান শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উদ্ধৃতি করেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মৃত্যু শয্যায় এজিদকে ডেকে কিছু অসিয়ত করে ছিলেন, এর মধ্যে একটি অসিয়ত ছিলো যে, **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

১. তাফসীরে মাদারেক, সুরা হুদ, ৫২নং আয়াতের পাদটিকা, ৬০২ পৃষ্ঠা।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, হোসাইন বিন আলী বিন আবি তালিব, ১৪/১৭৯।

www.dawateislami.net

দৌহিত্র, ফাতেমা বতুলের কলিজার টুকরো হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রতি দয়া ও ভদ্রতার দৃষ্টি রাখবে, কেননা তিনি মানুষের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য। তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং তাঁর প্রতি নম্রতা বজায় রাখাই তোমার জন্য উত্তম হবে।[১]

এই সামান্য টাকা

হযরত দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজভেরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: একবার এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অভাব অনটনের অভিযোগ করতে লাগলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো! আমার ভাতা আসছে, যখনই ভাতা চলে আসবে আমি তোমাকে বিদায় করে দিবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর পক্ষ থেকে এক হাজার দিনারের পাঁচটি থলে তাঁর দরবারে প্রেরণ করা হলো। দূত আরয করলো: সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ক্ষমা চেয়েছেন যে, এখানে সামান্য টাকা আছে, তা গ্রহণ করে গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সমস্ত টাকা ঐ গরীব লোকটিকে দিয়ে দিলেন এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন যে, আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।[২]

১. তারিখে ইবনে আসাকির, আল হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব, ১৪/২০৬।
২. কাশফুল মাহজুব, বাবু ফি যিকরি আয়িম্মাতিহিম মিন আহলিল বাইতে, ৭৭ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

আমীরে মুয়াবীয়া ইমাম হোসাইন ও হাসানকে অভ্যর্থনা জানাতেন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আবু ইয়াকুব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যখনই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন مرحباً وَأهلاً بِابْنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ স্বাগতম হে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তান বলে স্বাগত জানাতেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে তিন লক্ষ দিরহাম প্রেরণের হুকুম দিতেন।[১] হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কেও مرحباً وَاهلاً بِابْنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ স্বাগতম হে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তান বলে স্বাগত জানাতেন এবং একই পরিমাণ উপহার প্রদান করতেন।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌহিত্র, ফাতেমা বতুল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর কলিজার টুকরো হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا কে শুধু ভালবাসতেন না বরং তাঁদের ফযীলত ও প্রশংসাও মানুষের মাঝে বর্ণনা করতেন। প্রায় তাঁদের দরবারে উপহার প্রেরণ করতেন, তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর তাঁর পক্ষ থেকে আসা

১. তরকাতে ইবনে সাআদ, আল হাসান বিন আলী, ৬/৪০৯।
২. মু'জামুস সাহাবাতি, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৫/৩৭০।

www.dawateislami.net

উপহার গ্রহণ করা নেয়াও এই বিষয়ের প্রমাণ যে, তাঁদের মাঝে শিষ্টাচার ও ভালবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণের সমষ্টি চারটি বস্তু

❀.... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "চারটি বস্তু যাকে দেয়া হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করা হয়েছে। (১).. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী অন্তর (২).. যিকির কারী জিহবা (৩).. বিপদে ধৈর্যধারনকারী শরীর এবং (৪).. স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের নফস ও স্বামীর সম্পদ খেয়ানত করা থেকে বিরত থাকা স্ত্রী।" **(মুসান্নিফ ইবনে শায়বা, কিতাবুদ যুহুদ, ৮/২৪৯, হাদীস ১)**

www.dawateislami.net

চতুর্থ অধ্যায়

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামল

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে দোয়া দ্বারা ধন্য করে ইরশাদ করেছেন: اَللّٰھُمَّ عَلِّمْہُ الْکِتَابَ وَالْحِسَابَ وَمَکِّنْ لَہٗ فِی الْبِلَادِ অর্থাৎ "হে **আল্লাহ পাক**! একে (অর্থাৎ আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে) কিতাব ও হিসাবের জ্ঞান দান করো এবং তাঁকে শহর সমূহের শাসনভার দান করো।"[১]

আরেকবার তো **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে রাজত্বের ব্যাপারে এভাবে উপদেশ প্রদান করেন: یَا مُعَاوِیَۃُ اِنْ وُلِّیْتَ اَمْرًا فَاتَّقِ اللّٰہَ وَاعْدِلْ অর্থাৎ "হে মুয়াবীয়া! যদি তোমাকে কোন দায়িত্ব অর্পন করা হয়, তবে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করবে ও ন্যায় বিচার করবে।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর ফলে আমাকে বিচারক হওয়ার পরীক্ষায় পতিত হওয়াটা নিশ্চিত হয়ে গেলো এবং পরিশেষে আমি এই পরীক্ষায় পতিত হয়ে গেলাম।[২]

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারক থেকে নির্গত বাক্য পাথরের উপর রেখার ন্যায়, সুতরাং এই মুস্তফার দোয়া ও উপদেশের প্রভাব কিছুটা এভাবে হয়েছে যে, **আল্লাহ পাক** তাঁকে রাজত্ব দান করলেন, বিজয়ের নেয়ামত তাঁরই হাতে এসেছে এবং

১. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাজাআ ফি মুয়াবীয়া..., ৯/৫৯৪, হাদীস ১৫৯১৮।
২. মুসনাদে আহমদ, মুসনাদুস সা'মিইন, হাদীসু মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/৩২, হাদীস ১২৯৩১।

www.dawateislami.net

ইসলামের উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রসারের মহান কাজও তাঁর শাসনামলে হয়েছে।

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া গভর্ণর কিভাবে হলেন?

যখন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ শাম (সিরিয়া) বিজয় করলেন তখন সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ভাই সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে সিরিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এ কাজে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গী হিসাবে ছিলেন। যখন হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাত হয়ে গেলো তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে গভর্ণর নিযুক্ত করে দিলেন।[১]

ফারুকে আযম প্রশিক্ষণ দিতেন

ফারুকে আযমের শাসনামলে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবার থেকে অসংখ্য মাদানী ফুল অর্জিত হতো আর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মদীনায় অবস্থান করে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন, এর কিছু ঝলক লক্ষ্য করুন:

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ৫/২৬০।

www.dawateislami.net

ফারুকের আযমের উপদেশ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট একটি চিঠি লিখলেন, যাতে বললেন: "সত্যের সাথে অবশ্যই থেকো, সত্যের উপর অটল থাকবে, তোমাকে ঐ দিন সত্যবাদীদের সাথে করে দেয়া হবে, যখন শুধুমাত্র সত্যের উপরই ফয়সালা হবে।"(১)

ফারুকে আযমের আদেশে চুক্তি লিপিবদ্ধ করলেন

যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে বসবাসকারী মানুষের একটি দল হযরত সায়্যিদুনা ফারুকের আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং সন্ধি ও নিরাপত্তার আবেদন করতে লাগলো তখন তাঁর পক্ষ থেকে যে লিখিত চুক্তিনামা তাদেরকে প্রদান করা হলো এর লিখক হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ছিলেন, সে সময় হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ, হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ ও উপস্থিত ছিলেন।(২)(৩)

আমীরে মুয়াবীয়াকে ন্যায় বিচারের নিয়মনীতি সম্পর্কে চিঠি

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে ন্যায় বিচার সম্পর্কে চিঠির

১. সিয়রে আলামুন নাবলা, আহমদ বিন হাম্বল, ৯/৪৭০।
২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু আরবায়া আশারা মিনাল হিজরাতে, ৫/১২৭।
৩. বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের বিস্তারিত জানার জন্য **ফয়যানে ফারুকে আযম** ২য় খন্ড, ২১৯ থেকে ২৩৩ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

মাধ্যমে এই মাদানী ফুল প্রদান করলেন: "হামদ ও সালাতের পর দুই পক্ষের মাঝে ফয়সালা করা সম্পর্কে আমি তোমাকে এই চিঠিখানা প্রেরণ করছি, এতে আমার ও তোমার কল্যাণ করার পুরোপুরি চেষ্টা করেছি, পাঁচটি নীতির উপর অটল থেকো, তোমার দ্বীন নিরাপদ থাকবে এবং এতে তোমার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। (১) যখন তোমার নিকট দুই পক্ষ নিজেদের মামলা নিয়ে আসবে, তখন বাদী (অর্থাৎ নিজেকে হকদার দাবীকারী) থেকে সত্য সাক্ষী এবং বিবাদী (অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে কোন হকের দাবী করা হয়েছে) থেকে শক্তিশালী হলফ নিবে। (২) দূর্বলের সহিত খুবই নম্রতার সহিত আচরণ করবে, যাতে তারা সাহস পায় এবং তাদের মামলা তোমার সামনে বর্ণনা করতে ভীত না হয়। (৩) যে ব্যক্তি বাইরে থেকে এসেছে (বহিরাগত) তাকে বিশেষ সহযোগিতা করো, কেননা বেশি দিন অপেক্ষা করে যদি অধিকার অর্জন না করেই চলে যায় তবে এর শাস্তি অধিকার হরনকারীর উপর হবে। (৪) বাদী ও বিবাদীর সাথে সমান আচরণ করো। (৫) দুই পক্ষের মধ্যে যতক্ষণ তোমার বিশুদ্ধ ফয়সালা বুঝে আসবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত রায় দিবে না, অন্যথায় উভয় পক্ষের মাঝে সমঝোতা করানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করো।[১]

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া খলিফা কিভাবে হলেন

ফারুকে আযমের খেলাফতকাল ও ওসমানী খেলাফতকালে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সিরিয়ার গভর্ণর হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে

১. আল বয়ান ওয়াত তিবইয়ান, বাবু মিনাল লগযে ফিল জওয়াব, ২/১৫০।

www.dawateislami.net

ইসলামের খেদমত করতে লাগলেন এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর শাহাদাতের পর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ খলিফা নির্বাচিত হলেন, তিনি প্রায় ৬ মাস খেলাফতের মসনদে সমাসিন থাকার পর উম্মতের সংশোধন ও কল্যাণ কামনার পবিত্র প্রেরণায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট খেলাফত ছেড়ে দেন আর এভাবেই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইসলামী রাষ্ট্রের "খলিফা" হয়ে গেলেন।[১]

আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনের প্রতি সায়্যিদুনা ইমাম হাসানের সাক্ষী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: যখন আমার পিতা আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে এটা বলতে শুনেছি: দিন রাত অতিবাহিত হতে থাকবে, এমনকি আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) শাসক হয়ে যাবে, তখন আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, **আল্লাহ পাকের** এই হুকুম পালিত হবেই, এ কারণে আমি পছন্দ করিনি যে, আমার ও তাঁর মাঝে মুসলমানদের রক্ত ঝরুক।[২]

---

১. উমদাতুল ক্বারী, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, ১১/৪৮৭। আল সাকাত লি ইবনে হাব্বান, ১/২৩২। আমীরে মুয়াবীয়া, ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা। তারিখে বাগদাদ, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১/২২১। তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, মুয়াবীয়া বি আবি সুফিয়ান, ২/৪০৬।

২. মু'জামুয সাহাবা, মুয়াবিন বিন আবি সুফিয়ান, ৫/৩৭২।

www.dawateislami.net

ফারুকে আযমের নিকট সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যাকেই গভর্ণর নিযুক্ত করতেন তবে নিয়োগ ও নিয়োগের পর তার কর্ম পরিকল্পনার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন, বিশেষ করে তিনি গভর্ণরের আমলী অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন, যদি কোন গভর্ণর নিয়মের বিচ্যুতি করতেন তবে তাকে তৎক্ষণাত অব্যাহতি প্রদান করে দিতেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে গভর্ণরের পদ হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর অসামান্য খোদায়ী যোগ্যতা এবং অসীম গ্রহণ যোগ্যতার কারণে ফারুকী যুগে এই পদে সমাসীন থেকে সুচারূভাবে খেদমত করতে লাগলেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ফারুকী যুগে এই পদে সমাসীন থাকা এই বিষয়ের দলীল যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ফারুকী মানদন্ড পূরণকারী অনন্য বিচারক ও মহান প্রশাসক ছিলেন।

যখন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সিরিয়া গমন করলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর অভ্যর্থনা খুবই জাঁকজমক সহকারে করেছিলেন, সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে অভ্যর্থনার জন্য এতো বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে (অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে) এতো আয়োজন করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এই কাজের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "হে আমীরুল মুমিনিন! আমরা যে ভূমিতে

www.dawateislami.net

আছি এখানে শত্রুদের গুপ্তচর অধিকহারে রয়েছে, এই কারণেই এটা আবশ্যক ছিলো যে, আমরা তাদেরকে ভীত করার জন্য বাদশাহর সম্মান ও মহত্বকে প্রকাশ করি, আপনি যদি আদেশ দেন তবে আমি এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবো আর যদি বাধা দেন তবে সাথেসাথেই বন্ধ করে দিবো। হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যা ইচ্ছা আদেশ দিন। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: আমি কোন কিছুর আদেশও দিচ্ছি না আর কিছুর প্রতি বাধাও দিচ্ছি না। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর এ নম্র আচরণ দেখে এক ব্যক্তি আরয করলো: "হে আমীরুল মুমিনীন! এই যুবক (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) কতই সুন্দর ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নিজেকে এই অপবাদ থেকে মুক্ত করে নিলো।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: এই বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার কারণে আমি এই দায়িত্ব তাঁকে অর্পন করেছি।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর তাঁর প্রতি প্রভাবিত হওয়া এবং তাঁর যোগ্যতার কথা স্বীকার করা এটা অনেক বড় নম্রতার পরিচয়, কেননা হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জবাবদিহীতার ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী ছিলো আর তাঁর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে এব্যাপারে সরাসরি যাচাই করা এবং উত্তর শুনে সান্তনা প্রকাশ করা এই বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল বহন করে যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মাঝে রাষ্ট্রনীতির

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুবীয়া, মুয়াবিযা বিন আবি সুফিয়ান, ৫/৬২৭। আল ইস্তিয়াব, মুয়াবিন বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৪৭১।

www.dawateislami.net

জ্ঞান ও প্রশাসনিক কাজ উত্তম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার সকল প্রকার যোগ্যতা বিদ্যমান ছিলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফারুক আযমের আস্থা

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ একবার মানুষদেরকে সতর্ক করে বলেন: আমার পরবর্তীতে তোমরা দলবদ্ধকরণ থেকে বিরত থেকো, যদি তোমরা এরূপ করো তবে মনে রেখো যে, মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) সিরিয়ায় রয়েছে।[১] (অর্থাৎ যদি তোমরা এরূপ করার চেষ্টা করো তবে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তোমাদেরকে এরূপ করতে দিবেন না।)

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার দূরদর্শীতার প্রশংসা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলতেন: তোমরা কায়সার ও কিসরা আর তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোচনা করো অথচ (আমাদের মাঝে) মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) বিদ্যমান রয়েছে।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যখন রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন সম্মিলিতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র বেশ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন ছিলো, যার ফলে বিজয়ের ধারাবাহিকতাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, এছাড়াও

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবিয়া বিন সাখর.., ৫৯/১২৪।
২. তারিখে তাবারী, সিনাতু সিত্তিন, ৩/২৬৪।

www.dawateislami.net

প্রশাসনিক কার্যক্রমও এই অবস্থার কারণে অনেক প্রভাবিত হয়েছিলো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এ সকল ব্যাপার নিজের দূরদর্শীতায় সমাধান করেন, যার ফলে ইসলামী সম্রাজ্যের প্রতিটি বিভাগই উন্নতির সিড়ি অতিক্রম করতে লাগলো, তাঁর মোবারক যুগে অসংখ্য বিজয়ও হয়েছে এবং ইসলামী সম্রাজ্য অভ্যন্তরীন ও বহিরাগত সকল আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনের মূলনীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ প্রায় চল্লিশ বছর রাষ্ট্র নায়কের দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন, এই দীর্ঘ সময়ে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সফল রাষ্ট্র পরিচালনার যে নিয়মনীতি প্রণয়ন করেছেন তা আজও আমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়, যার আলো আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকান্ডে সফলতা বয়ে আনতে পারে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসন পদ্ধতি থেকে অর্জিত এই মাদানী ফুল মূলত তার বক্তব্য, সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন সময়ে করা উপদেশ সমূহকে সামনে রেখেই উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(১) নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাজ থেকে অন্যায় দূরীভূত করার জন্য নেকীর দাওয়াত সবচেয়ে বেশি প্রভাবময় মাধ্যম, এর বরকতে অন্যায় দূরীভূত হয় ও উত্তম আমল করার প্রেরণা সৃষ্টি হয়, হযরত

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মোবারক শাসনামলেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো বরং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজেও নেকীর দাওয়াত দিতেন এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করতেন।

(২) ওয়াদা রক্ষা করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওয়াদা **আল্লাহ পাকের** সাথেই হোক বা বান্দার সাথে, সবই পূরণ করা আবশ্যক, এ কারণেই যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও ওয়াদার প্রতি পরিপূর্ণভাবে খেয়াল রাখতেন। একবার তাঁর সাথে কিছু কাফের চুক্তি করলো যে, তারা এত পরিমাণ টাকা কর হিসাবে আদায় করবে, কিন্তু তারা চুক্তির বিরোধীতা করলো, এতদসত্ত্বেও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাদের উপর কোন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। যখন তাঁর দরবারে এ ব্যাপারে আরয করা হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেঃ ধোকাবাজির বদলা ধোকা দিয়ে দেয়া থেকে উত্তম হচ্ছে যে, ধোকাবাজির বদলা ওয়াদাপূর্ণ করে দেয়া।[১]

(৩) আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐসকল বিষয়, যা কোন **আল্লাহ** ওয়ালার সাথে সম্পর্কীত হয়, তার বরকতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বরকত হলোঃ তা দ্বারা অন্তরে খোদাভীতি অর্জিত হয়। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত বস্তুর আদব ও নিরাপত্তা বিধান

১. ফুতুহুল বালদান, আল কিসমুস সানি, ২১৬ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

করতেন, তাছাড়া শেষ সময়েও **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত বস্তুকে নিজের সাথে দাফন করার জন্য বিশেষভাবে অসিয়ত করেছেন।

(৪) সমস্যা চিহ্নিত করা ও এর সমাধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তাভাবনা না করেই কোন সমস্যার সমাধান করাতে তা আরো বিগড়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ এর জন্য **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পথপ্রদর্শক হওয়ার দোয়া করেছিলেন, যার বরকতের ঝলক তাঁর জ্ঞান ও দুরদর্শিতার মাধ্যমে সমাধানকৃত সমস্যাগুলোতেও দেখা যায় এবং তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ ও তাঁর উচ্চ জ্ঞান ও দূরদর্শীতার কথা স্বীকার করতেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ এর দূরদর্শী চিন্তা ভাবনার বরকতে উদ্ভূত ফিতনার আগুন নিভে যায়, বিজয়ের ধারাবাহিকতা আবারো শুরু হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুন্দর হয়ে যায়, যার ফলে ব্যবসা এবং চলাফেরা আরো সহজ হয় আর মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থাও পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ উন্নত হয়।

(৫) অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়া

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ এর দৃষ্টি খোলাফায়ে রাশেদীন رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن এর বরকতময় যুগের উপরও ছিলো, কিন্তু এর পাশাপশি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ অতীতের বাদশাগণ,

www.dawateislami.net

তাদের শাসন প্রণালী ও ইতিহাসকে নিজের অধ্যয়নে রাখতেন, এভাবেই সেই বাদশাহগণ ও তাদের শাসন প্রণালীর খুঁত (ত্রুটি) এবং সৌন্দর্যতা তাঁর সামনে এসে যেতো, এভাবে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকার গ্রহণ করে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেন।

(৬) পরামর্শকে প্রাধান্য দেয়া

পরামর্শের দ্বারা উদ্দেশ্য এমন পথ নির্ধারণ করা, যার উপর চলে মানুষ নিজের গন্তব্যে সহজেই পৌঁছাতে পারে এবং তাতেই কল্যাণ রয়েছে, কেননা একজনের সিদ্ধান্তে ভুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে কয়েকটি মস্তিস্কের চিন্তা ভাবনার ফলাফল অনেকাংশেই ভুল থেকে নিরাপদ থাকে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন এবং যদি কেউ তাঁকে কোন পরামর্শ দিতো তবে তাকে উৎসাহ প্রদান করতেন, এভাবে তাঁর ব্যাপারে একটি ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং মানুষের নিজের মতামত ব্যক্ত করা অনেক সহজ হয়ে যেতো, অনুরূপভাবে যেকোন বড় সমস্যা সমাধান করতে কোন বাধার সম্মুখীন হতেন না।

(৭) নির্দ্বিধায় উপকার অর্জন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সমস্যাকে সময় মতো সমাধানের জন্য বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থাকে আরো সুবিন্যস্ত করেছেন, যার ফলে তিনি সিরিয়ার মত দূরের দেশে অবস্থান করেও

www.dawateislami.net

মক্কা ও মদীনায় বিদ্যমান সাহাবায়ে কিরামদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সাথে চিঠির মাধ্যমে সময়মত কাজের অগ্রগতি বিধান করতেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর এ আমলটি এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সফল শাসন ব্যবস্থার একটি পন্থা এটাও যে, **খোদাভীরু** ও পরহেযগার ব্যক্তিদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালায় নির্দিধায় উপকার অর্জন করা, এর বরকতে সমস্যার পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে খুবই সহজতা সৃষ্টি হবে।

(৮) বন্টনকারী

হযরত সায়্যিদুনা আবু মরিয়ম আমর বিন মুররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বললেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যাকে **আল্লাহ পাক** মুসলমানের কোন কিছুর অভিভাবক ও শাসক বানালো, অতঃপর সে মুসলমানের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা এবং অভাবের সামনে নিজে দেয়াল হয়ে যায় তবে **আল্লাহ পাক** তার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা এবং অভাবের সামনে দেয়াল করে দিবেন।" অতএব হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষের চাহিদা পূরনের জন্য একজন লোক নিয়োগ করে দিলেন।[১]

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন মুররা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে

১. আবু দাউদ, কিতাবুল খিরাজ..., ৩/১৮৮, হাদীস ২৯৪৮।

www.dawateislami.net

মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে ঐ সময় শুনিয়েছেন যখন তিনি বাদশাহ্ হয়ে গেছেন, যাতে তিনি এ হাদীসের উপর আমল করেন। তিনি আরো বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই মহান বাণী শ্রবণ করে একটি বিভাগ বানিয়ে দিয়েছেন যার অধীনে প্রত্যেক বসতীতে এমন একজন অফিসার রেখেছেন, যে মানুষের সাধারণ চাহিদা নিজে মিটিয়ে দিবে আর বড় চাহিদা সমূহ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিকট পৌঁছাবে। অতঃপর সবসময় ঐ অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন যে, সে তার দায়িত্ব পালনে অলসতা করছে না তো।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা অবলোকন করলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সর্বপ্রথম নিজের কর্মসমূহ বন্টনকল্পে (১) বিভাগ স্থাপন করেছেন (২) এর দায়িত্ব অর্পন করেছেন (৩) নিজের দায়িত্বের কাজ আলাদা করেছেন (৪) এবং সেই কাজ সম্পর্কে খোঁজ খবর অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদও বজায় রেখেছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দায়িত্ব বন্টনও করেছেন এবং তার চাহিদাও পূরণ করেছেন, বিশেষ করে জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ এরই ধারাবাহিকতায় আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে কার্যবিবরনী ফরম ও মাদানী মাশওয়ারার একটি উত্তম ব্যবস্থাপনাও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

১. মিরাতুল মানাজিহ্, ৫/৩৭৪।

www.dawateislami.net

(৯) জনসাধারণের কল্যাণ কামনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেউ যেকোন দায়িত্বে থাকলে তখন সবচেয়ে বেশি "কল্যাণ কামনা"র প্রেরণা থাকা প্রয়োজন, কেননা কল্যাণ কামনার প্রেরণা হলো এমন গুণ, যার ফলে মানুষের অন্তরে অপরের প্রতি কল্যাণ করা, বিনয়ী হওয়া ও বিপদের সময় মানুষের চাহিদা পূরণ করার ন্যায় নেক প্রেরণা অন্তরে সৃষ্টি হয়, যার বরকতে অধীনস্থ ব্যক্তিদের দুঃখকে আনন্দে পরিবর্তন করা সহজ হয়ে যায়।

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জীবনের বিভিন্ন দিক রয়েছে আর প্রতিটি দিকই প্রসংশনীয় ও আনুসরনীয়। নবী প্রেমের সুন্দর পদ্ধতি, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা এবং ইলমি উপকারীতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি ধাবিত হওয়া তাঁর জীবনের একটি উজ্জ্বল দিক ছিলো, নিঃসন্দেহে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মোবারক জীবনীতে আমাদের জন্য অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে, যার উপর আমল করারই হলো দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করা। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর স্বর্ণালী যুগের কিছু ঝলক অবলোকন করুন:

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামল

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে চার বছর দামেশকের আমীর ছিলেন, ১২ বছর

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন, অতঃপর প্রায় চার বছর হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে এবং ছয় মাস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন। এছাড়া বিশ বছর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ খলিফা ছিলেন, এভাবে প্রায় চল্লিশ বছর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ শাসনকর্তা ছিলেন।[১] হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফলতকালে ইসলামী সম্রাজ্য খোরাসান থেকে পশ্চিমে অবস্থিত আফ্রিকার শহরগুলো এবং কুবরুস থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পরেছিলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্রাজ্য যতই প্রসারিত হতে থাকে, সমস্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য একজন দক্ষ, সুচারু এবং উপস্থিত মেধাসম্পন্ন বিচারকের প্রয়োজন ছিলো। খোরাসানের পশ্চিমে অবস্থিত আফ্রিকার শহর সমূহ এবং কুবরুস থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত এলাকাসমূহ বিজয় হয়ে যাওয়া ও এত বড় সম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা উত্তম পদ্ধতিতে সামধান হয়ে যাওয়া হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রশাসনিক যোগ্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। নিঃসন্দেহে তাঁর সত্তায় সফল বিচারকের সকল যোগ্যতা বিদ্যমান ছিলো, যার ফলে ইসলামের আরো উত্থান নসীব হয়েছে।

---

১. আসাদুল গা'বাতি, মুয়াবিন বিন সাখর আবি সুফিয়ান, ৫/২২২।

www.dawateislami.net

মানুষের কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ করেন: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে অপরের উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে, তার উচিত যে, সে যেনো তার উপকার করে।"[১] সাহাবায়ে কিরামরা عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان যখনই কোন প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন, তখন এই হাদীসের কার্যত আমলকারী হয়ে যেতেন, এই কারণেই যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর শাসনামলে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কিছু প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, যেমন; সিরিয়া ও রোমের মাঝে অবস্থিত একটি মারয়াশ নামক জায়গা অনাবাদী ছিলো, সেখানে সৈন্যবাহিনীর ঘাটি স্থাপন করলেন।[২] অনুরূপভাবে আনতরতুস, মারাকিয়ার মত অনাবাদী এলাকাও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আবারো আবাদ করেছেন।[৩] তাছাড়া নতুন আবাদ হওয়া এলাকায় যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন ছিলো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তারও ব্যবস্থা করলেন, যেমন; তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষের পানির চাহিদা পূরণের জন্য নদী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪]

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজ শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও শাহ্জাদী সায়্যিদাতুনা হাফসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে নিজের মালিকানাধীন জায়গা বিক্রি করে ঋণ আদায় করার অসিয়ত করেছিলেন, অতএব

১. মুসলিম, কিতাবুস সালাম, ১২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১৯৯।
২. ফুতুহুল বুলদান, আল কিসমুস সালিস, ২৬৫ পৃষ্ঠা।
৩. ফুতুহুল বুলদান, আল কিসমুস সালিস, ২৬৫ পৃষ্ঠা।
৪. ফুতুহুল বুলদান, আল কিসমুর রাবেয়ে, ৪৯৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মদীনা মুনাওয়ারায় ঐ জায়গা কিনে তা বিচার বিভাগের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন।[১] প্রজাদের খোঁজখবর নেয়ার জন্যও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ খুবই উত্তম ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন, অতএব যখন সিরিয়ার একটি এলাকা **নাসীবিন** এ ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে গেলো, তখন সেখানকার গভর্ণর তাঁর সরনাপন্ন হলেন এবং তাঁর পরামর্শের উপর আমল করার বরকতে বাচ্চাদের সংখ্যা কমে গেলো।[২]

মেহমানদারী ও কল্যাণ কামনার ধরণ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাদের জন্য খাবার আনালেন অতঃপর পিঁয়াজ আনালেন আর বললেন: জমিতে উৎপাদিত সবজি খাও, কেননা এটার সম্ভাবনা খুবই কম যে, কোন সম্প্রদায় কোন জমিনের উৎপাদিত ফসল খায় তবুও ঐ জমিনের পানি তাদের ক্ষতি করবে।[৩]

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাদানী ফুল

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মেহমানদারীর ধরণ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে, যা থেকে তিনটি মাদানী ফুল লক্ষ্য করুন:

---

১. তারিখুল মদীনাতিল মুনাওয়ারা, দোরে বনী যাহরা, ১/২৩৩।
২. মু'জামুল বালদান, বাবুন নুন ওয়াস সদ, ৪/৩৯০।
৩. বুস্তানুল আরেফিন, আল বাবুস সাদেসু ওয়াল আরবাউন, ৫০ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

(১) বাইরে থেকে সাক্ষাতের জন্য আগমণকারী ব্যক্তি মেহমান হয়ে থাকে, যেমনটি মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমাদের মেহমান হলো ঐ ব্যক্তি, যে আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বাইরে থেকে এসেছে, তার সাথে আমাদের পরিচয় পূর্ব থেকে থাকুক বা না থাকুক। যারা আমাদের নিজেরই মহল্লার বা নিজের শহর থেকে আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসলো দু'চার মিনিটের জন্য, তারা শুধুমাত্র সাক্ষাতের জন্য এসেছে মেহমান নয়, তাদের জন্য কিছু তো করবে কিন্তু তাদের খাবারের দাওয়াত নেই এবং যে অপরিচিত ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য আমাদের নিকট এসেছে সে মেহমান নয়, যেমন; বিচারক বা মুফতীর নিকট কোন বিচার প্রার্থী বা ফতোয়া নেয়ার জন্য আগমনকারী এসে থাকে, তারা বিচারক (বা মুফতী) এর মেহমান নয়।[১]

(২) যেকোন কাজ করার পূর্বে যদি ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস থাকে, তবে উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে গুনাহ থেকে বাঁচার ও সাওয়াব অর্জন করার মাধ্যম হয়ে যায়। অতএব মেহমানদারী করার ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই নিয়্যতও করা যেতে পারে: (১) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য মেহমানদারী করে, উত্তম সাক্ষাতের পাশাপাশি আনন্দচিত্তে খাবার বা চা ইত্যাদি প্রদান করবো। (২) মেহমান থেকে কোন সেবা নিবো না (৩) যে বিষয়ে মেহমানের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল হবে তা বর্ণনা করবো (৪) কথাবার্তা বলার সময়

১. মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৪।

www.dawateislami.net

মুখকে মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বাঁচাবো (৫) সুন্নাতের অনুসরণার্থে মেহমানকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিবো।

(৩) মেহমানের উপকারের বিষয়কে কথাবার্তার অংশ বানান, যাতে মেহমান সন্তুষ্টও হয়ে যায় এবং তার মনতুষ্টির সাওয়াবও হাতে এসে যায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র স্থান সমূহকে মসজিদে রূপান্তর করলেন

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যতদিন মক্কা মুকাররামায় অবস্থান করেছিলেন, ততদিন **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর ঘরে অবস্থান করেছেন এবং হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا সহ সকল সন্তানের জন্ম ঐ মোবারক বাড়িতেই হয়েছে, তাছাড়া এটাই ছিলো সেই জায়গা, যেখান থেকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনার দিকে হিজরত করেছেন। এই জায়গাটি **দারুল খুযাইমা** নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। পরে এই জায়গা হযরত সায়্যিদুনা আক্বিল বিন আবু তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর তত্বাবধানে ছিলো, যা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ক্রয় করে মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন, অতঃপর হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর জন্মস্থান হওয়ার কারণে এটা **মাওলাদে ফাতেমা** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, মসজিদে হারামের পর এই জায়গাটি মক্কা মুকাররামায় সবচেয়ে উত্তম।[১]

১. তারিখুল খামিস, ওফাতু খদিজাতিল কুবরা, ১/৩০২।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদের রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই বরকতময় ও পবিত্র স্থানটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়াতে দুঃখ প্রকাশ করে লিখেন: **আফসোস বরং শত কোটি আফসোস! বর্তমানে এই মহান বাড়ির এই নিদর্শনটিও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং মানুষের চলাচলের জন্য এখানে সমতল করে দেয়া হয়েছে।** মারওয়া পর্বতের পাশে অবস্থিত বাবুল মারওয়া দিয়ে বের হয়ে বাম দিকে (Left Side) আক্ষেপের দৃষ্টিতে শুধু এই মহান নিদর্শনটির পরিবেশের যিয়ারত করে নিন।[১]

হাদীসে পাকের উপর আমল করার প্রেরণা

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন মুররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে হাদীস বর্ণনা করেছি যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি তার প্রজাদের চাহিদা পূরণ করে এবং তাদের কাছ থেকে অভাব অনটন দূর করে, তবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য অভাব অনটনের দরজা বন্ধ করে দিবেন।" হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এই মহান বাণী শুনতেই এক ব্যক্তিকে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানের জন্য নিয়োগ করে দিলেন।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের মোবারক জীবনির কথাও কী বলবো! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে

১. আশিকানে রাসুলের ১৩০টি ঘটনাবলী, ১৮৫ পৃষ্ঠা।
২. তিরমিযী, কিতাবুল আহ্কাম, বাবু মাজা ফি ইমামির রিয়ায়াতে, ৩/৬৪, হাদীস ১৩৩৭।

www.dawateislami.net

মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী শুনতেই কালবিলম্ব না করেই এর উপর আমল করে নিজেকে এই কারণে অর্জিত মহান প্রতিদানের অধিকারী বানিয়ে নিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জীবনির উপর আমল করে আমাদেরও উচিত যে, যখনই কোন নেকীর কথা শুনবো তখন শয়তানের আক্রমণকে বিফল করে দিয়ে সাথে সাথেই এর উপর আমল করা।

সায়্যিদুনা মিসওয়ার বিন মাখরামার প্রশান্তি

হযরত সায়্যিদুনা মিসওয়ার বিন মাখরামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ একটি প্রতিনিধি দলের সাথে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট আগমন করলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁকে বললেন: আপনি আমাকে আমার ব্যাপারে বলুন। হযরত সায়্যিদুনা মিসওয়ার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কিছু দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করলেন, যা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: নিজেকে ভুল থেকে মুক্ত মনে করবেন না, আপনার কি এমন ভুল নেই যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে যা ক্ষমা না হলে আপনার ধ্বংসের ভয় হয়? হযরত সায়্যিদুনা মিসওয়ার বিন মাখরামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: নিশ্চয় আমার এরূপ ভুল রয়েছে যে, যা ক্ষমা না হলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরো বিশ্লেষণ করে বললেন: তবে কি আপনি এই বিষয়ের অধিক হকদার নন যে, আমার চেয়ে বেশি ক্ষমার আশা রাখেন, **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমার দায়িত্বে প্রজাদের সংশোধন, শাস্তির বিধান প্রতিষ্ঠা

www.dawateislami.net

করা, মানুষের মাঝে সন্ধি করানো, **আল্লাহ**র পথে জিহাদ করা এবং এমন বিশাল বিশাল কাজ রয়েছে, যা **আল্লাহ পাকই** গণনা করতে পারেন আর আমি ঐ সকল কাজকে আপনার উল্লেখিত দোষ-ত্রুটি থেকে বেশি মনে করিনা। নিঃসন্দেহে আমি এমন ধর্মের উপর রয়েছি, যেখানে **আল্লাহ পাক** নেকীসমূহ কবুল করেন ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। **আল্লাহ পাকে**র শপথ! যদি আমাকে **আল্লাহ পাক** ও গাইরুল্লাহর মধ্যে (অর্থাৎ **আল্লাহ** ব্যতীত) যেকোন একজনকে বাচাই করার স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে আমি **আল্লাহ পাক**কে গাইরুল্লাহর উপর প্রধান্য দিবো।" হযরত সায়্যিদুনা মিসওয়ার বিন মাখরামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর এই বিশ্লেষণ শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম এবং এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত হলাম যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন।" এই ঘটনার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জন্য কল্যাণের দোয়া করতেন।[১] হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: আমি হযরত মিসওয়ার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর আলোচনা রহমতের দোয়া সহকারেই শুনেছি।[২] আর **তারিখে বাগদাদে** রয়েছে: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতেন।[৩]

---

১. মু'জামুস সাহাবাতি, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৫/৩৭০। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিনে মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ৫/৬৩৭।
২. সিয়ারে আলামিন নাবলা, ফসলুন মিন সিগারিস সাহাবাতি, ৫/৪৮০।
৩. তারিখে বাগদাদ, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১/২২৩।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার সারাদিনের ব্যস্ততা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দিনে পাঁচবার মানুষের সাথে সাক্ষাত করতেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ফজরের নামাযের পর কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত করতেন, অতঃপর ঘরে ফিরে গিয়ে ঘরোয়া কাজকর্ম করতেন এবং তা থেকে অবসর হয়ে চার রাকাত (ইশরাক ও চাশতের) নামায আদায় করতেন, সারাদিন অনেক অভাবী লোক তাঁর দরবারে উপস্থিত হতো, কেউ এভাবে আরয করতো: "অত্যাচার হয়েছে।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলতেন: "একে সাহায্য করো।" কেউ বলতো: "আমার সাথে অন্যায় করা হয়েছে।" তিনি বলতেন: "এর ব্যাপারটি যাচাই করো।" আরো বলতেন: "যে ব্যক্তি আমি পর্যন্ত আসতে পারেনি, তাদের চাহিদা আমার নিকট পৌঁছে দাও।" যে সকল লোককে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ এভাবে আরয করতো: "অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়ে গেছে।" তিনি বলতেন: "তার সন্তানদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করো।" কেউ এরূপ বলতো: "অমুক ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ হারিয়ে গেছে।" তিনি বলতেন: "তার পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখো এবং তাদের চাহিদা পূরণ করো।" এভাবে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সারাদিন মানুষের কল্যাণ, সহযোগিতা এবং সময়মত তাদের সাহায্য করার মাঝেই ব্যয় করতেন।[১]

১. মুরুজুয যাহাব, মিন আলাখি মুয়াবিযা ওয়া আদাতিহি, ৩/৩১।

www.dawateislami.net

তার মতো পাবে না

হযরত সায়্যিদুনা ফুদালা বিন ওবাইদ আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বাইয়াতে রিদওয়ানের অংশীদার ছিলেন। তার বয়স অনেক কম ছিলো। মিসর বিজয়েরও অংশীদার ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি ছিলেন। যখন তাঁর ইন্তিকাল হলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন এবং জানাযা কাঁধে নিয়ে তাঁর ছেলে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বললেন: আমার পিছনে আসো, কেননা আর কখনো এমন ব্যক্তির জানাযা কাঁধে নেয়ার সৌভাগ্য পাবে না।[১] অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব রাবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জানাযাও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ পড়িয়েছেন।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা সৌভাগ্য ও সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি (জানাযার) নামায আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় অংশীদার থাকলো, তার জন্য এক ক্বিরাত সাওয়াব রয়েছে আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত অংশীদার থাকলো, তার জন্য দুই ক্বিরাত সাওয়াব রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো: ক্বিরাত কি? ইরশাদ করলেন: উহুদ পর্বতের সমান।[৩]

---

১. সিয়রে আলামুন নাবলা, ফুদালা বিন উবাইদ..., ৩/২৮০।
২. আসাদুল গা'বাতি, আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবিয়া, ৩/৫২৬।
৩. মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, বাবু ফদলিস সালাত আলাল জানাযাতি..., ৪৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৪৫।

www.dawateislami.net

এই ফযীলত অর্জন করার জন্য আমাদেরও উচিত, যখনই কোন মুসলমান ভাইয়ের ইন্তিকালের খবর শুনবে তখন চেষ্টা করবে তার জানাযার নামাযে অবশ্যই অংশগ্রহণ করার, এর অভ্যস্ত হওয়ার বরকতে ওয়ারিশগণের মনতুষ্টির সাওয়াবও পাওয়া যাবে এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির মানসিকতাও সৃষ্টি হবে।

আমীরে আহলে সুন্নাতের অভ্যাস

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সাওয়াব অর্জনের কোন সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না, যখন নিরাপত্তার কোন সমস্যা ছিলো না তখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর প্রবল ব্যস্ততা সত্ত্বেও অধিকহারে জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করতেন, মৃতকে নিজ হাতে গোসল দেয়াতেন, কাফন পরাতেন, জানাযার নামাযের ইমামতি করতেন এবং সমবেদনা ও ইছালে সাওয়াবের মাধ্যমে তাদের মনতুষ্টি করতেন, তাঁর সুন্দর চরিত্রের আকর্ষনে নেকী থেকে দূরে এবং গুনাহে লিপ্ত মানুষকে নিয়ে আসতো এবং তারাও নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য তাঁর সফর সঙ্গী হয়ে যেতো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুল

আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারক থেকে প্রবাহিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণা ধারা থেকে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ভালভাবে পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং

www.dawateislami.net

পরবর্তীতে উম্মতকে পরিতৃপ্তিদানকারী হয়ে গেছেন, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যিনি এই পবিত্র দলের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র, তাঁর কাছ থেকেও অসংখ্য প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুল বর্ণিত আছে, যা থেকে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে:

হিংসুক কখন সন্তুষ্ট হবে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো দ্বীনি বা দুনিয়াবী নেয়ামত পতন (অর্থাৎ ছিনিয়ে নিয়ে) হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা বা এই আশা করা যে, অমুক ব্যক্তি যেনো এই নেয়ামত না পায়, এর নাম হলো হিংসা।[১] হিংসা হচ্ছে ঐ বাতেনী (গোপন) রোগ, যা হিংসুকের আরাম আয়েশকে নষ্ট করে দেয় এবং যতক্ষণ ঐ নেয়ামত হিংসারত ব্যক্তির নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়না, তার কোনভাবেই প্রশান্তি আসে না। অতএব হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: "আমি হিংসুক ছাড়া অন্য সকল ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারবো, কেননা হিংসুক তো নেয়ামতের পতন হলেই সন্তুষ্ট হবে।"[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বুদ্ধিমান কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনে আগত সমস্যা থেকে যে ব্যক্তি শিক্ষা অর্জন করে এবং এর উপর ধৈর্যধারণ করে, তবে **আল্লাহ পাক**ও তাকে সাহায্য করেন আর এই শিক্ষণীয় সাময়িক

১. আল হাদিকাতুন নাদিয়া, আল খলকুল খামেস আশারা..., ১/৬০০।
২. আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১/১১৬।

www.dawateislami.net

পরীক্ষা তার জন্য সফলতার উপলক্ষ্য হয়ে যায়, এ কারণেই এক জায়গায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তিনবার এই কথাটি পূনরাবৃত্তি করেছিলেন: "অভিজ্ঞ ব্যক্তিই হলো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।"(১)

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দুনিয়াকে তিরস্কার করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: "আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ না তো দুনিয়া গ্রহণ করেছেন আর না দুনিয়া তাঁর আশা করেছে। কিন্তু আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে দুনিয়া গ্রহণ করেছে কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ একে তিরস্কার করলেন এবং (অতঃপর বিনয় প্রকাশ করে বললেন) আমরাতো দুনিয়ায় পেটের জন্য পিঠ পর্যন্ত বিছিয়ে দিয়েছি।"(২)

সহনশীলতা অবলম্বন করার উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বনু উমাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন: হে বনু উমাইয়া! সহনশীলতার সহিত কোরাইশের সাথে আচরণ করো! **আল্লাহ পাকের** শপথ! জাহেলিয়তের যুগে আমাকে যদি কেউ মন্দ বলতো তবে আমি তার সাথে সহনশীলতার সহিত আচরণ করতাম, ফলে সেই ব্যক্তি আমার এমন বন্ধু হয়ে যেতো যে, যদি আমার তার সাহায্যের প্রয়োজন হতো, তবে সে সাহায্য করতো, যদি আমি কারো সাথে ঝগড়া

১. আদাবুল মুফরাদ, বাবুত তাজারুব, ১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৬৪।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, ওমর বিন খাত্তাব..., ৪৪/২৮০।

www.dawateislami.net

করতাম, তবে সে আমাকে সঙ্গ দিতো। সহনশীলতা কোন ভদ্র মানুষের ভদ্রতা ছিনিয়ে নেয় না বরং তার সম্মান বাড়িয়ে দেয়।[১]

খুতবার মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত

হযরত ইউনুস বিন হালবাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: জুমার দিন মিম্বরে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষদেরকে উপদেশ প্রদান করে বলেন: "হে লোকেরা! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনো, তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তি পাবে না। নামাযে নিজ চেহারা ও কাতার ঠিক রাখবে, অন্যথায় **আল্লাহ পাক** তোমাদের অন্তরে পরস্পরের মাঝে বিরোধীতা সৃষ্টি করে দিবেন। অবুঝ ব্যক্তিদেরকে ধরাশায়ী কারো, অন্যথায় **আল্লাহ পাক** তোমাদের শত্রুকে তোমাদের উপর লিপ্ত করে দিবেন, যারা তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় নিমজ্জিত করে দিবে। দান ও সদকা করো, কেউ যেনো এটা না বলে যে, আমি গরীব, নিশ্চয় গরীবের সদকা ধনীর সদকা অপেক্ষা উত্তম। সতী মহিলাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকো, কেউ এমন করলো বা আমার নিকট যদি এমন খবর পৌঁছে, (তবে মনে রেখো) যদি কেউ হযরত সায়্যিদুনা নুহ عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগের মহিলার উপরও অপবাদ দেয়, তবে কাল কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[২]

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়াহ, ৫/৬৩৯।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/১৬৩।

www.dawateislami.net

এ সকল বিপদ থেকে বাঁচুন

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন ওতবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন:

◈... اٰفَةُ الْعِلمِ اَلنِّسْيَانُ অর্থাৎ ভুলে যাওয়া জ্ঞানের জন্য বিপদ স্বরূপ।

◈... اٰفَةُ الْعِبَادَةِ اَلرِّيَاءُ তথা লৌকিকতা (**আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন আশায় ইবাদত করা) ইবাদতের জন্য বিপদ স্বরূপ।

◈... اٰفَةُ النَّجَابَةِ الْكِبْرُ তথা অহঙ্কার (অর্থাৎ নিজেকে উত্তম অপরকে নিকৃষ্ট মনে করা) সম্মান ও ভদ্রতার জন্য বিপদ স্বরূপ।

◈... اٰفَةُ اللَّبِّ اَلْعُجْبُ তথা আত্মম্ভিরতা (অর্থাৎ নিজের কৃতিত্ব যেমন; জ্ঞান বা কর্মে কিংবা সম্পদকে নিজের দিকেই সম্পর্কীত করা এবং এই ব্যাপারে ভয় না করা যে, তা ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে) প্রজ্ঞার জন্য বিপদ স্বরূপ।

◈... اٰفَةُ الْاِصْلَاحِ اَلشُّحُّ তথা লালসা সংশোধনের জন্য বিপদ স্বরূপ।

◈... اٰفَةُ السَّمَاحَةِ اَلتَّبْذِيْرُ তথা অপব্যয় (অর্থাৎ নাজায়িয কাজে সম্পদ ব্যয় করা) দানশীলতার জন্য বিপদ স্বরূপ।

◈... اٰفَةُ الْجَلَدِ اَلْفُحْشُ অর্থাৎ অশ্লিলতা শক্তি ও সাহসের জন্য বিপদ স্বরূপ।

◈... اٰفَةُ الْحَيَاءِ اَلذُّلُّ অর্থাৎ অপদস্ততা লজ্জাশীলতার জন্য বিপদ স্বরূপ।

www.dawateislami.net

◈... آفَةُ الظَّرْفِ الاِكْثَارُ অর্থাৎ প্রয়োজনের বেশি পাত্র থাকা পাত্রের জন্য বিপদ স্বরূপ।(১)

শরয়ী বিধানের উপর আমল করাতেন

জাহেলীয়তের যুগে এই নিয়ম ছিলো এক ব্যক্তি তার মেয়ে বা বোনের বিবাহ কারো সাথে দিয়ে দিতো ও তার মেয়ে বা বোনকে নিজে বিবাহ করে এই বিবাহকে মোহরানা হিসাবে ঘোষনা করে দিতো, যেহেতু এক্ষেত্রে মোহর না পাওয়ার কারণে মহিলার অধিকার ক্ষুন্ন হয়ে থাকে, এজন্য **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْه এর শাসনামলে এরূপ বিবাহের বিষয় সংঘটিত হতে লাগলো, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْه সেখানকার গভর্ণরকে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ করানোর নির্দেশ প্রদান করেন এবং এর কারণ এটা বর্ণনা করলেন যে, "এটি শিগার বিবাহ যা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন।"(২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: (শিগার বিবাহ হলো, যাতে) প্রতিটি বিবাহ অন্য বিবাহের মোহরানা স্বরূপ হয়, এটা ছাড়া আর কোন মোহরানা থাকে না, মনে রাখবেন, যদি এই বিবাহ পরস্পরের মাঝে একে অপরের মোহরানা না হয়, শুধুমাত্র বিবাহের শর্তসাপেক্ষে বিবাহ হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয, যেমনটি পাঞ্জাবে

১. মওসুয়াতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু ইসলাহিল মাল, ৭/৪৩৯, নম্বর ১৫৮।
২. আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, বাবু ফিস শিগারে, ২/৩৩০, হাদীস ২০৭৫।

www.dawateislami.net

ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে যে, আত্মীয়দের সামনাসামনি আনা হয়, কিন্তু যদি কোন বিবাহের মোহরানা নির্ধারণ না হয়, প্রতিটি বিবাহ অন্য বিবাহের মোহরানা নির্ধারণ হয়, তবে ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মতে উভয় বিবাহই বাতিল হয়ে যাবে, আমাদের মতে উভয় বিবাহই বিশুদ্ধ কিন্তু এই শর্ত বাতিল, প্রত্যেক মহিলাই মোহরে মিসিল প্রাপ্ত হবে।

তিনি আরো বলেন: স্মরণ রাখবেন, যদি এ শর্তটি সঠিক হতো তবে শিগার হতো, যখন হানাফি মাযহাব এই শর্তটিকে বাতিল ঘোষনা করে দিয়েছে এবং প্রত্যেক মহিলাকে মোহরে মিসিল দিয়েছে তাই এটি আর শিগার রইলো না, সুতরাং এ হাদীসটি হানাফি মাযহাবের পরিপন্থি নয়, যেমন অন্যান্য বাতিল শর্তের কারণে বিবাহ বাতিল হয়না, বরং শর্ত বাতিল হয়ে যায়, তেমনই এই বিবাহও শর্তের সাথে সম্পর্কিত, যাতে বিবাহ সঠিক এবং শর্ত বাতিল, যেমন; কোন ব্যক্তি শূকর বা মদের বিনিময়ে বিবাহ করলো, তবে বিবাহ বিশুদ্ধ তবে এই শর্ত বাতিল, সর্বাবস্থায় মোহরে মিসিল প্রদান করতে হবে।[১]

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া মন জয় করে নিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইসলাম গ্রহণ করার পর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে ফিরে যাচ্ছিলো তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে তাঁর সাথে পাঠালেন। হযরত সায়্যিদুনা

১. মিরাতুল মানাজিহ্, ৫/৩৪।

www.dawateislami.net

ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তো বাহনে আরোহণ হয়ে গেলেন আর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তীব্র গরমের পরও পায়ে হেটে যেতে লাগলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে না নিজের বাহনে আরোহন করালেন আর না জুতা দিলেন। যখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ খলিফা হলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর নিকট আগমন করলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁকে তাঁর সাথে সিংহাসনে বসালেন এবং তাঁকে অতীতের সেই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যে কারণে হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বললেন: "আজ আমার স্থান হচ্ছে জনসাধারণের মাঝে আর আপনি হচ্ছেন বাদশাহ্।" হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত ওয়ায়েল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে খুবই আদব ও সম্মানের সহিত আচরণ করলেন। এটা দেখে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এতই প্রভাবিত হলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে এ কথাগুলো উচ্চারিত হয়ে গেলো: "আমার এটা আন্তরিক ইচ্ছা যে, আমি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে আমার সামনে আরোহন করাবো।[১]

১. মু'জামুস সগীর, মিন ইসমুহু ইয়াহইয়া, ২/১৪৩। মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে ওয়ায়েল বিন হাজর, ১০/৩৪৪, হাদীস ৪৪৭৫। তারিখে মদীনাতিল মুনাওয়ারা, ওফাতু ওয়ায়েল বিন হাজরিল হাদরামী, ২/৫৭৯। আল আসাবাতি, ওয়ায়েল বিন হাজর, ৬/৪৬৬, নম্বর ৯১২০।

www.dawateislami.net

মন জয় করার উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দিয়ে মন জয় করে নিতেন বরং যদি কোন ব্যক্তি সাময়িক কষ্টের কারণেও খারাপ আচরণ করতো তবে বুযুর্গানে দ্বীনগণ এর পরিবর্তে তাকে স্থায়ী শান্তি প্রদানের চেষ্টা করতেন, কেননা হাদীসে পাকে রয়েছে: "**আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় আমল হলো, তুমি কোন মুসলমানকে খুশি করো অথবা তার কষ্ট দূর করো কিংবা তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করো বা তার ক্ষুধা নিবারণ করো।[১] আপনারাও নিয়্যত করে নিন যে, কারো দ্বারা কোন ধরণের কষ্টের সম্মুখীন হলে, তাকে ক্ষমা করে দিবো এবং যতটুকু সম্ভব তাকে প্রশান্ত করে তার মন জয় করবো, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে সমস্ত দুঃখ ও অনৈক্য দূর হয়ে যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার স্বর্ণালী যুগ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর স্বর্ণালী যুগের ব্যাপারে **আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া** কিতাবে রয়েছে: (হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে) শত্রুদের শহরে যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো, **আল্লাহ পাকের** বাণী সমুন্নত ছিলো, চারিদিক থেকে গণিমত আসতো, ন্যায় পরায়ণতার প্রস্রবণ ছিলো এবং তাঁর যুগে মুসলমানগণ শান্তি ও আরামে বসবাস করেছিলো।[২]

১. মু'জামু কবীর, আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর বিন খাত্তাব, ১২/৩৪৬, হাদীস ১৩৬৪৬।
২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়াতি, ৫/৬২১।

www.dawateislami.net

ফিতনার অবসান

ইসলামী শহরগুলোতে বহিরাগত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যে ফ্যাসাদ ছড়ানো হয়েছিলো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অবসান ঘটিয়েছেন, এমনকি এই ফিতনা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেলো।[১] এছাড়াও যেখানে যেখানে ফিতনা মাথা তুলে উঠেছিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সেগুলোরও অবসান ঘটিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাঁর খেলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করতে লাগলো।

শেরে খোদার শাহাদাতের কারণে আবেগ প্রবণ হওয়া

তিনজন নিকৃষ্ট লোক বরক বিন আব্দুল্লাহ্, আমর বিন বকর তমিমি ও আব্দুর রহমান বিন মুলযিম মক্কা মুকাররামায় زَادَهَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا একত্রিত হলো আর মানুষের ব্যাপারে বলাবলি এবং গভর্ণরের ব্যাপারে সমালোচনা করতে লাগলো, যখন আহলে নহরওয়ান (ঐ পথভ্রষ্ট খারেজি, যাদের বিরুদ্ধে হযরত সায়্যিদুনা আলিউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যুদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করেছেন) আলোচনা হলো তখন তাদের মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা আরো বেড়ে গেলো, যার কারণে তারা তিনজন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কে হত্যা করার পরিকল্পনা করলো, হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে শহীদ করার দায়িত্ব ইবনে মুলযিম নিলো আর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বরক বিন আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে আমর বিন বকর তামিমী শহীদ করার দায়িত্ব নিলো। এই ভয়ানক

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু আহদি ওয়া আরবায়িন, ৫/৫০৫।

www.dawateislami.net

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য এই তিনজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি নিজ নিজ ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। একদিন যখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ফজরের নামায পড়ার জন্য মসজিদে গমন করছিলেন তখন বরক বিন আব্দুল্লাহ্ (যে তাঁরই অপেক্ষায় সেখানে বসে ছিলো) তাঁর উপর জোরালোভাবে হামলা করলো, কিন্তু এরপরও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ পেছনের দিকে ফিরলেন, যার কারণে তাঁর পিঠে মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে গেলেন। যখন বরক বিন আব্দুল্লাহ্ তার এই হামলা ব্যর্থ হতে দেখলো, তখন সে তার জীবন বাঁচানোর জন্য হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেদমতে আরয করলো: "আমার নিকট এমন একটি সংবাদ আছে, যা আপনাকে আনন্দিত করে দিবে, যদি আমি তা আপনাকে বলি, তবে কি আমার কোন উপকার হবে?" হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: তা কি? সে বলতে লাগলো: "আজ রাতে আমার ভাই আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে শহীদ করে দিয়েছে।" সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরো যাচাই বাচাইয়ের জন্য তাকে বললো: তোমার ভাইদের ক্ষমতা হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর উপর চলবে না। সে বিগড়ে গিয়ে এই গোপন তথা প্রকাশ করে দিলো: "কেন চলবে না? আলীউল মুরতাদা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) নামাযে যাওয়ার সময় নিজের সাথে কোন রক্ষী রাখেন না। একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাকে কোন ধরণের ছাড় দেননি এবং সাথেসাথে তাকে হত্যা করার আদেশ জারি করে দিলেন।[১]

১. মু'জামু কবীর, মুসনাদে আলি বিন আবি তালিব, ১/৯৭, হাদীস ১৬৮।

www.dawateislami.net

রোম সম্রাটের প্রতি ভৎসনা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাহাদাতের পর কিছু ব্যাপারে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা ও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর মাঝে মতানৈক্য হলো, তখন রোম সম্রাট মহান ইসলামী সাম্রাজ্যকে নিজের অধীনে করার স্বপ্ন দেখতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ রোম সম্রাটের এই নোংরা উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তাঁর ঈমানী চেতনা জোশে এসে গেলো এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ খুবই কঠোর ভাষায় চিঠির মাধ্যমে সম্বোধন করলেন: "হে অভিশপ্ত! যদি তুমি বিরত না হও ও নিজে শহরে ফিরে না যাও, তবে আমি এবং আমার চাচাত ভাই (হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) পরস্পর মিলে যাবো এবং আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার দেশ থেকে বের করে দিবো এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমার জন্য সংকীর্ণ করে দিবো।[১]

আলীউল মুরতাদার শাহজাদার প্রতি আস্থা

একদা রোমের বাদশাহ্ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেদমতে নিজ সৈন্য বাহিনীর দু'জন ব্যক্তিকে প্রেরণ করলো, যার মধ্যে একজনকে খুবই শক্তিশালী এবং অন্যজনকে খুবই লম্বা মনে করতো। রোমের বাদশাহ্ তাঁকে বললেন: যদি আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দু'জনের চেয়ে বড় কোন ব্যক্তি থাকে তবে আমি আপনার নিকট এত পরিমাণ বন্দি এবং এত

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়াতি, ৫/৬২১।

www.dawateislami.net

পরিমাণ উপহার প্রেরণ করবো আর যদি তা না থাকে তবে আপনি তিন বছরের জন্য আমার সাথে সন্ধি করবেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাদের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন, তখন লোকেরা বললো: তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য শুধু দু'জন ব্যক্তিই রয়েছে, একজন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হানফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং অন্যজন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হানফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে তাদের মোকাবিলা করার জন্য পাঠালেন। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হানফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ শক্তিশালী রোমীয়কে বললেন: তুমি বসে যাও আর তোমার হাত আমাতে ধরিয়ে দাও অথবা আমি বসে যাচ্ছি আর আমার হাত তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছি? আমাদের মধ্যে যে অপরকে নিজের জায়গা থেকে সরাতে পারবে সেই বিজয়ী হবে আর অন্যজন পরাজিত হবে। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: তুমি কি চাও? তুমি বসবে না আমি বসবো? রোমীয় বললো: আপনি বসুন। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হানফিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বসে গেলেন এবং রোমীয়কে হাত ধরিয়ে দিলেন, রোমীয়টি সম্পূর্ণ শক্তিতে তাঁকে নিজের জায়গা থেকে সরানো এবং উঠানোর অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু সে সক্ষম হয়নি এবং পরাজিত হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দাঁড়িয়ে রোমীয়কে বললেন: এবার তুমি বসো। সে বসলো আর নিজের হাত তাঁকে ধরিয়ে দিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ পলকেই শুধু

www.dawateislami.net

তাকে তার জায়গা থেকে সরালো না বরং উপরে উঠিয়ে মাঠিতে আছাড় মারলো। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এ দৃশ্য দেখে খুবই খুশি হলেন। রোমীয়টি নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিলো এবং তার বাদশাহ্ যাকিছু নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছিলো, তা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট পাঠিয়ে দিলো।(১)

আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষদেরকে বললেন: হে লোকেরা! আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই, তোমাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইত্যাদির ন্যায় সম্মানিত লোকেরা রয়েছে কিন্তু আশা করা যায় যে, আমি তোমাদের জন্য শাসক হিসাবে অধিক উপকার প্রদানকারী এবং শত্রুকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকর আর তোমাদেরকে উপকার করার ক্ষেত্রে আমিই সর্বাগ্রে থাকবো।(২)

মানুষের চাহিদা পূরণ করতেন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষের চাহিদার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন এবং অভাবীদের দেখাশুনার জন্য তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কিছু জায়গায় লোক নিয়োগ দিয়েছিলেন, বরং মদীনার কর্মচারী যখন কোন বার্তা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু তিসয়া ওয়া খামসিন, ৫/৬০২।
২. তাবকাতে ইবনে সাআদ, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/১৯। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়াতি, ৫/৬৩৭।

www.dawateislami.net

মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট প্রেরণ করতে চাইতো তখন তিনি মানুষের মাঝে এভাবে ঘোষনা করতেন: কারো কোন চাহিদা থাকলে সে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে লিখে পাঠিয়ে দাও।[১]

শিশুদের মনতুষ্টি করতেন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ শিশুদেরকে ভালবাসতেন, তাদের খুশি রাখতেন এবং মন খুশি করতেন, অতএব একদিন হযরত সায়্যিদুনা জাবালা বিন সুহাইম رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর গলায় রশি ছিলো আর একটি শিশু তাঁকে টানছিলো। হযরত সায়্যিদুনা জাবলা বিন সুহাইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর এই কাজে আশ্চর্য হয়ে আরয করলেন: আমীরুল মুমিনীন! আপনি এভাবে শিশুদের সাথে খেলা করছেন? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: বোকা! চুপ হয়ে যাও, কেননা আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: "যার কোন বাচ্চা রয়েছে, তবে সে যেনো তার সাথে বাচ্চা হয়ে যায়।"[২] এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান কুতবী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ চিৎ হয়ে শায়িত ছিলেন এবং তাঁর বুকের উপর একটি ছোট্ট ছেলে বা মেয়ে ছিলো, যাকে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ

১. তারিখে তাবারি, ছুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, ৩/২৬৮)।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, জাবলা বিন সুহাইম, ৭২/৩৮।

www.dawateislami.net

খেলাচ্ছিলেন। আমি তা দেখে আরয করলাম: আমীরুল মুমিনিন! এই বাচ্চাকে সরিয়ে দিন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: যার ঘরে কোন বাচ্চা রয়েছে, তবে সে যেনো তার সাথে বাচ্চা হয়ে যায়।"(১)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

শিশুদের মনতুষ্টির গুরুত্ব

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় জান্নাতে একটি ঘর রয়েছে, যাকে **"দারুল ফারাহ"** বলা হয়, এতে ঐ সমস্ত লোকেরাই প্রবেশ করবে, যারা শিশুদের খুশি করে।"(২) আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ একটি প্রশ্নের উত্তরে পিতার উপর সন্তানের হক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "পিতা **আল্লাহ পাকের** ঐ সমস্ত আমানতের সহিত স্নেহ ও ভালবাসা বজায় রাখবে, তাদেরকে ভালবাসবে, বুকের সাথে জড়িয়ে ধরবে, কাঁধে ছড়াবে। তাদের সাথে হাসি খুশির সহিত কথাবার্তা বলবে, তাদের মনতুষ্টি করবে, মহানুভবতা, ছাড় এবং বিরোধীতা সর্বাবস্থায় এমনকি নামায ও খুতবার সময়ও খেয়াল রাখবে। নতুন ফলমুল প্রথমে তাদেরকেই দিবে, কেননা তারাও তো তাজা ফল, নতুনকে নতুনই মানায়। মাঝে মাঝে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে শিরনি

১. ফয়যুল কদির, হরফুল মিম, ৬/২৭১, ৮৯৭৫নং হাদীসের পাদটিকা।
২. জামেয়ে সগীর, হরফুল হামজা, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩২১।

www.dawateislami.net

(মিঠাই) ইত্যাদি খাওয়ানো, পরানো, খেলার উত্তম বস্তুযা শরয়ীভাবে জায়িয তাদেরকে দিবে। মন ভুলানোর জন্য মিথ্যা ওয়াদা করবে না বরং শিশুদের সাথেও ঐ ওয়াদা করবে যা জায়িয এবং পূর্ণ করার ইচ্ছা রয়েছে। নিজের কয়েকজন সন্তান থাকলে তবে কোন বস্তু প্রদান করলে সবাইকে সমান দিবে, একজনকে অন্যজনের উপর দ্বীনি ফযীলত ব্যতীত প্রাধান্য দিবে না।"[১]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বরকতময় জীবনের যে দিকগুলো আপনারা অবলোকন করলেন এতে **খোদাভীতি** ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের গুণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, নিঃসন্দেহে এটি একজন উত্তম শাসক, সফল সিপাহসালার এবং সমাজের সাধারণ মানুষের ইহকালিন ও পরকালিন সফলতার সুস্পষ্ট নিদর্শন। যদি আপনিও এ সফলতা অর্জন করতে চান, তবে নিজের মাঝে **খোদাভীতি** সৃষ্টি করুন, সুন্নাতের রঙে নিজেকে রঙিন করে নিন এবং এই দু'টি গুণাবলীকে নিজের মাঝে সৃষ্টি করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, দ্বীনি পরিবেশের বরকতে সুন্নাতের অনুসারী, নেককাজ করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার মনমানসিকতা অর্জন হবে।

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৪৫৩।

www.dawateislami.net

পঞ্চম অধ্যায়

আমীরে মুয়াবীয়ার যুগে জ্ঞানের প্রসারতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্ঞান মানুষের ঐ গুণ, যার বদৌলতে তার সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার মর্যাদা অর্জিত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফাতকালও জ্ঞানের আলোয় ঝলমল করতে থাকে এবং তা কেনইবা হবে না যে, জ্ঞানের গুরুত্ব ও ফযীলত **আল্লাহ পাকে**র বাণী এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণীর মাধ্যমেও সুস্পষ্ট এবং জ্ঞানই **আল্লাহ পাকে**র সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। সেই বরকতময় যুগে হওয়া জ্ঞানের অগ্রগতির কিছু ঘটনাবলী অবলোকন করুন:

হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ একবার বলেন: ঐ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করো, যা হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সময়কালে বর্ণনা করা হতো, কেননা হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষের মধ্যে **আল্লাহ পাক**কে সবচেয়ে বেশি ভয়কারী ছিলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেন: **আল্লাহ পাক** যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।[১]

১. মুসনদে আহমদ, হাদীসে মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/২৮, হাদীস ১৬৯১০।

www.dawateislami.net

আমাকে একটি হাদীস লিখে দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যেই হাদীস জানা থাকতো, তিনি শুধু তার উপর আমল করতেন না বরং আরো হাদীসে পাক সংগ্রহের চেষ্টা করতেন। যেমনটি সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা মুগিরা বিন শু'বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর লিখক হযরত সায়্যিদুনা ওয়াররাদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা মুগিরা বিন শু'বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট চিঠি পাঠালেন, যাতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন: "আমাকে একটি হাদীসে পাক লিখে দিন, যা আপনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শুনেছেন।" হযরত সায়্যিদুনা মুগিরা বিন শু'বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উত্তরে এই হাদীসখানা প্রেরণ করলেন: "একদা যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায থেকে অবসর হলেন তখন আমি **তাঁকে** এই বাক্য ইরশাদ করতে শুনেছি: لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ. لَہُ الْمُلْکُ. وَلَہُ الْحَمْدُ. وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (অর্থাৎ **আল্লাহ** ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই, তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।) **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তিনবার এই বাক্যটি পূনরাবৃত্তি করেন, অতঃপর বললেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনর্থক কথাবার্তা, অধিক প্রশ্ন করা, সম্পদ নষ্ট করা, হক সমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে অলসতা করা, মহিলাদের সাথে অসদাচরণ করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত কবরস্থ করাকে নিষেধ করেছেন।[১]

১. বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু মা ইয়াকরাহ্ মান কি'লা ওয়া কালা, ৪/২৪০, হাদীস ৬৪৭৩।

www.dawateislami.net

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: **হুযুর নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রত্যেক ফরয নামাযের শেষে এই বাক্য পাঠ করতেন: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (অর্থাৎ **আল্লাহ** ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই, তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে **আল্লাহ পাক**! যাকে তুমি দান করবে, তাকে বাধা প্রদানকারী কেউ নেই, যাকে তুমি বাধা প্রদান করবে, তাকে দেয়ার কেউ নেই আর তোমার নিকট সম্পদশালীকে তার সম্পদ কোন উপকার দিবে না।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বর্ণিত হাদীস যাচাইকরণ

একদা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা মাসলামা বিন মুখাল্লাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে চিঠির মাধ্যমে এই হুকুম প্রদান করলেন: "হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে জিজ্ঞাসা করুন যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণী **"ঐ সমস্ত উম্মতদের কল্যাণ ও বরকত প্রদান করা হবে না, যাদের দূর্বল ব্যক্তিরা পরাজিত না হওয়া সত্ত্বেও শক্তিশালীদের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করতে পারে না"** শুনেছেন? যদি তিনি "হ্যাঁ" বলেন তবে আমাকে চিঠির মাধ্যমে জানাবেন।" হযরত সায়্যিদুনা আমর ইবনে আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর

১. বুখারী, কিতাবুর আযান, বাবুয যিকরি বাদিস সালাত, ১/২৯৪, হাদীস ৮৪৪।

www.dawateislami.net

দরবারে যখন এই প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এই হাদীস শরীফের সত্যায়ন করলেন, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মাসলামা বিন মুখাল্লাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দূতের মাধ্যমে মিসর থেকে সিরিয়া বার্তা প্রেরণ করলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট এই হাদীসের সত্যায়ন পৌঁছলে তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: "এই হাদীস আমিও **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিলো যে, আরো যাচাই করে নিই।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জীবনির এই মোবারক দিক থেকে আমরা শিখলাম যে, যেই ইলমে দ্বীন আমাদের অর্জন হয়েছে, তার উপর আমল করা উচিৎ এবং আরো জ্ঞানার্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিৎ, যাতে আমাদের ইলম ও আমলে প্রসার লাভ হয় এবং **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনও হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। মাদানী কাফেলা, নেক আমল, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, বিভিন্ন কোর্স এবং মাদানী চ্যানেল ও মাদানী মুযাকারা ইলমে দ্বীন অর্জনের অন্যতম ও সহজ মাধ্যম। আপনারাও দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এর বরকতে اِنْ شَآءَ اللّٰہ ইলমে দ্বীনের অমূল্য ভান্ডার হাতে আসবে।

১. মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল খিলাফাতি, ৫/৩৭৭, হাদীস ৯০৫৮।

www.dawateislami.net

কোরাইশকে কোরাইশ বলার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ একদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: কোরাইশকে কেন কোরাইশ বলা হয়? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উত্তরে বললেন: কোরাইশ হচ্ছে একটি সামুদ্রিক চতুস্পদ প্রাণী, যা অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে আর একে কোরাইশ বলা হয় এবং এটি ছোট বড় সকল প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে ফেলে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: এর সমর্থনে আমাকে কবিতা শুনান, তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এরই সমর্থনে জুমাহি কবির একটি কবিতা শুনালেন।[১]

ইতিহাসের প্রথম কিতাব

হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদ বিন শরীয়্যা জুরহামী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইয়ামেনের "সানায়া" শহর থেকে ডাকলেন এবং তাঁর কাছ থেকে অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী, আরব ও অনারবের বাদশাহ এবং মানুষের শহরে ছড়িয়ে পড়ার কারণ জানতে চাইলেন। তখন হযরত ওবাইদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ সকল কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরন তাঁর নিকট উপস্থাপন করে দিলেন, এ ব্যাপারে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইতিহাস সংরক্ষণ করার আদেশ প্রদান করলেন। এ কারণেই যে, হযরত সায়্যিদুনা ওবাইদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইতিহাস সংরক্ষণের কাজ

১. দালায়িলুল নবুওয়ত লিল বাইহাকী, ১/১৮০।

www.dawateislami.net

সম্পাদন করেন এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **"কিতাবুল মুলুক ওয়া আখবারুল মাযিয়্যিন"** নামক কিতাব রচনা করেন, যা ইতিহাসে প্রথম কিতাব। অতঃপর "কিতাবুল আমসাল" লিখেন।[১] হযরত সায়্যিদুনা দাখফাল বিন হানযানা যুহালী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর মত অভিজ্ঞ বংশ বিশারদও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট আসা যাওয়া ছিলো।[২] এতেও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে অবগত হওয়া যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর যুগে হওয়া জ্ঞানচর্চার এই কার্যক্রম থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ধারণা পাওয়া যায় যে, মুসলমান যেখানেই থাকুক না কেনো জ্ঞানের আলো দ্বারা অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূরীভূত করে এবং এর বরকতে সমাজে বসবাসকারী সকল ব্যক্তি এর উপকারীতা, ফল ভোগ করে। আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কয়েকটি বিভাগ জ্ঞানের আলো ছড়ানোর জন্য রাতদিন সচেষ্ট রয়েছে। আপনাদের নিকটও মাদানী অনুরোধ যে, এই কল্যাণের কাজে অংশগ্রহণের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**'র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. আত তারতিবুল ইদারিয়া, আল কিসমুল আশের ফি তাশখিছি..., ২/৩২২।
২. আল ফেহেরিস্ত লি ইবনে নাদীম, আল ফান্নুল আওয়াল, ১০১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

ষষ্ঠ অধ্যায়

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেকোন প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনের সফলতা এবং বিফলতার সকল কিছু নির্ভর করে "প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা"র উপর, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি যতবেশি শক্তিশালী এবং সুশৃংখল হবে, সেই প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনের উন্নতির পথের প্রতিবন্ধকতা নিজেই দূর হয়ে যাবে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বিশেষকরে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অংশীদার ছিলেন, তাই তাঁর রাজ্য পরিচালনার অনেক অভিজ্ঞতা ছিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর শাসনামলে এই নিয়ম নীতি প্রয়োগ করেন এবং এর বরকতে তাঁর শাসনামলে অসংখ্য বিজয় অর্জিত হয়েছিলো।

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দায়বদ্ধতার ব্যবস্থাপনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেকোন সিস্টেমের (ব্যবস্থাপনা) স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার সুন্দর দিকগুলো বৃদ্ধি করার উপর মনোযোগ দেয়া এবং দূর্বলতার দিকগুলো সংশোধন করার উপর, নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণও হতে থাকে আর প্রেরণা দানের বিষয়টিও অব্যাহত থাকে। এই দু'টি বিষয়ই যেকোন ব্যবস্থাপনাকে সফল করার জন্য খুবই জরুরী। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সহনশীলতা সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর

www.dawateislami.net

মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলো।[১] তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজের সত্তার জন্য কোন প্রকার প্রতিশোধ নিতেন না কিন্তু তাঁর শাসনামলে জবাবদিহীতার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলো বরং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজ কর্মচারীদের জবাবদিহীতা নিজেই নিতেন। যেমনটি একবার ফিলিস্তিনের এক কর্মচারী সাহাবিয়ে রাসুল হযরত সায়্যিদুনা আবু রাশেদ আযদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু রাশেদ আযদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন: আমার অশ্রু জবাবদিহীতার কারণে প্রবাহিত হচ্ছে না বরং আমার কিয়ামতের দিবসের কথা স্মরণ এসে গেছে।[২]

আল্লাহ পাকের রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসীলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

এই ঘটনা থেকে বুঝা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নির্বাচিত গভর্ণরদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, এভাবে দূর্বলতা ও ভুলও প্রকাশ পেয়ে যেতো এবং সাথেসাথেই সংশোধনের ব্যবস্থা হয়ে যেতো।

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দূরদর্শীতার সত্যয়ন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ সময়েও করেছেন যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সিরিয়ায় আগমন করেছিলেন এবং

১. আত তারাতিবুল ইদারিয়্যা, বাবু ফি মান ইয়াদরিব বিহিল মিসিল..., ২/৪৬৮।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, আব্দুর রহমান বিন উবাইদ..., ৩৫/৯৪।

www.dawateislami.net

অভ্যর্থনার এক শানদার রূপ দেখেছেন, যা হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ স্বভাবের সরাসরি বিপরীত ছিলো, যখন জিজ্ঞাসাবাদ করাতে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলেন, তখনই হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: না আমি এরূপ করার আদেশ দিচ্ছি আর না এ থেকে বাধাও দিচ্ছি অর্থাৎ তোমার নিজের অবস্থা সম্পর্কে তুমিই অধিক অবগত, যদি এসব করার প্রয়োজন মনে করো তবে অনেক উত্তম আর যদি প্রয়োজন মনে না করো তবে তা খারাপ।[১]

অসৎচরিত্রের কারণে ভাগিনাকে বরখাস্ত করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ভাগিনা ইবনে উম্মে হেকম তাঁর যুগে কুফার গভর্ণর ছিলো, কিন্তু যখন তার অসৎচরিত্রের মাত্রা বৃদ্ধি পেলো এবং মানুষের সাথে মন্দ আচরণ করতে লাগলো তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাকে সাথেসাথেই বরখাস্ত করে হযরত সায়্যিদুনা নুমান বিন বশীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে গভর্ণর নিযুক্ত করে দিলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভর্ণরের পদ এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ পদ, যার এই পদ অর্জিত হবে তার নিকট অভাবীদের ভীড় লেগেই থাকবে, এক্ষেত্রে যদি গভর্ণরই ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং সদাচরণ না করে বরং অসদাচর করে তকে মানুষের অভাব সময়মতো পূরণ হবেনা, যার ফলে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যাবে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর

১. আত তারাতিবুল ইদারিয়া, আল কিসমুল আওয়াল ফিল খিলাফাতে ওয়াল ওজারাতে..., ১/১৫১।

www.dawateislami.net

কর্মকৌশলের প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যান! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ গভর্ণরকে বরখাস্ত করণে আত্মীয়তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি বরং মুসলমানদের সময়মতো সহযোগিতা না হওয়া কারণে নিজ ভাগিনাকে বরখাস্ত করে প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা নুমান বিন বশীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করলেন।[১]

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামলে বিচারিক কার্যক্রম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্দর সমাজের সৌন্দর্য মূলত একে অন্যের অধিকার রক্ষা করে মিলেমিশে থাকাতেই নিহীত, কিন্তু অনেকসময় এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে, যার ফলে উভয় পক্ষকে তৃতীয় কোন ব্যক্তির মাধ্যমে সমাধান করানোর প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রয়োজনীতায় মূলত মানুষের জান, মাল, সম্মান এবং অনেক সময় বংশীয় সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাছাড়া এতে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার গভীর সম্পর্ক হয়ে থাকে, এই কারণেই ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার অধিক গুরুত্ব রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বরকতময় যুগে ন্যায়পরায়নতার অনেক গুরুত্ব ছিলো এবং এর জন্য রীতিমতো বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং হযরত সায়্যিদুনা ফুদালা বিন উবাইদ আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বিচারকের পদে অধিষ্টিত ছিলেন। অতঃপর তাঁর পরে হযরত সায়্যিদুনা আবু ইদ্রীস খাওলানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন।[২]

---

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু তিসয়ি ওয়া খামসিন, ৫/৫৯৩।
২. আল কামিলু ফিত তারিখ, সিনাতু সিত্তিন, যিকরে বা'দি সিরাতিহি ওয়া আখবারিহি..., ৩/৩৭২।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও জেলখানা

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার বন্দিদের সাথে আচরণ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর পূর্বেও বন্দিদের জন্য খাবার ও ঋতু হিসাবে পোশাকের ব্যবস্থা করা হতো। সর্বপ্রথম হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইরাকে, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সিরিয়ায় এই পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন।[১]

কয়েদী সংশোধন বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশ উত্তম সহচর্য প্রদান করে থাকে, এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে লাখো মানুষ গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ দ্বীনের প্রচারের পবিত্র প্রেরণায় মুসলিম কয়েদীদের সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণের জন্য দুনিয়ার বেশ কয়েকটি জেলখানায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"কয়েদী সংশোধন বিভাগ"** এর মাধ্যমে দ্বীনি কাজের ব্যবস্থা করেছে। মুর্শিদের দেশের বেশ কয়েকটি জেলখানায় কুরআন শিক্ষার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, اِنْ شَآءَ اللّٰہ সমস্ত জেলখানায় এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হবে। কয়েকটি জেলখানায় প্রতিদিন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ও পুস্তিকা থেকে দরস দেয়া হয়, তাছাড়া বেশ কয়েকটি জেলখানায়

১. আত তারাতিবুল ইদারিয়া, আল কিসমুল রাবেয়ে ফিল আমলিয়্যাত..., ১/৪৬৯।

www.dawateislami.net

মাসিক ও সাপ্তাহিক ইজতিমায়ে যিকির ও নাতেরও ব্যবস্থা করা হয়। দুঃখী কয়েদীদের নিকট **দা'ওয়াতে ইসলামী**র "আত্তারের ওযীফা বিভাগ" থেকে প্রদত্ত ফি-সাবিলিল্লাহ তাবিয পৌঁছানো হয়। মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কোর্সসমূহ যেমন; ১২টি দ্বীনি কাজ কোর্স, আমল সংশোধন কোর্স, ইমামত কোর্স এবং মুদাররিস কোর্স ইত্যাদিরও ব্যবস্থা রয়েছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেকোন দেশ বা প্রতিষ্ঠানের নিমার্ণ ও উন্নয়নে সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো আয় ও ব্যয়ের, এরই মাধ্যমে দেশের শিল্প কারখানার উন্নতি হয় এবং মানুষ সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র সমূহের আয়েরও বিভিন্ন মাধ্যম থাকে, যার মাধ্যমে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ এর শাসনামলেও বিভিন্ন মাধ্যমে আয় করা হতো, যাতে অশেষ বরকত অনুভব করা যেতো, এখানে এই আয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

দামেস্ক হতে অর্জিত আর্থিক সহযোগিতা

দামেস্ক হতে অর্জিত আয়ের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনী ও বিচারকদের বেতন দেয়া হতো এবং মুফতী ও মুয়াজ্জিনদের খেদমতও এই আয় দ্বারা করা হতো। এসকল খরচাদির যে টাকা

www.dawateislami.net

অবশিষ্ট থাকতো তার পরিমাণ চার লক্ষ দীনার ছিলো, যা বায়তুল মালে জমা করে দেয়া হতো।[১]

ইরাক হতে অর্জিত আর্থিক সহযোগিতা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন দাররাজ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে যখন ইরাকের খাজনার গভর্ণর নিযুক্ত করা হলো তখন জমিন থেকে অর্জিত খাজনার পরিমাণ ছিলো পঞ্চাশ লক্ষ দিরহাম।[২]

মিসর হতে অর্জিত আর্থিক সহযোগিতা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মিসরের গভর্ণর ছিলেন, সে হিসাবে সেখান থেকে অর্জিত আয়ের পরিমাণও সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকতো। হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যতদিন গভর্ণর ছিলেন ততদিন মিসর থেকে অর্জিত আয়ের পরিমাণ ছিলো নয় লক্ষ দীনার।[৩] এরপর হযরত সায়্যিদুনা মাসলামা বিন মুখাল্লাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সময়ে বায়তুল মাল থেকে খাতসমূহে ব্যয় পূর্ণ করার পর যে টাকা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে প্রেরণ করা হতো তার পরিমাণ চার লক্ষ দীনার ছিলো।[৪]

---

১. তারিখে ইবনে আসাকির, বাবু মা নাকালা..., ১/২৫৩।
২. ফুতুহুল বুলদান, আমরুল বাতায়েহ, ৪১১ পৃষ্ঠা।
৩. মু'জামুল বুলদান, হরফুল মিম, ৪/২৭৮।
৪. আল মুওয়াযিয ওয়াল এ'তেবার লিল মাকারিযী, যিকরি মা আমলিহিল মুসলিমুন..., ১/২৩০।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মোবারক যুগে কিরূপ আর্থিক সচ্ছলতা ছিলো তার অনুমান বিভিন্ন খাত হতে আসা অর্থের পরিমাণ এবং ব্যয় হতে বুঝা যায়। নিঃসন্দেহে এ সফলতার পিছনে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অনন্য দূরদর্শিতা এবং উন্নত কৌশল অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও নিরাপত্তা কার্যক্রম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামলে যেমনিভাবে ইসলামের বার্তা দ্রুততার প্রচার প্রসার লাভ করছিলো, তেমনিভাবে শান্তি ও জান মালের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও গুরুত্ব পেয়েছিলো, এ কারণে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে এতই শক্তিশালী করেছিলেন যে, মানুষ অনেক শান্তি ও আরামে জীবনযাপন করছিলো।

যেহেতু হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামলে সামুদ্রিক যুদ্ধের ব্যাপকতা ছিলো তাই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রয়োজন অনুভব করে সামুদ্রিক জাহাজ বাড়ানোর জন্য ৪৯ হিজরিতে কারখানা স্থাপন করলেন, তখন শুধুমাত্র মিসরেই এ কারখানা বিদ্যমান ছিলো,এরপর আরদনের "আক্কা" নামক জায়গায় একটি কারখানা স্থাপন করা হয়, যাতে এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কারিগরকে জড়ো করা হলো এবং সমুদ্র উপকুলেই তাদের

www.dawateislami.net

বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেয় হলো, যাতে জাহাজ বানানোর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।(১)

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাইস কিন্দি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে সামুদ্রিক যুদ্ধের আমীর নিয়োগ করেছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ পঞ্চাশটি সামুদ্রিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই সকল যুদ্ধে একজন মুসলমানেরও প্রাণের কোন ক্ষতি হয়নি।(২)

অনুরূপভাবে তাঁর মোবারক যুগে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও অনেক শক্তিশালী ছিলো। তাঁর প্রখর প্রজ্ঞা ও কৌশলের কারণে পুরো সম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছিলো এবং এভাবে বিজয়ের সীমানা বিস্তার লাভ করে যাচ্ছিলো।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার শাসনামলে যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication System) খুবই শক্তিশালী ছিলো এবং সময়মত খবরাখবর আদান প্রদানের মাধ্যমে সব জায়গার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেতো, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও এই ব্যবস্থাকে এতই শক্তিশালী করেছিলেন যে, ১২ মাইলের ব্যবধানে একটি করে চৌকি স্থাপন করলেন, যাতে "আল বরীদ" নামে একটি আলাদা বিভাগ

১. ফুতুহুল বুলদান, আমরুল আরদন, ১৬১ পৃষ্ঠা।
২. আল আসাবাতি, আব্দুল্লাহ্ বিন কাইস কিন্দি, ৫/৭৪।

www.dawateislami.net

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই চৌকিতে সর্বদা একটি দ্রুতগামী ও সতেজ ঘোড়া বিদ্যমান থাকতো, যখনই বার্তা বাহকের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে যেতো তখন সে ঐ চৌকি থেকে ঘোড়া পরিবর্তন করে নিতো, এভাবে অল্প সময়ে খুব তাড়াতাড়ি বার্তা পৌঁছে যেতো। অনুরূপভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দুর দুরান্তের এলাকায় নিযুক্ত গভর্ণরদের নিকট বিধি বিধানী পৌঁছাতেন এবং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কেও পরিপূর্ণভাবে অবগত হয়ে যেতেন।[১]

চিঠিতে মোহর ও কপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলন করেন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ চিঠিতে মোহর লাগানোর পদ্ধতিও প্রচলন করেছিলেন, এটার কারণ ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এক ব্যক্তিকে এক লক্ষ দিরহাম বায়তুল মাল থেকে দেয়ার আদেশ লিখলেন কিন্তু সেই ব্যক্তি তা পরিবর্তন করে এক লাখের স্থানে দুই লাখ করে দিলো, যখন এই খেয়ানত সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ জানতে পারলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করলেন অতঃপর পরবর্তীতে চিঠিতে মোহরের লাগানোর ব্যবস্থা প্রচলন করলেন।[২] এছাড়াও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ চিঠির অবিকল নকল কপি সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা প্রচলন করেন।[৩]

১. আল আদাবু সুলতানিয়া লিল ফখরী, মুয়াবীয়াতি আমীরুল মুমিনীন, ১০৬ পৃষ্ঠা।
২. তারিখুল খোলাফা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১৬০ পৃষ্ঠা।
৩. তারিকে বা'খুবি, হাসান বিন আলী, ২/২৭৬।

www.dawateislami.net

একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা হারম বিন হাবান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ইন্তিকাল হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামলে হয়েছিলো। তাঁর দাফনের পর তাঁর কবর মোবারকে একটি মেঘখন্ড এলো এবং তখনই তাঁর কবরে ঘাস জন্মে গেলো।[১]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হিংসা ও অভাবের আপদ

❀....হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا وَّكَادَ الْحَسَدُ اَنْ يَّغْلِبَ الْقَدْرَ অর্থাৎ অভাব কুফরের নিকটবর্তী এবং হিংসা ভাগ্যের উপর প্রধান্য লাভের নিকটবর্তী।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৬৭, হাদীস ৬৬১২)

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তা ওয়া আরবাঈন, ৫/৫১৭।

www.dawateislami.net

সপ্তম অধ্যায়

আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি

আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ও প্রশংসা বর্ণনা করে তাঁদের মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার সাড়া জাগানো মুসলমানদের অভ্যাস এবং এই পদ্ধতি আমরা সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর জীবনি থেকে পাই। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان প্রতি নিজের ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করতেন, কখনো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁদের প্রশংসা বর্ণনা করার আদেশ দিতেন, কখনো স্বয়ং নিজেই তাঁদের মহত্ব বর্ণনা করতেন, কখনো তাঁদের ওসিলা দিয়ে দোয়া প্রার্থনা করতেন। তাঁর মোবারক জীবনি থেকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মহত্ব ও শান এবং তাঁদের উত্তম গুণাবলী বর্ণনা করা ও শুনার কয়েকটি ঘটনা অবলোকন করুন।

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর গুণাবলী বর্ণনা করো

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়াসায়া বিন সু'হান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ কে বললেন: "আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর গুণাবলী বর্ণনা করো।" তখন তিনি আরয করলেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ প্রজাদের খোঁজখবর সম্পর্কে জ্ঞাত, প্রজাদের মাঝে ন্যায় বিচারকারী, বিনয়ী এবং অপারগতা গ্রহণকারী ছিলেন, অভাবীদের জন্য তাঁর দরজা সর্বদা খোলা থাকতো। সত্য

www.dawateislami.net

কথা বলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকাই ছিলো তাঁর গুণ এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দূর্বলদের প্রতি সদয়, নম্রভাষী, খুবই অল্পভাষী এবং দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর যে গুণাবলী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সামনে বর্ণনা করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা একজন কামিল মুসলমানের বৈশিষ্ট্য, যা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দ্বারা সমৃদ্ধ করে দেয়। আমাদেরও আমলের পর্যবেক্ষণ করে মাঝে মাঝে নিজের মধ্য থেকে খারাপ অভ্যাস সমূহ দূর করে ভাল অভ্যাসগুলো ধারন করা উচিৎ, যাতে আমরাও দুনিয়া ও আখিরাতের নসীব হয়।

বৃষ্টির জন্য বুযুর্গদের ওসিলা

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইম বিন আমের رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ হতে বর্ণিত: একদা বৃষ্টি না হওয়ার কারণে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও দামেস্কবাসীরা ইস্তিসকার নামায আদায়ের জন্য বের হলো, নামায শেষে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন: ইয়াজিদ বিন আসওয়াদ কোথায়? তখন লোকেরা তাকে ডাকলো। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন আসওয়াদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ আসলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাকে মিম্বরে আসার হুকুম দিলে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন আসওয়াদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ আদেশ

১. আল মুজালিসাতি ওয়া জাওয়াহেরুল ইলম, আল জজউল খামিসু ওয়াল ইশরুন, ৩/২২৮।

www.dawateislami.net

পালনার্থে মিম্বরে আসলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর কদমের নিকট বসে গেলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **আল্লাহ পাকে**র দরবারে এভাবে দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! আজ আমাদের মাঝে যে সবচেয়ে উত্তম এবং মর্যাদাবান ব্যক্তি রয়েছে আমরা তার ওসিলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, হে **আল্লাহ পাক**! আজ আমরা তোমার নিকট ইয়াজিদ বিন আসওয়াদের ওসিলা দিয়ে দোয়া করছি, হে ইয়াজিদ বিন আসওয়াদ! আপনিও **আল্লাহ পাকে**র দরবারে দোয়া করুন।" তখন ইয়াজিদ বিন আসওয়াদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ নিজের হাত দোয়ার জন্য উত্তোলন করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে পশ্চিম দিকে কালো মেঘে চেয়ে গেলো, ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হতে লাগলো এবং তখনো মানুষেরা ঘরে পৌঁছায়নি যে, **আল্লাহ**র রহমতে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো।[১]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন, তাদের ওসিলায় আযাব দূর হয় এবং নেয়ামত অর্জন হয়। তাঁদের সহচর্য **আল্লাহ**র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। **আল্লাহ পাকে**র নেককার বান্দাদের **আল্লাহ**র দরবারে ওসিলা বানানোর আমল **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। সৌভাগ্যময় শুভাগমনের পূর্বে ইহুদীরা **রাসূলে**

১. তাবকাতে ইবনে সাআদ, ১৫৬ পৃষ্ঠা। ইয়াজিদ বিন আল আসওয়াদ আল জারশী, ৭/৩০৯। সিয়ায়ে আলামুন নিবলা, আল জারশী ইয়াজিদ বিন আল আসওয়াদ, ৫/১৫৭।

www.dawateislami.net

পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওসিলার বরকতে যুদ্ধে বিজয় লাভ করতো,[১] **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও স্বয়ং নিজেই মুহাজির গরীবদের ওসিলা নিয়ে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।[২] এভাবে সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওসিলা দিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা করেন।[৩] এক অন্ধ সাহাবী **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবদ্দশায় **তাঁকে** ওসিলা বানিয়ে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।[৪] এভাবে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওফাত শরীফের পর সাহাবীয়ে রাসুল হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শিক্ষানুযায়ী এক ব্যক্তি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে তার দোয়ায় ওসিলা বানিয়েছেন।[৫] এটাও জানা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন ও স্বয়ং একজন গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী হওয়ার পরও তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন আসওয়াদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর ওসিলায় দোয়া করেন আর তাঁকেও দোয়ার প্রার্থনা করেন।

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার বিনয়

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: "আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দুনিয়ার আশা করেননি আর দুনিয়াও তাঁর প্রতি ধাবিত হয়নি এবং

১. খাযায়িনুল ইরফান, ১ম পারা, সুরা বাকারা, ৮৯নং আয়াতের পাদটিকা।
২. মিশকাতুল মাসাবিহ্, কিতাবুর রিকাক, বাবু ফাদলিল ফুকারা..., আল ফসলুস সানী, ২/২৫৫, হাদীস ৫২৪৭।
৩. বুখারী, কিতাবু ফাদায়িলি আসহাবিন নবী, ২/৫৩৭, হাদীস ৩৭১০।
৪. তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত, আহাদীসে শতি, ৫/৩৩৬, হাদীস ৩৫৮৯।
৫. মু'জামু কবির, মা আসনাদি ওসমান বিন হুনাইফ, ৯/৩০, হাদীস ৮৩১১।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট দুনিয়া তো এসেছিলো কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তার প্রতি মনোযোগ দেননি, (অতঃপর বিনয়ের সহিত বলেন:) আর আমিতো দুনিয়ায় ডুবে গেছি।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বিনয়ী ও নম্র ছিলেন, কেননা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজেও ইবাদত ও রিয়াযত, পরহেযগার ও খোদাভীরু ছিলেন।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাতটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **হিমসে** খুতবা দিতে গিয়ে বলেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কিছু বিষয়ে নিষেধ করেছেন, আমি তোমাদেরে ঐ বিষয়গুলো বলছি আর তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিচ্ছি: (১) বিলাপ (২) কবিতা (৩) ছবি (৪) অশ্লিলতা (৫) হিংস্র প্রাণীর চামড়া (৬) স্বর্ণ ও (৭) রেশম।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উম্মুল মুমিনীনের দেখাশুনা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর খেদমতের প্রতিও খেয়াল রাখতেন, যেমনটি একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত

১. তারিখে ইবনে আসাকির, ওমর বিন খাত্তাব, ৪৪/২৮৮।
২. মু'জামু আওসান, মিন ইসমুহু মুহাম্মদ, ৪/৩৯৬, হাদীস ৩৯৬।

www.dawateislami.net

সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর পক্ষে আটারো (১৮) হাজার দীনার ঋণ আদায় করে দেন।[১]

মূল্যবান অলংকার উপহার

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا মক্কা মুকাররমায় আগমন করেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁকে একটি মূল্যবান অলংকার উপস্থাপন করেন, যার মূল্য একলক্ষ টাকা ছিলো, যা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا গ্রহণ করেন।[২]

সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকার দানশীলতা

হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর দরবারে একলক্ষ দিরহাম প্রেরণ করলেন, **আল্লাহ পাকের** শপথ! সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا সমস্ত দিরহাম (অভাবীদের মাঝে) বন্টন করে দেন।[৩]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নেককারদের দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া পরীক্ষা স্বরূপ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ভাতিজার ইন্তিকাল হলো তখন লোকরা তাঁর দরবারে সমবেদনা প্রকাশের

১. সিয়রে আলামুন নিবলা, আয়েশাতু উম্মুল মুমিনীন, ৩/৪৬৪।
২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়্যাহ, ৫/৬৪০।
৩. সিয়ারু আল আমিন নবলা, আয়েশাতু উম্মুল মুমিনীন, ৩/৪৬৪)।

www.dawateislami.net

জন্য উপস্থিত হতে লাগলো। তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہ লোকদের বললেন: আবু সুফিয়ানের সন্তানদের মধ্যে এক ছেলের ইন্তিকাল এত বড় পরীক্ষা নয়, সবচেয়ে বড় পরীক্ষাতো আবু মুসলিম খাওলানী ও কোরাইব বিন সাইফ আযদি رَحِمَهُمُ الله এর মৃত্যু।(১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলের ভালবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللہُ عَنْہ এর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার একটি উদাহরণ হলো, যা হযরত সায়্যিদুনা কাযী আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **শিফা শরীফে** উল্লেখ করেছেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা কাবিস বিন রাবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللہُ عَنْہ এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللہُ عَنْہ তাঁর সাথে মুয়ানাকা করলেন (অর্থাৎ কোলাকোলি করা), তাঁর কপালে চুমু দিলেন এবং মিরআাব নামক এলাকার জমি তাকে দান করলেন, এই দান ও সম্মান এ কারণেই ছিলো যে, হযরত সায়্যিদুনা কাবিস বিন রাবিয়া **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অনেকাংশে সাদৃশ্য ছিলো।(২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

১. তারিখে ইবনে আসাকির, আব্দুল্লাহ বিন সওব, ২৭/২৩২।
২. আশ-শিফা, আল বাবুস সালেসু ফি তাযিমি আমরিহি..., ফসলুন ওয়ামিন তাওকিরিহি..., ২/৫১।

www.dawateislami.net

অষ্টম অধ্যায়

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবীয়্যতের মর্যাদাপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরবর্তিদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাঁরা হচ্ছেন ঐ সৌভাগ্যবান মনিষী, যাঁরা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে অবস্থান করে প্রশিক্ষণের সকল স্তর অতিক্রম করেছেন। সরাসরি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাদীসে মোবারকা থেকে কল্যাণ, হেদায়াত এবং নূর অর্জন করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে আছেন। **আল্লাহ পাক** সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কে "رَضِیَ اللّٰہِ عَنْہُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ"[১] এর ঈমান সতেজকারী সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করেছেন। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ সমস্ত "আরবী ও অনারবী পুরুষদের"কে নক্ষত্র[২] ইরশাদ করে বিশেষায়িত করেছেন। তাঁদের মর্যাদা স্বয়ং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক মুখ থেকে বের হয়েছে, এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর মর্যাদা ও উৎকর্ষতা পাঠ করা, শুনা ঈমান সতেজ হওয়ার মাধ্যমও এবং বদআকিদা থেকে বাঁচার প্রভাবময় পন্থাও।

---

১. পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১০০।

২. হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার সাহাবাদের উদারহণ আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়, যা দ্বারা পথ খোঁজা হয়ে থাকে, তোমরা তাঁদের মধ্য হতে যাঁর বাণীর উপর আমল করবে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।" (মুসনদে আবদ বিন হামিদ, আহাদীস ইবনে ওমর, ১/২৫০, হাদীস ৭০৩)

www.dawateislami.net

কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালভাবে মনে গেঁথে নিন: কোন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সম্মান ও মর্যাদা এবং মহত্ব ও ফযীলতের জন্য কোনোভাবেই এটা জরুরী নয় যে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাম উচ্চারণ করে তাঁদের কোন ফযীলত ইরশাদ করেছেন। কেননা সাহাবিয়্যতের মর্যাদা হলো ঐ সম্মান, যা কোন প্রকার ইবাদত ও রিয়াযতের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারেনা, অতএব যদি আমরা কোন সাহাবীয়ে রাসূল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ফযীলতের ব্যাপারে কোন বর্ণনা নাও পাই তবুও নিঃসন্দেহেই সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সম্মান ও মর্যাদা এবং মহত্ব ও ফযীলতের উচ্চ পর্যায়ে সমাসীন, কেননা জগতে নবুয়তের মর্যাদার পর সবচেয়ে উত্তম ও উচ্চ মর্যাদা হচ্ছে সাহাবা হওয়া। **নিবরাস** প্রণেতা ওস্তাযুল উলামা হযরত আল্লামা আব্দুল আযীয পরহারভী চিশতি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: মনে রাখবেন, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সংখ্যা পূর্ববতী নবীদের সমান, (প্রায়) একলক্ষ চব্বিশ হাজার।[১] কিন্তু যাঁদের ফযীলত সম্পর্কে হাদীস রয়েছে তাঁদের সংখ্যা অল্প আর অবশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ফযীলতে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হওয়াই যথেষ্ট, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর

১. নবীদের কোন সংখ্যা নির্ধারন করা জায়িয নেই, কেননা এব্যাপারে সংবাদ ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে আর নির্ধারিত সংখ্যার উপর ঈমান রাখাতে নবীকে নবুয়ত থেকে বাইরে মান্য করা বা নবী নয় এমন কাউকে নবী মানার সম্ভাবনা রয়েছে আর এই দু'টি বিষয়ই কুফরী, অতএব এরূপ আকীদা থাকা উচিৎ যে, **আল্লাহ পাকের** সকল নবীর উপর ঈমান রয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫২)

www.dawateislami.net

মোবারক সহচর্যে মহান ফযীলত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও হাদীসে মোবারাকাই যথেষ্ট। ব্যস যদি কোন সাহাবীর ফযীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফ নাও থাকে অথবা কম থাকে তবে এটা তাঁর ফযীলত ও মহত্ব কম হওয়ার দলিল নয়।[১] সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর ফযীলতের জন্য এ আয়াতই যথেষ্ট:

وَالسّٰبِقُوۡنَ الۡاَوَّلُوۡنَ مِنَ الۡمُهٰجِرِيۡنَ وَالۡاَنۡصَارِ وَالَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُمۡ بِاِحۡسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ وَاَعَدَّ لَهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ تَحۡتَهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿۱۰۰﴾[২]

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর সবার মধ্যে অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার আর যারা সৎকর্মের সহিত তাদের অনুসারী হয়েছে, **আল্লাহ** তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও **আল্লাহ**র প্রতি সন্তুষ্ট; আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগানসমূহ (জান্নাতসমূহ), যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। তারা সর্বদা এতে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

এই আয়াতের আলোকে **তাফসীরে সীরাতুল জিনান** ৪র্থ খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এ থেকে জানা গেলো, সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ন্যায়পরায়ন ও জান্নাতী। তাঁদের মাঝে কেউ গুনাহগার ও ফাসিক নেই। অতএব যে দূর্ভাগা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা বর্ণনার কারণে সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে কাউকে ফাসিক প্রমাণিত করলো তবে সে অভিশপ্ত, কেননা তা এ

১. আন নাহিয়া, ফসলে ফি ফাযায়েলে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ, ৩৮ পৃষ্ঠা।
২. পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১০০।

www.dawateislami.net

আয়াতের পরিপন্থি এবং এরূপ ব্যক্তির উচিত যে, সে যেনো নিম্নে বর্ণিত হাদীসে পাকটি অন্তরের দৃষ্টিতে ভালভাবে পড়ে শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা করা, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাগফাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার সাহাবাদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ ব্যাপারে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো, **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো। আমার পরবর্তিতে তাঁদেরকে নিশানা বানিয়ো না, কেননা যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসলো তবে সে আমার ভালবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসলো এবং যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো তবে সে মূলত আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করার কারণেই তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো আর যে ব্যক্তি তাঁদেরকে কষ্ট দিলো, আমাকে কষ্ট দিলো এবং আমাকে কষ্ট দিলো তবে সে **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো আর যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো, তবে অচিরেই **আল্লাহ পাক** তাকে পাকড়াও করবেন।[১]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সাধারণত দু'ধরনের ফযীলত রয়েছে: (১) সাধারণ ফযীলত ও (২) বিশেষ ফযীলত।

১. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফি মান সাব্বা আসহাবিন নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, ৫/৪৬৩, হাদীস ৩৮৮৮।

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরামের সাধারণ ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর সাধারণ ফযীলত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনে মজীদের ঐ সকল আয়াত ও হাদীসে মোবারাকা, যেখানে কারো নাম নেয়া ব্যতীত শুধু সাহাবী হওয়ার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অসংখ্য মর্যাদা ও ফযীলত রয়েছে, যার মধ্যে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার হতে প্রাপ্ত প্রতিটি ফযীলতই আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বৃদ্ধির মাধ্যম। এই অধ্যায়টি তিন অংশের বিভক্ত হবে: **(১) প্রিয় নবীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা (২) সাহাবা ও আহলে বাইতের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা (৩) ওলামা ও আউলিয়ায়ে উম্মতের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা।**

(১) প্রিয় নবীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

গোলাম তো মুনিবের দান ও দয়াকে সমর্থন করে তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করাতে কোন ত্রুটি রাখে না কিন্তু গোলামের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট তো এটাই যে, তার গুণাবলী সম্পর্কে মুনিব বাহবা দেয় ও প্রশংসা করে, তার জন্য নিজের বিশেষ আবেগ প্রকাশ করে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও ঐ সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যারা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে ভালবাসার বার্তাও প্রাপ্ত হয়েছেন আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার মহামূল্যবান সনদও

www.dawateislami.net

লাভ করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণীসমূহ নিঃসন্দেহে আমাদের ঈমান ও আক্বিদার সতেজতা এবং মন ও মননকে সুবাসিত করার মাধ্যম হবে।

(ক) হেদায়াত প্রাপ্ত হেদায়াত দানকারী বানিয়ে দেয়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবি আমীরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَللّٰھُمَّ اجْعَلْہُ ھَادِیًا مَّھْدِیًّا. وَاھْدِ بِہٖ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! তাঁকে (অর্থাৎ হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) কে হাদী (হেদায়াত দাতা) ও মাহদী (হেদায়াত প্রাপ্ত) বানিয়ে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষদের হেদায়াত দান করো।[১]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই দোয়াটি লক্ষ্য করুন, কেননা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিজের উম্মতের জন্য বিশেষভাবে করা দোয়া **আল্লাহ পাকের** দরবারে এমন কবুল হয় যে, তা রদ (বাতিল) হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। এটাও মনে গেঁথে নিন যে, **আল্লাহ পাক হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই দোয়া হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর হকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, তাঁকে মাহদী (হেদায়াত প্রাপ্ত)

১. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৫, হাদীস ৩৮৬৮।

www.dawateislami.net

এবং মানুষের জন্য হাদী (পথ প্রদর্শক) বানিয়েছেন আর এ দু'টি গুণ যার মাঝে জড়ো হয়ে যায় তবে কিভাবে সেই মনিষীর ব্যাপারে খারাপ ভাষা এবং বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারীদের কথার দিকে ধ্যান দেয়া যায়?"[১] হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং হেদায়াতের মাধ্যম বলে ইরশাদ করেছেন, কেননা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জানা ছিলো, তিনি মুসলমানদের খলিফা হবেন।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(খ) কিতাব ও হিকমত শিখিয়ে দেয়

হযরত সায়্যিদুনা ইরবায বিন সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! মুয়াবীয়াকে কিতাবের জ্ঞান ও হিকমত শিখিয়ে দাও আর তাঁকে আযাব থেকে রক্ষা করো।[৩]

(গ) দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমাপ্রাপ্ত

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, কেউ দরজায় করাঘাত করলো, **রাসূলে**

১. তাতহীরুল জানান, আল ফসলুস সানি ফি ফাদায়িলিহি..., ১১ পৃষ্ঠা।
২. ইযালাতুল খাফা, মাকসাদে আউয়াল, ফসলে পঞ্চম, বয়ানে ফিতন, ১/৫৭২।
৩. মু'জামু কবির, মুসলামাতি বিন মুখল্লাদ, ১৯/৪৩৯, হাদীস ১০৬৬। মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুর মানাকিব, বাবু মা'জা ফি মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৯/৫৯৪, হাদীস ১৫৯১৭।

www.dawateislami.net

পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: দেখো কে? আরয করলেন: আমি মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ), **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাঁকে ডাকো। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলে তখন তাঁর কানে কলম রাখা ছিলো, যা দিয়ে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ লিখতেন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মুয়াবীয়া! তোমার কানে কলম কেন? হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: আমি এই কলমকে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য প্রস্তুত রাখি। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** তোমার নবীর পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক, আমার ইচ্ছা যে, তুমি শুধু অহী লিখো এবং আমি প্রতিটি ছোট বড় কাজ **আল্লাহ পাকে**র অহীর মাধ্যমেই করে থাকি, তুমি কিরূপ অনুভব করবে, যখন **আল্লাহ পাক** তোমাকে পোশাক পরিধান করাবেন? অর্থাৎ খেলাফত দান করবেন। (এ কথা শুনে) হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا উঠলেন এবং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে বসে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাক** কি আমার ভাইকে খেলাফত দান করবেন? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! কিন্তু তাতে পরীক্ষা রয়েছে, পরীক্ষা রয়েছে, পরীক্ষা রয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি তাঁর জন্য দোয়া করে দিন। **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর জন্য দোয়া করলেন:

www.dawateislami.net

“اَللّٰھُمَّ اھۡدِہٖ بِالۡھُدٰی، وَجَنِّبۡہُ الرَّدٰی، وَاغۡفِرۡلَہٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ وَالۡاُوۡلٰی অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! মুয়াবীয়াকে (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ) হেদায়তের উপর অটলতা দান করো, তাঁকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করো এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁকে ক্ষমা করো।”[১]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(ঘ) তাকে জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহশি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ বলেন: একদা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বাহনের পিছনে বসা ছিলেন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার শরীরের কোন অংশটি আমার শরীরের সাথে স্পর্শ হচ্ছে? হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ আরয করলেন: আমার পেট। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! একে জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা পূর্ণ করে দাও।[২]

(ঙ) আল্লাহ ও রাসূল মুয়াবীয়াকে ভালবাসেন

একবার **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে তাঁর ভাই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ এর চুল আঁচড়াতে দেখলেন। **রাসূলে পাক**

১. মু'জামু আওসত, মান ইসমুহু আহমদ, ১/৪৯৭, হাদীস ১৮৩৮।
২. খাসায়িসুল কুবরা, যিকরিল মু'জিযাত ফি ইজাবাতিদ দাওয়াত..., ২/২৯৩। আত তারিখুল কবির, বাবুল ওয়াও ওয়াহশি, ৮/৬৮, নম্বর ৬২৬৪। আশ শরীয়া, আল জযাস সালিসু ওয়াল ইশরুন, কিতাবু ফাযায়িলে মুয়াবীয়াতি ইবনে আবি সুফিয়ান..., ৫/২৪৩১।

www.dawateislami.net

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি মুয়াবীয়াকে ভালবাসো? আরয করলেন: "সে আমার ভাই, তাঁকে কেনো ভালবাসবো না?" **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূল**ও তাঁকে ভালবাসেন।[১]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(চ) জিব্রাঈলেরও প্রিয় আমীরে মুয়াবীয়া

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ খাটে ঘুমাচ্ছিলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে ইরশাদ করলেন: ইনি কে? সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا আরয করলেন: সে আমার ভাই মুয়াবীয়া। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি তাঁকে ভালবাসো? সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: অবশ্যই আমি তাঁকে ভালবাসি। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তাঁকে ভালবাসো, নিশ্চয় আমি মুয়াবীয়াকে ভালবাসি এবং ঐ ব্যক্তিকেও ভালবাসি যারা মুয়াবীয়াকে ভালবাসে আর জিব্রাঈল ও মীকাঈলও মুয়াবীয়াকে ভালবাসে, হে উম্মে হাবিবা! **আল্লাহ পাক** জিব্রাঈল ও মীকাঈল عَلَیْہِمَا السَّلَام থেকেও বেশি মুয়াবীয়াকে ভালবাসেন।"[২]

---

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/৮৯।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/৮৯।

www.dawateislami.net

(ছ) মুয়াবীয়া! তুমি আমার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, একদিন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এখন তোমাদের মাঝে এক ব্যক্তি আসবে, সে জান্নাতী। তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ প্রবেশ করলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মুয়াবীয়া আমি তোমার ও তুমি আমার। অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দু'টি আঙ্গুল মিলিয়ে ইরশাদ করলেন: তুমি জান্নাতের দরজায় আমার সাথে এভাবে থাকবে।[১]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(জ) সাধারণ মর্যাদায় বিশেষ সম্মান

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হারাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন যে, আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: আমার উম্মতের প্রথম সৈন্যবাহিনী যারা সমুদ্র পথে যুদ্ধ করবে, তাদের (মুজাহিদদের) জন্য (জান্নাত) ওয়াজিব।[২]

হযরত সায়্যিদুনা মুহাল্লাব رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই বর্ণনায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মর্যাদা প্রকাশ পায়, কেননা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সমুদ্র পথে

---

১. আশ শরীয়া, আল জুযওস সালিস ওয়াল ইশরুন, কিবাতু ফাদাযিলি মুয়াবীয়া..., ৫/২৪৪৪, হাদীস ১৯২৫। মুসনাদুল ফেরদৌস, বাবুল ইয়া, ৫/৩৯৩, হাদীস ৮৫৩০। লিসানুল মি'যান, আব্দুল আযীয বিন বাহরুল মারওজী, ৪/৩৭৯, নম্বর ৫২১১। আস সিনাতু লিল খিলাল, যিকরি আবি আব্দির রহমান মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১/৪৫৪, হাদীস ৭০৪০। তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/৯৮।
২. বুখারী, কিতাবুর জিহাদ ওয়াস সিয়র, বাবু মা কিলা ফি কিতালির রোম, ২/২৮৮, হাদীস ২৯২৪।

www.dawateislami.net

প্রথম যুদ্ধ করেছিলেন, **আল্লাহ পাক** স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে যার সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং যে সমস্ত লোকেরা হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর পতাকাতলে জিহাদ করেছিলো, তাঁদেরকে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অগ্রগামী ঘোষনা করে দিয়েছেন, ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন; এই মুজাহিদগণ হযরত ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাসনামলে ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আবি বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতকালে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে কুবরুসে জিহাদ করেছিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ওবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর স্ত্রী হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হারাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا সামুদ্রিক সফর থেকে ফেরার পথে সামুদ্রিক জাহাজ থেকে নামলেন তখন খচ্চরের উপর আরোহন করেছিলেন এবং তা থেকে পড়ে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। ইবনুল কালবি বর্ণনা করেন: এই যুদ্ধ ২৮ হিজরিতে হয়েছিলো।[১]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(ঝ) রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অতি বিশ্বস্ত সাহাবী

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত; একদিন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আশরায়ে মুবাশশারার ফযীলত বর্ণনা করলেন এবং হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এরও এভাবে উল্লেখ করলেন: মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান আমার বিশ্বস্ত সাহাবী

১. শরহে ইবনে বাত্তাল, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়র, ৫/১১, ২৯২৪নং হাদীসের পাদটিক।

www.dawateislami.net

মধ্যে একজন, যে ব্যক্তি তাঁদের সবাইকে ভালবাসলো, সে মুক্তি পেয়ে গেলো আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করলো সে ধ্বংস হয়ে গেলো।(১)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

(ঞ) সম্রাজ্যের সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللہُ عَنْہ যখন অসুস্থ হলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللہُ عَنْہ তাঁর কাছ থেকে ঐ পাত্র নিয়ে নিলেন, যা দিয়ে সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللہُ عَنْہ **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অজু করাতেন। একদিন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللہُ عَنْہ **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অজু করাচ্ছিলেন, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অজুর মাঝখানে দু'একবার নিজের মাথা উত্তোলন করে দেখলেন অতঃপর তাঁকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: যদি তোমাকে কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তবে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করবে ও ন্যায় বিচার করবে। তিনি رَضِیَ اللہُ عَنْہ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর কারণে আমি ঐ পরীক্ষায় লিপ্ত হওয়ার প্রতি নিশ্চিত হয়ে গেলাম এবং পরিশেষে আমি (শাসক হওয়ার কারণে) এই পরীক্ষায় লিপ্ত হয়ে গেলাম।(২)

ওহ যবাঁ জিস কো সব কুন কি কুনজি কাহেঁ　　উস কি নাফিযে হুকুমত পে লাখো সালাম

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

---

১. শরফুল মুস্তফা, জামেউ আবওয়াবুল ফাদায়িল ওয়াল মানাক্বিব, ৬/৮৯। রিয়াদুন নদরা, আল বাবুস সানী, আল ফসলুর রাবেয়ে, ফি ওয়াসফে কুল্লি ওয়াহিদিন..., ১/৩৬।
২. মসনাদে আহমদ, হাদীসু মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৯৬/৩২, হাদীস ১৬৯৩১।

www.dawateislami.net

(ট) আমীরে মুয়াবীয়া সৎ ও আমানতদার

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর ও হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُمَا কে কোন কাজের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য ডাকলেন। কিন্তু উভয়ে আরয করলেন: اَللّٰہُ وَ رَسُوۡلُہٗ اَعۡلَمُ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمইে ভাল জানেন। তখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মুয়াবীয়াকে (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ) ডাকো এবং বিষয়টি তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করো, কেননা সে সৎ ও আমানতদার।(১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(ঠ) নূরের চাদরের সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন (আপনার ভাই) মুয়াবীয়াকে এমনভাবে তুলবেন যে, তাঁর গায়ে নূরের চাদর থাকবে।(২)

(ড) কিতাবুল্লাহর রক্ষক

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام **প্রিয় নবী,**

---

১. মুসনাদে বাযযার, মসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে বসির, ৮/৪৩৩, হাদীস ৩৫০৭। তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/৮৬। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৬২৪। সিয়রে আলামুন নাবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/২৯০। তারিখুল ইসলাম লিয যাহবী, ৪/৩১০।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/৯২।

www.dawateislami.net

রাসূলে আবরী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমীরে মুয়াবীয়াকে আমার সালাম বলবেন এবং তাঁর সাথে ভাল আচরণ করবেন, কেননা তিনি **আল্লাহ**র কিতাব ও **আল্লাহ**র অহীর **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে রক্ষক এবং খুবই উত্তম রক্ষক।[১]

(ঢ) আমি আলীকে ভালবাসি

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম, হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণি ও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رِضْوَانُ اللّٰہِ عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن ও উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আগমন করলেন। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে ইরশাদ করলেন: "হে মুয়াবীয়া! তুমি কি আলীকে ভালবাসো? হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: ঐ সত্তার শপথ! **যিনি** ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি **আল্লাহ পাকে**র জন্য তাঁকে অনেক ভালবাসি। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় অচিরেই তোমরা উভয়ের মাঝে পরীক্ষা হবে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরপর কি হবে? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

১. মু'জামুল আওসত, মিন ইসমুহু আলী, ৩/৭৩, হাদীস ৩৯০৬। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিনে মিনাল হিজরাতিন নবুয়াহ, ৫/৬২২। আল আলাল মাসনুআতি, কিতাবুল মানাকিব ১/৩৮৩।

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: (এরপর) **আল্লাহ পাকের** ক্ষমা, **তাঁর** সন্তুষ্টি এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: আমি **আল্লাহর** ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট এবং তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হলো:

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾ (১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহ** ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু **আল্লাহ** যা চান করে থাকেন।(২)

(ণ) আগুনের শিকলের শাস্তি

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে মুয়াবিয়া! (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) যে ব্যক্তি তোমার ফযীলতের ব্যাপারে সন্দেহ করবে, তাকে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠানো হবে যে, তার গলায় আগুনের শিকল থাকবে।(৩)

(ত) আমীরে মুয়াবীয়া জান্নাতী

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এখনই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী ব্যক্তি আসবে, তখন হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উপস্থিত হলেন। দ্বিতীয় দিন আবার ইরশাদ করলেন: এখনই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী লোক আসবে,

১. পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/১৩৯।
৩. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/৯০।

www.dawateislami.net

তখন হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উপস্থিত হলেন। তৃতীয় দিনও এরূপ ইরশাদ করলে তখনও হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উপস্থিত হলেন।[১]

(থ) সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও দানশীল

হযরত সায়্যিদুনা সাদ্দাদ বিন আওস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ اَحْلَمُ اُمَّتِي وَاَجْوَدُهَا অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান হলো সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও দানশীল।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং দানশীলতা খুবই উত্তম গুণাবলী। আমাদেরও এমন আমলকে ধারন করা উচিত যে, যার মাধ্যমে আমাদের মাঝেও এই গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যায়।

ধৈর্যশীল হওয়ার সহজ আমল

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْمًا অর্থাৎ পাগড়ী পরিধান করো, তোমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।[৩]

---

১. শরহে উসুলে ইতিকাদে আহলে সুন্নাহ, ২/১২৬০, নম্বর ২৯৭৯। হিলওয়াতুল আউলিয়া, ইব্রাহিম বিন ঈসা, ১০/৪৬২, নম্বর ১৫৭৩৪। আল ফেরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, বাবুল ইয়া, ৫/৪৮২, হাদীস ৮৮৩০।

২. বাগিয়াতুল বা'হাস, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফি'মা ইশতিরাকা ফিহি আবু বকর..., ১/৮৯২, হাদীস ৯৬৫। আস সিনাতু লিল খেলাল, যিকরি আবি আব্দির রহমান মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১/৪৫২, নম্বর ৭০১। আল মাতালিবুল আ'লিয়া, কিতাবুল মানাকিব, ৭/১৬৬, হাদীস ৮৮৪৭।

৩. মু'জামু কবির, ওমা আসনিদু আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, ১২/১৭১, হাদীস ১২৯৪৬।

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসের আলোকে বলেন: (পাগড়ী পরিধান করো) তোমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের বক্ষ প্রশস্ত হবে, কেননা প্রকাশ্য বিন্যাস ভাল হওয়া মানুষকে গম্ভীর ও ভদ্র বানিয়ে দেয়, তাছাড়া রাগ, আবেগীপনা এবং খারাপ আচরন থেকে রক্ষা করে।[১]

সহনশীলতা একটি অমূল্য সম্পদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে সহনশীলতা এমন একটি অমূল্য সম্পদ যা লাখ টাকা নয় বরং কোটি টাকা দিয়েও কেনা যাবে না, কিন্তু **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি উৎসর্গীত যে, **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের প্রতি দয়া ও মেহেরবাণী করে খুবই সহজ আমল ইরশাদ করে দিয়েছেন যে, যার ফলে আমরা রাগ ও আবেগীপনা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের মাঝে সহ্য ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারি। যেমনটি হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন জা'ফর কাত্তানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাদীস উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা ওসামা বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে মরফু হিসাবে বর্ণিত: وَاعْتَمُّوا تَحْلُمُوا। অর্থাৎ তোমরা পাগড়ী পরিধান করো, সহনশীল হয়ে যাবে।[২]

মুমিনদের মামা

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বোন হযরত সায়্যিদুনা উম্মে হাবিবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا হলেন **প্রিয় নবী হুযুর**

১. ফয়যুল কদীর, হরফুল হামযা, ১/৭০৯, ১১৪২নং হাদীসের পাদটিকা।
২. আদ দায়ামাতি ফি আহকামে সুন্নাতিল আমামাতি, ১০ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা স্ত্রী এবং উম্মুল মুমিনিন হওয়ার কারণে সমস্ত মুমিনদের পবিত্র মা। তাই জলিলুল কদর ওলামা ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْه কে "মুমিনদের মামা" লিখেছেন।[১]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অহী লিখক

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْه এর শুধু মর্যাদা অর্জিত ছিলোনা যে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْه **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাদশাহদের নামে চিঠি লিখতেন[২] বরং অনেক সময় বাদশাহদের চিঠি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পড়েও শুনাতেন।

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আবি রাশেদ رَضِیَ اللهُ عَنْه বলেন: আমাকে রোমের কায়সার (বাদশাহ) এর দূত জানিয়েছে যে, যখন আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হই, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْه কে ডাকলেন তখন তিনি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কায়সারের চিঠি পাঠ করে শুনালেন।[৩]

---

১. দুররে মনসুর, পারা ২৮, সূরা মুমতাহিনা, ৭নং আয়াদের পাদটিকা, ৮/১৩০। মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুর রিকাক, ৯/৫৮, ৫২০৩নং হাদীসের পাদটিকা। আস সুন্নাতু লিল খিলাল, যিকিরে আবি আব্দির রহমান বিন আবি সুফিয়ান, ১/৪৩৩, নম্বর ৬৫৭। লময়াতুল এতেকাদ, ৩১ পৃষ্ঠা। তারিখে ইবনে আসাকির, বাবু যিকরি বানিহি ও বানাতিহি, ৩/২০৮। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু আহদী ও আরবাঈন, ৫/৫০৪। আশ শরীয়া, আল জুযওল সালেস ওয়াল ইশরুন, ৫/২৪৩১।
২. আসাদুল গা'বাতি, মুয়াবীয়া বিন সাখর বিন আবি সুফিয়ান, ৫/২২১। তারিখে ইসলাম লিয যাহবী, ৪/৩০৯। আল আসাবতি, মুয়াবীয়া বিনআবি সুফিয়ান, ৬/১২১।
৩. মু'জামুস সাহাবাতি, মুয়াবিন বিন আবি সুফিয়ান, ৫/৩৬৮।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর এই ফযীলত অর্জিত ছিলো যে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া অহীও লিখেন অর্থাৎ অহী লিখক ছিলেন।(১)

যাঁকে মুস্তফা লিখা শিখিয়েছেন

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হতে বর্ণিত: একদিন আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে লিখছিলাম। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: দোয়াতে কাপড় ঢুকাও এবং কলমকে বাঁকা করে কাটো আর بسم اللہ এর 'ب' কে সোজা লিখো আর 'س' এর দাঁত আলাদা আলাদা রাখো এবং 'م' এর বৃত্তকে বন্দ করো না এবং **আল্লাহ** শব্দটি সুন্দরভাবে লিখো, **রহমান** শব্দটিও স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে লিখো আর **রহীম** শব্দটিও ভালভাবে ও সুন্দর করে লিখো।(২)

প্রিয় নবী ﷺ এর বাণীতে সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর সাথে কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট সিরিয়ার আলোচনা করা হলো এবং এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা সিরিয়া কিভাবে জয় করবো, সেটাতো 'রোম' এর অন্তর্ভুক্ত? **প্রিয় নবী হুযুর**

১. দালায়িলুন নবুয়াত লিল বায়হাকী, ৬/২৪৩। তারিখুল খোলাফা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১৫৫ পৃষ্ঠা। তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/৫৫। আল বেদায়া ওয়ান নেহারা, সিনাতু আহদী ওয়া আরবাঈন, ফসলু মুয়াবিযা বিন আবি সুফিয়ান, ৫/৫০৪। আশ শরীয়া, আল জুযওস সালেস ওয়াল ইশরুন, ৫/২৪৩১। সিমতুন নুজুমুল আউয়ালী, মাকসাদুর রাবেয়ে, ৩/১৫৪।
২. আশ শিফা, ১/৩৫৭। আল ফেরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ৫/৩৯৪, হাদীস ৮৫৩৩।

www.dawateislami.net

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর লাঠি মোবারক হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর কাঁধের উপর রেখে ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** তোমাদের জন্য এর (হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) মাধ্যমেই যথেষ্ট হবে। (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মাধ্যমে সিরিয়ার বিজয় দান করবেন)[১]

এরূপ লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন

হযরত আবুল হারেছ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বর্ণনা করেন; আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর দরবারে একটি চিঠি পাঠালাম: **আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি সদয় হোন! আপনি এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে কি বলবেন, যারা বলে যে, (হযরত সায়্যিদুনা আমীরে) মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) তো মুমিনদের মামা নন আর অহী লিখকও নয় বরং তিনি তরবারি দ্বারা খেলাফাত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন (مَعَاذَ اللّٰہ)? হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বললেন: এটা খুবই মন্দ ও ঘৃণ্য কথা। এমন লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।[২]

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সখর..., ৫৯/৯৬। সিয়রে আলামুন নিবলা, ৪/২৯০।
২. আস সিনাতু লিল খেলাল, যিকরি আবি আব্দির রহমান মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১/৪৩৪, নং ৬৫৯।

www.dawateislami.net

(২) সাহাবী ও আহলে বাইতের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন মনিষীর পরিচয় লাভের মাধ্যম তাঁর যুগের মানুষের অভিমতও হয়ে থাকে, কেননা সেই মানুষদের সামনেই এই মনিষীর সকাল সন্ধ্যা, এককিত্ব ও জনসমাগমে হয়ে থাকে আর তাকেই দেখে তারা কোন ভাল বা খারাপ মন্তব্য করে থাকে, যা সনদের মর্যাদা লাভ করে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইত عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর সত্যবাদীতার তো নিশ্চয় কোন তুলনা নেই, অতএব এই মাহাত্ম মনিষীদের দ্বারা কোন লোভ বা দুনিয়াবী স্বার্থে কারো প্রশংসা করার সামান্যতম ধারনা করাও আমাদের ঈমানের জন্য খুবই ভয়ংকর। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইত رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن এর বাণীসমূহ তাঁর মহান মর্যাদার অধিকারী হওয়ার আরো একটি স্পষ্ট দলীল। অতএব তাঁর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইত رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن এর উক্তিসমূহ অবলোকন করুন:

(ক) সত্যবাদীতার সহকারে ফয়সালাকারী

মিসর বিজেতা হযরত সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এরপর সত্যবাদীতার সহকারে ফয়সালাকারী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি।[১]

১. তারিখে ইবেন আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/১৬১।

www.dawateislami.net

(খ) এমন সর্দার দেখিনি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরপর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মতো কোন সর্দার দেখিনি।(১)

(গ) নামাযে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি, যার নামায **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নামাযের সাথে অত্যধিক সাদৃশ্য রাখতো।(২)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(ঘ) মুয়াবীয়ার শাসনকে খারাপ মনে করোনা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সিফফীনের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলেন: (হযরত) মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর শাসনকে খারাপ মনে করো না, **আল্লাহ পাকের** শপথ! যখন তিনি থাকবেন না তখন মাথা কেটে কেটে ফলের ন্যায় জমিনে পতিত হবে।(৩)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

---

১. মু'জামু কবির, ওয়া মিম্মা আসনাদে আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর..., ১২/৩৮৭, হাদীস ১৩৪৩২।
২. মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মা যা ফি মুয়াবিযা..., ৯/৫৯৫, হাদীস ১৫৯৬০।
৩. দলায়িলুন নবুয়াত লিল বায়হাকী, ৬/৪৬৬। তাবকাতে ইবনে সাআদ, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/৬০। সিয়রে আলামুন নিবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/৩০২। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিনে মিনাল হিজরাতিন নবুয়াহ, ৫/৬৩৪। তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/১৫২।

www.dawateislami.net

(ঙ) তিনি সাহাবিয়ে রাসূল ও মুফতী

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ যেই বাক্য দ্বারা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রশংসা করেছেন তাতে তাঁর মহত্ব প্রকাশ পায়। যেমনটি একবার তাঁর ফিকহী জ্ঞানের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন: "হযরত মুয়াবীয়া ফকীহ ছিলেন।"[১]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(চ) উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: আমি (খোলাফায়ে রাশেদীনের পর) হযরত মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর চেয়ে বেশি রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত আর কাউকে দেখিনি।[২]

(ছ) আমীরে মুয়াবীয়া জান্নাতী

হযরত সায়্যিদুনা আউফ বিন মালেক আশজায়ী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি আরিহার এমন একটি গীর্জায় দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, যা এখন মসজিদে রুপান্তরিত হয়ে গেছে। আমি হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে উঠে বসলাম। আমি দেখলাম সেখানে একটি বাঘ ছিলো, যা আমার দিকে তেড়ে আসছিলো, আমি হাতিয়ার উঠানোর ইচ্ছা করলে বাঘটি বললো "থামুন! আমি তো আপনাকে একটি বার্তা দিতে

১. বুখারী, কিতাবু ফাদায়িলি আসহাবিন নবী, বাবু যিকরি মুয়াবীয়া, ৩/৫৫০, হাদীস ৩৭৬৫।
২. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, আল জামেউ লিল ইমাম মুআম্মার, বাবু যিকরিল হাসান, ১০/৩৭১, হাদীস ২১১৫১। সিয়ারে আলামুন নিবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/৩০৭। আত তারিখুল কবির, বাবু মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৭/৬০৪, নম্বর ১৪০৫।

www.dawateislami.net

এসেছি।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমাকে কে পাঠিয়েছে? বাঘটি বললো: “**আল্লাহ পাক** আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছে, যেনো আপনাকে জানিয়ে দিই যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ জান্নাতী।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন মুয়াবীয়া? তখন বাঘ বললো: হযরত মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ।[১]

(জ) প্রিয় নবীর সামনে লিপিবদ্ধকারী

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে বসে লিখতেন।[২]

(ঝ) এমন রাজত্ব কেউ করবে না

হযরত সায়্যিদুনা কাআব বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: যেমন রাজত্ব হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ করেছেন, তেমন রাজত্ব এই উম্মতের কেউ করবে না।[৩]

(ঞ) আমীরে মুয়াবীয়ার আলোচনা কল্যাণের সহিত করো

হযরত উমাইর বিন সাআদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: لَا تَذْکُرُوا مُعَاوِیَۃَ اِلَّا بِخَیر অর্থাৎ হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর আলোচনা শুধুমাত্র কল্যাণ ও মঙ্গল সহকারেই করো।[১]

---

১. মু'জামু কবির, মিন ইসমুহু মুয়াবীয়া, ১৯/৩০৭, হাদীস ৬৮৬। মু'জামুস সাহাবা, মান রুবি আনিন নবীয়্যি মিন ইসমুহু মুয়াবীয়া, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৫/৩৬৭, নম্বর ২১৯১।
২. মাজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাজা ফি মুয়াবীয়া..., ৯/৫৯৬, হাদীস ১৫৯২৪।
৩. তাবকাতু ইবনে সাআদ, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/২০। সিয়রে আলামুন নিবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান..., ৪/৩০৮।

www.dawateislami.net

(ট) সবচেয়ে বেশি ধৈর্য ও সহনশীল

একবার হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩) ওলামা ও আউলিয়ায়ে উম্মতের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর মর্যাদা জলিলুল কদর ওলামা ও আউলিয়াগণ বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মর্যাদাও তাঁদের বাণী ও কর্ম উভয়ভাবে প্রকাশ করেছেন বরং তাঁর ব্যাপারে অপবাদ লেপনকারীকে শাস্তি প্রদান করে বদমাযহাবিয়্যতের ক্ষতকে মূলৎপাটন করেছেন। নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় এবং নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের বাণী আমাদের জন্য নূরের মিনারও হবে এবং মুক্তির পথও হবে।

(ক) তাঁর অতুলনীয় ন্যায় পরায়ণতা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'মশ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর সামনে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর ন্যায় পরায়ণতার

---

১. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৫/৪৫৫, হাদীস ৩৮৬৯। আত তারিখুল কবির, বাবু মুয়াবীয়া, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান..., ৭/২০৪, নম্বর ১৪০৫।
২. আস সিনাতু লিল খেলাল, যিকরি আবি আব্দির রহমান....., ১/৪৪৩, নম্বর ৬৮১।

www.dawateislami.net

আলোচনা হলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "হায়! আপনারা যদি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর যুগ দেখতেন।" লোকেরা আরয করলো: "আপনি কি তাঁর সহনশীলতার কথা বলছেন?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "না! **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি তাঁর ন্যায় পরায়ণতার কথা বলছি।" (অর্থাৎ তাঁর ন্যায় পরায়ণতাও ছিলো অতুলনীয়)[১]

(খ) যদি তোমরা সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়াকে দেখতে...

হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যদি তোমরা হযরত মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে দেখতে তবে বলতে তিনিই হেদায়াত প্রাপ্ত।[২]

(গ) সমালোচনার সাহস

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু তাওবা রবিই বিন নাফে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا হলেন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মাঝে পর্দা স্বরূপ, যে এই পর্দা বিদীর্ণ করবে সেই অপর সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি অভিযোগ করাতে জড়িত হয়ে যাবে।[৩]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আস সিনাতু লিল খেলাল, যিকরি আবি আব্দির রহমান মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান..., ১/৪৩৭, নং ৬৬৭।
২. আস সিনাতু লিল খেলাল, যিকরি আবি আব্দির রহমান মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান..., ১/৪৩৭, নং ৬৬৯।
৩. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নুবয়াহ, ৫/২৪৩।

www.dawateislami.net

(ঘ) সাহাবীকে গালি প্রদানকারীকে শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম মাইসারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি দেখিনি যে, হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর খেলাফত কালে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে মন্দ বলা ব্যক্তি ব্যতীত আর কাউকেও চাবুক মেরেছেন।[১] হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজেই ঐ ব্যক্তিকে তিনবার চাবুক মেরেছেন, যে তাঁর সামনে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে গালমন্দ করেছেন।[২]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(ঙ) তাবেয়ীকে সাহাবীর সাথে তুলনা করো?

হযরত সায়্যিদুনা মুয়াফা বিন ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দরবারে কেউ প্রশ্ন করলো: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উত্তম নাকি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উত্তম? এই প্রশ্ন শুনতেই তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব এসে গেলো এবং খুবই কঠোরভাবে বললেন: তুমি একজন তাবেয়ীকে সাহাবীর সাথে তুলনা করছো? হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী, **তাঁর** শ্বশুড় পক্ষের আত্মীয়, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর** লিখক এবং **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে আগত অহীর সংরক্ষক ছিলেন।[৩]

---

১. শরহ উসূলে ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, বাবু জিমায়ি ফাদাযিলিস সাহাবাতি, ২/১০৮৪, নম্বর ২৩৮৫।
২. আল ইস্তিয়াব, মুয়াবিন বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৪৭৫।
৩. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাণ হিজরাতিন নবুয়াহ, ৫/৬৪৩।

www.dawateislami.net

(চ) মর্যাদাবান সাহাবী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে ন্যায়বিচারক, মর্যাদাবান এবং উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে গন্য করা হয়।[১]

(ছ) হক আদায়কারী খলিফা

ইমামে রাব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শেখ আহমদ সারহান্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **আল্লাহ পাকের** হক ও বান্দার হক আদায় করার ক্ষেত্রে ন্যায় পরায়ন খলিফা।[২]

(জ) আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর এবং হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরয করলাম এবং বসে গেলাম। আমি বসা মাত্রই হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে আনা হলো এবং তাঁরা উভয়ে একটি ঘরে প্রবেশ করলেন আর এর দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, আমি দেখলাম যে, হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ খুব জোরে এরূপ বলতে বলতে ঘর

১. শরহে মুসলিম, লিন নববী, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, ৮ম অংশ, ১৫/১৪৯।
২. মাকতুবাত ইমাম রাব্বানী, দফতর আউয়াল, ৪র্থ অংশ, ১/৫৮।

www.dawateislami.net

থেকে বের হলেন: কাবার প্রতিপালকের শপথ! আমার ফয়সালা হয়ে গেছে। অতঃপর তাঁর পেছনে পেছনে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এরূপ বলতে বলতে দ্রুত বেরিয়ে এলেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।(১)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(ঝ) মুখ বন্ধ রাখতে হবে

পীরানে পীর, রওশন জমির হযরত সায়্যিদুনা গাউসুল আযম সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা ও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর মাঝে যে মতানৈক্য হয়েছে তা **আল্লাহ পাকের** ইচ্ছা মনে করে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।(২)

(ঞ) আহলে বাইতের খাদিম

হযরত সায়্যিদুনা দাতাগঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রতি এমন ভালবাসা ছিলো যে, তাঁকে অতি মূল্যবান উপহার প্রদান করার পরও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন: "এই মুহুর্তে আমি আপনার যথাযথ খেদমত করতে পারিনি, ভবিষ্যতে আরো উপহার উপস্থাপন করবো।"(৩)

---

১. মওসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মানামাত, ৩/৮১, নম্বর ১২৪।
২. আল গুনিয়াত, আল কিসমুস সানী, ১/১৬১।
৩. কাশফুল মাহজুব, বাবু ফি যিকরি আয়িম্মাতহিম মিন আহলিল বাইত, ৭৭ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

(ট) জলিলুল কদর সাহাবী ও মুজতাহিদ

ওস্তাযুল ওলামা আল্লামা আব্দুল আযীয হারভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ একজন জলিলুল কদর সাহাবী, অভিজাত ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর শানে অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে মন্দ বলা ও মন্দ উক্তি করার প্রতি আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ প্রচন্ড অসন্তুষ্টির বর্হিঃপ্রকাশ ঘটাতেন।[১]

(ঠ) সর্বপ্রথম আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা পড়াতেন

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রশংসা সম্পর্কিত হাদীস শরীফ কিতাব আকারে সংকলন করে রেখেছিলেন, অতএব যেই শিক্ষার্থী তাঁর নিকট উপস্থিত হতো, সর্বপ্রথম তাকে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ঐ সংকলিত হাদীসগুলো পড়াতেন, অতঃপর শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা অনুযায়ী কিতাব ও সবক পড়াতেন।[২]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর পবিত্র সত্তা উচ্চ গুণাবলীর কারণে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মর্যাদা রাখে এবং তাঁর মোবারক জীবনের প্রতিটি দিকই

১. আন নিবরাস, ইখতালাফুল ফুকাহা ফি হুকমে মান সাবিবস সাহাবা, ৫৫০ পৃষ্ঠা।
২. তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ..., ৩/১৬০।

www.dawateislami.net

তাঁর মহত্বকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট, এই কারণেই যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করেই আসছে।

কুরাইসা বিন জাবির তাবেয়ীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা কোবাইসা বিন জাবির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "আমি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে অধিক ক্ষমাশীল এবং মূর্খতা থেকে অত্যন্ত দূরে আর তাঁর চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ কাউকে দেখিনি।"[১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারকের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দররারে একব্যক্তি আরয করলো: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উত্তম নাকি সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকাবস্থায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নাকে প্রবেশকৃত ধুলাবালি হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه থেকে উত্তম।[২]

১. সিয়রে আলামুন নিবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/৩০৮।
২. আশ শরীয়া, আল জুযউস সালেস ওয়াল ইশরুন, ফাদায়িলে মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৫/২৪৬৬।

www.dawateislami.net

আহমদ বিন হাম্বলের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দরবারে আরয করলো: হে আবু আব্দুল্লাহ্! আমার এক মামা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে গালমন্দ করে আর অনেক সময় আমাকে তার সাথে খাবার খেতে হয়? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সাথে সাথে বললেন: "তার সাথে খাবার খাবে না।"(১)

এমন লোকের সাথে সম্পর্ক রাখবে না

একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর দরবারে আরয করা হলো: "এখানে এমন এক লোক আছে, যে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ উপর মর্যাদা দিয়ে থাকে।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: "এমন ব্যক্তির সহচর্য গ্রহণ করবে না, তার সাথে পানাহার করবে না এবং যখন সে অসুস্থ হয়ে যায় তার সেবা শশ্রুষাও করবে না।"(২)

মুয়াফা বিন ইমরানের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা মুয়াফা বিন ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ন্যায় ছয়শত বুযুর্গের চেয়েও উত্তম।(৩)

---

১. আস সিনাতি লিল খেলাল, যিকিরে আবি আব্দির রহমান..., ১/৪৪৮, নম্বর ৬৯৩।
২. যিলে তাবকাতুল হানাবিলা, ওয়াফিয়াতুল মিয়াতিস সাদেসা, ৩/১১১।
৩. আস সিনাতি লিল খেলাল, যিকিরে আবি আব্দির রহমান..., ১/৪৩৫, নম্বর ৬৬৪।

www.dawateislami.net

আব্দুল ওয়াহাব শারানীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সম্মানের উপর হামলা করলো, নিশ্চয় সে নিজের ঈমানের উপর হামলা করলো, এই জন্যই এর মূলৎপাঠন করা জরুরী, বিশেষকরে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ব্যাপারে তা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[১]

আলী বিন সুলতান ক্বারীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা নূরুদ্দীন মোল্লা আলী বিন সুলতান ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে ন্যায় পরায়ণ, মর্যাদাবান এবং বুযুর্গ সাহাবীয়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে গন্য করা হয়।[২]

ইউসুফ নাবহানীর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সমস্ত তাবেঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُمْ থেকে উত্তম, কেননা তাঁর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী হওয়ার মর্যাদা অর্জিত ছিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ অহী লিখার গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পন্ন করতেন এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গেই মুশরিক ও অবাধ্যদের সাথে জিহাদও করেছেন, এটা

১. আল ইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির, আল মাবহাসুর রাবেয়ে ওয়াল আরবাউন..., ৩৩৪ পৃষ্ঠা।
২. মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবু মানাকিবিস সাহাবা, ১০/৩৫৫।

www.dawateislami.net

ছিলো তাঁর ঐসকল মর্যাদা থেকে ভিন্ন যা তাঁর সত্তায় বিদ্যমান ছিলো। এতে ঐসকল দ্বীনি খেদমত অন্তর্ভুক্ত নেই, যা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার পর সম্পন্ন করেছেন।[১]

ইমামে আহলে সুন্নাতের বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন: কিছু মুর্খ লোক বলে থাকে: হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ফযীলত সম্পর্কিত কোন সহীহ হাদীস নেই, এটা তাদের অজ্ঞতা, ওলামায়ে মুহাদ্দিসীন (হাদীসের ওলামাগণ) নিজেদের পরিভাষা দ্বারা কথা বলেন, এ সমস্ত মুর্খরা **আল্লাহ** জানেন তা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়, আযীয ও মুসলিম ভাল নয় তো হাসান কম কিসে, হাসানও না হলে তবে এখানে যঈফও শক্ত।[২]

সদরুশ শরীয়ার বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ প্রথম মুসলিম বাদশাহ, এর দিকে তাওরাত শরীফে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَوْلِدُہٗ بِمَکَّۃَ وَمُھَاجَرُہٗ بِطَیْبَۃَ وَمُلْکُہٗ بِالشَّامِ সেই শেষ নবী (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) মক্কায় শুভাগমন করবে এবং মদীনায় হিজরত করবে এবং তাঁর রাজত্ব সিরিয়ায় হবে। সুতরাং আমীরে

১. শাওয়াহেদুল হক ওয়া ইয়ালিয়াল আসালিব, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।
২. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৪৭৮।

www.dawateislami.net

মুয়াবীয়ার বাদশাহী যদিও রাজত্ব হয়, কিন্তু তা কার! **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরই রাজত্ব।[১]

মুফতী আহমদ ইয়ার খানেঁর বাণীতে আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদা

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সক্ষমতা ও যোগ্যতা বর্ণনা করে বলেন: আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) খুবই বিশ্বস্ত, দানশীল, রাজনীতিবিদ, যোগ্য শাসক, সুদর্শন সাহাবী ছিলেন। তিনি ফারুকী যুগে ও ওসমানী যুগে খুবই সক্ষমতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করেন, তাঁর শাসনামলে খুবই সহজে অর্থ সংগ্রহ হয়ে যেতো, যা মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দেয়া হতো। হযরত ওমর ফারুক ও হযরত ওসমানে গণি (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) তাঁর উপর খুবই খুশি ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) খুবই সতর্ক এবং বিচারকদের প্রতি খুবই কঠোর ছিলেন, সামান্য ভুলের কারণে বিচারকদের অব্যাহতি দিয়ে দিতেন, সামান্য ভুলের জন্য হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর ন্যায় জেনারেলকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) কে বহাল রেখেছেন, যা থেকে বুঝা গেলো যে, তাঁর থেকে এত দীর্ঘ সময় রাজ্য পরিচালনায় কোনরূপ ভুল সংঘটিত হয়নি।[২]

---

১. বাহারে শরীয়ত, ১/২৫৮।
২. আমীরে মুয়াবীয়া, ৪৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

নবম অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধ ও আমরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্যিকারের প্রাণ উৎসর্গকারী ও একনিষ্ঠ আনুগত্যশীল ছিলেন। **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে শুধুমাত্র অগনিত মহত্ব ও মর্যাদা দানে ধন্য করেননি বরং প্রত্যেকের সাথে কল্যাণের ওয়াদাও করেছেন। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ এর বাণীর সারমর্ম হলো: **আল্লাহ পাক** সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: **এক**. ঐ সকল সাহাবী, যাঁরা **মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ**র পথে খরচ ও লড়াই করেছেন। **দুই**. ঐ সকল সাহাবী, যাঁরা **মক্কা বিজয়ের পর (আল্লাহ**র পথে খরচ ও লড়াই করেছেন)। অতঃপর ইরশাদ করে দিলেন: উভয় দলের সাথে **আল্লাহ পাক** কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং পাশাপাশি এটাও ইরশাদ করে দিলেন: **আল্লাহ পাক** তোমাদের কাজ সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত যে, তোমরা কি কি করবে, তবুও **তিনি** তোমাদের সবার সথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। এখানে কুরআনে মজীদ ঐ সকল ধৃষ্ট, বেআদব অপবিত্র লোকদের মুখে পাথর দিয়ে দিয়েছেন, যারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর কর্মের জন্য তাঁদের সম্পর্কে আপত্তি করতে চায়, তাঁদের কর্ম সম্পর্কে বিনাশর্তে **আল্লাহ পাক** জানতেন, তবু তাঁদের সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন, তো এখন যারা আপত্তি করে তারা মূলত **আল্লাহু ওয়াহেদ কাহহারে**র প্রতিই আপত্তি করছে, জান্নাত ও উচ্চ

www.dawateislami.net

মর্যাদা ঐ সকল আপত্তিকারীদের হাতে নয় বরং **আল্লাহ পাকের** হাতেই। আপত্তিকারীরা নিজেদের মাথা খেতে থাকবে এবং **আল্লাহ পাক** যেই কল্যাণের ওয়াদা তাঁদের সাথে করেছেন অবশ্যই তা পূরণ করবেন এবং (সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি) আপত্তিকারীরা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। কুরআন মজীদে রয়েছে:

لَا يَسْتَوِیْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ﴿۱۰﴾ (۱)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐসব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে; তারা মর্যাদায় ঐসব লোক অপেক্ষা বড়, যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে **আল্লাহ** জান্নাতের ওয়াদা করেছেন এবং **আল্লাহ** তোমাদের কৃতকর্মগুলো সম্পর্কে অবহিত আছেন।

এবার যাঁদের জন্য **আল্লাহ পাক** কল্যাণের ওয়াদা করেছেন তাঁদের অবস্থা সম্পর্কেও পবিত্র কুরআন থেকে শ্রবন করুন।:

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰۤىۙ اُولٰٓىِٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ لَا یَسْمَعُوْنَ حَسِیْسَهَا ۚ وَهُمْ فِیْ مَا اشْتَهَتْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় ঐ সব লোক, যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যাণের হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারা সেটার ক্ষীন ধ্বনিও শুনবে না এবং তারা তাদের মন

১. পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১০।

www.dawateislami.net

اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَ تَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓىٕكَةُ ؕ هٰذَا یَوْمُكُمُ الَّذِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ (১)

যেমন চায় তেমন ভোগ বিলাসের মধ্যে সর্বদা থাকবে। তাদেরকে বিষাদে ফেলবে না ঐ সর্বাধিক মহাভীতি এবং ফিরিশতাগণ তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য আসবে, 'এটাই হচ্ছে তোমাদের ঐদিন, যার সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা ছিলো'।

এটাই **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর জন্য কুরআনুল করীমের সাক্ষী। আমীরুল মুমিনীন, মওলাউল মুসলিমিন, আলী মুরতাদা মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہُ الْکَرِیْم প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে বলা হয়েছে: اُولٰٓئِکَ اَعْظَمُ دَرَجَةً তাঁদের মর্যাদা দ্বিতীয় প্রকারের চেয়ে বেশি এবং আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং কল্যাণের ওয়াদা ও এসব সুসংবাদে সবাই অন্তর্ভুক্ত। **ইবনে আসাকির** আমীরুল মুমিনিন, মওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার পর আমার সাহাবীদের থেকে ভুল হবে, যা **আল্লাহ পাক** আমার সাহাবী হওয়ার কারণে ক্ষমা করে দিবেন, অতঃপর তাঁদের পর এমন কিছু লোক আসবে যে, তাদেরকে **আল্লাহ পাক** উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন।(২) এরা হলো ঐ সকল লোক, যারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর ভুলের জন্য সমালোচনা করবে। এ কারণে

১. পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০১-১০৩।
২. মু'জামু আওসাত, মিন ইসমুহু বকর, ২/২৬০, হাদীস ৩২১৯।

www.dawateislami.net

আল্লামা শিহাব উদ্দীন খাফাজী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উদ্ধৃত করেন: وَمَنْ يَّكُنْ يُطْعِنُ فِيْ مُعٰوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِنْ كِلَابِ الْهَاوِيَة অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রতি বিদ্রুপ করবে, সে জাহান্নামের কুকুরগুলোর মধ্যে একটি কুকুর।(১)(২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবাদের মহত্ব ও ঐতিহাসিক বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় শয়তান মনগড়া ও অনির্ভরযোগ্য ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মর্যাদা ও সম্মানহানি করার চেষ্টা করে, অতএব ইমামে আহলে সুন্নাত, আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর প্রদত্ত মাদানী ফুল সমূহ অন্তরের ফুলদানীতে সাজিয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ হবে এবং অন্তরে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মহত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বর্ণনার সারমর্ম হলো: সাহাবাদের মতবিরোধে জীবনি ও ইতিহাসে বিকৃত ঘটনাবলী অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য। বর্তমানকার বদমাযহাব মানসিক রোগী মুনাফিকরা এই ধরনের জীবনি ও ইতিহাস নির্দিধায় বর্ণনার মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীন, উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, সায়্যিদুনা তালহা, সায়্যিদুনা যুবাইর, সায়্যিদুনা মুয়াবীয়া, সায়্যিদুনা আমর বিন আস, সায়্যিদুনা মুগিরা বিন শু'বা رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن তাছাড়া আহলে বাইত ও সাহাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم সম্পর্কে ঘৃন্য আপত্তি

১. নসীমুর রীয়াদ, আল বাবুস সালেস ফি তাযিমি আমরিহি, ৪/৫২৫।
২. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/২৭৯।

www.dawateislami.net

এবং তাঁদের পরস্পরের মাঝে মতবিরোধে এমন অহেতুক ও অগ্রহণযোগ্য ঘটনা যা অধিকাংশ গোড়া থেকেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আর অনেক নিজস্ব গর্হিত ইবারত রাফেজীদের থেকে কেটে নিয়ে আসে এবং সেই ইবারতের মাধ্যমে কুরআনে পাক, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী সমূহ, ইজমায়ে উম্মত এবং জালিলুল কদর আয়িম্মায়ে কিরামের সাথে মোকাবেলা করতে চায়। মুর্খ লোকেরা তাদের কথা শুনে চিন্তায় পড়ে যায় বা প্রতিত্তোর দেয়া চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। তাদের **প্রথম উত্তর** হলো যে, এ ধরণের অযৌক্তিক বর্ণনা কোন নগন্য মুসলমানকেও গুনাহগার বানানোর জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ঐ সকল **আল্লাহ**র প্রিয় বান্দাদের প্রতি এই ধরণের বর্ণনা দ্বারা আপত্তি করা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে যে, **যাঁদের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত প্রশংসা এবং গুণাবলী আল্লাহর কালাম ও রাসূলের বাণী দ্বারা পরিপূর্ণ**। ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম, মুর্শিদুল আনআম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ **ইহ্য়াউল উলুম শরীফে** বলেন: যাচাই বাচাই ব্যতীত কোন মুসলমানকে কোন কবিরা গুনাহের দিকে সম্পর্কিত করা জায়িয নয়, তবে হ্যাঁ, এরূপ বলা জায়িয যে, ইবনে মুলজাম দূর্ভাগা খারেজি আমীরুল মুমিনীন মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہُ الْکَرِیْم কে শহীদ করেছেন। এটা মুতাওয়াতির ভাবে প্রমাণিত।[১]

আল্লাহ না করুন, যদি ঐতিহাসিকগণের এরূপ ঘটনাসমূহ একটুও গ্রহণ করা হয় তবে তো আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان তো অনেক দূর স্বয়ং আম্বিয়া ও মুরসালিন এবং

১. ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, কিতাবু আফাতিল লিসান, আল আফাতুস সামেনাতিল লায়ান, ৩/১৫৪।

www.dawateislami.net

নৈকট্যশীল ফিরিশতাগণ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُه عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن থেকে দূরে সরে যেতে হবে। কেননা এই অনির্ভরযোগ্য নাম সর্বস্ব ঐতিহাসিকরা সম্মানিত আম্বিয়ায়ে কিরাম আদম সফিউল্লাহ্, দাউদ খলিফাতুল্লাহ্, সুলাইমান **নবীউল্লাহ্** এবং ইউসুফ **রাসূলাল্লাহ্** থেকে সায়্যিদুল মুরসালিন **মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত সবার ব্যাপারে তারা এ ধরণের অপবিত্র ও অনর্থক ঘটনা উদ্ধৃত করেছে যে, যদি এর প্রকাশ্য অর্থ মেনে নেয়া হয়, তবে مَعَاذَ الله মূলত ঈমানহারা হয়ে যেতে হবে। এমন ধ্বংসাত্মক বর্ণনাসমূহ বাতিল হওয়া, ইমাম কাযী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর গ্রহণযোগ্য কিতাব **শিফা শরীফ** এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইত্যাদি দ্বারা সুস্পষ্ট। নিশ্চিতভাবে জাতির ইমামগণ ও উম্মতের উপদেশদাতাগণ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, এই অজ্ঞ ও ভ্রষ্ট ঐতিহাসিকের বর্ণনাকৃত জীবনি ও ইতিহাসের এই অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর প্রতি কখনোই কান দিবে না। **শিফা, শরহে শিফা, মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া, শরহে মাওয়াহেব এবং মাদারিজুন নবুয়ত** ইত্যাদিতে ঐক্যমত্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা আমি শুধু **মাদারিজুন নবুয়ত** থেকে উদ্ধৃত করবো, শায়খে মুহাক্কিক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন:

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদা মূলত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সম্মান এবং তাঁদের সাথে উত্তম আচরণের মাঝেই নিহিত। তাঁদের উত্তম প্রশংসা করা উচিত এবং তাঁদের জন্য দোয়া ও মাগফিরাত প্রার্থনা করা উচিৎ, বিশেষ করে যাঁর যাঁর ব্যাপারে **আল্লাহ পাক** প্রশংসা করেছেন যাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই সম্মানের কারণে তাঁরা

www.dawateislami.net

এই বিষয়ের হকদার যে, তাঁদের প্রশংসা করা। ব্যস, যদি এই গালমন্দকারীরা অকাট্য দলীলকে অস্বীকার করে তবে কাফের, অন্যথায় বিদআতী ও ফাসিক। অনুরূপভাবে তাঁদের মাঝে যেই মতবিরোধ বা ঝগড়া কিংবা ঘটনা সংগঠিত হয়েছে, **সেব্যাপারে নিরাবতা অবলম্বন করা জরুরী** এবং ঐসকল বর্ণনা ও ঘটনার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা যায় যা ঐতিহাসিক, মূর্খ বার্ণনাকারী, পথভ্রষ্ট এবং বেদ্বীনরা বর্ণনা করেছে আর বিদআতী লোকের ঐ সকল ত্রুটি বিচ্যুতী দ্বারা যা তারা নিজেরাই আবিস্কার করে তাঁদের দিকে সম্পর্কীত করে দিয়েছে, কেননা তা মিথ্যা বিবৃতী ও অপবাদ। তাঁদের মাঝে যেই লড়াই ও মতবিরোধ বর্ণিত আছে তা উত্তমভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে কারো উপর কোন দোষ বা মন্দের অপবাদ লাগানো যাবে না, বরং তাঁদের ফযীলত, উৎকর্ষতা এবং উন্নত গুণাবলীর আলোচনা করতে হবে, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি তাঁদের ভালবাসা সন্দেহমুক্ত আর এছাড়া অবশিষ্ট বিষয়াদি ধারণামূলক এবং আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার জন্য নির্বাচন করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর ব্যাপারে এটাই আক্বিদা। এ কারণে আক্বায়িদে লিখিত রয়েছে যে, **সাহাবায়ে কিরাম** عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان **এর মধ্যে প্রত্যেকের আলোচনা উত্তমরূপেই করতে হবে** এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর ফযীলত সম্পর্কিত যে আয়াত এবং হাদীস সাধারণ ও বিশেষভাবে বর্ণিত তা এব্যাপারে যথেষ্ট।[১]

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৫৮৬।

www.dawateislami.net

আমীরে মুয়াবীয়ার মর্যাদার ব্যাপারে ভুল ধারণার নিরসন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অভিশপ্ত শয়তান কিছু মানুষের মনে **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের কু-ধারণা ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে থাকে, তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টার সাওয়াব অর্জনের জন্য ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হচ্ছে, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে শুধুই কুমন্ত্রণাই দূর হবে না বরং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রতি ভালবাসাও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

কুমন্ত্রণা: একবার **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে ডাকলেন এবং তিনি আসলেন না, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বদদোয়া করেন।

উত্তর: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কুমন্ত্রণাকে নিজের অন্তরে স্থান দিবেন না, একটু ভাবুন! **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের কোন একনিষ্ঠ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বদদোয়া করতে পারে? আর যিনি অহী লিখকও ছিলেন, যাঁর বোন মুমিনদের মা, যাঁর নাম নিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত থাকার দোয়া করেছেন। **আমাদের প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চরিত্র মোবারকের শান তো এটাই যে, **তিনি** পাথর নিক্ষেপ কারীদেরকেও দোয়া দ্বারা ধন্য করেছেন, তবে এটা কিভাবে হতে

www.dawateislami.net

পারে যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** সাহাবীকে বদদোয়া করবেন। এ কুমন্ত্রণার কারণ হলো সঠিক ঘটনা সম্পর্কে না জানা, তাই প্রথমে হাদীস শরীফ অবলোকন করুন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: যাও, মুয়াবীয়াকে ডেকে আনো, আমি ফিরে আসলাম এবং আরয করলাম: **হুযুর** তিনি খাবার খাচ্ছেন। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ পাক** তাঁর পেট যেনো ভর্তি না করে।"(১)

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় ঈমান সতেজকারী কতিপয় অভিমত অবলোকন করুন:

(১) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর বিন ফারিস رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ হযরত ইউনুস বিন হাবীব رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ থেকে বর্ণনা করে বলেন: এর অর্থ **আল্লাহ পাকই** ভাল জানেন। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো: **আল্লাহ পাক** দুনিয়ায় তাঁর পেট ভর্তি না করুক, যাতে যে লোক কিয়ামতের দিন ক্ষুধার্ত থাকবে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না করেন, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়ায় যে যত বেশি পেট পূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন সে ততবেশি ক্ষুধার্ত হবে।"(২)

(২) হযরত ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এক হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: আরববাসীদের অভ্যাস হচ্ছে তারা বাক্য মিলানোর জন্য বিনা নিয়্যতে এভাবে বাক্য

১. মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মান লায়ানাহুন নবী, ১৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৬০৪।
২. মুসনাদুত তায়ালিসি, ওয়মা আসনাদু আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, ৪/৪৬৫, হাদীস ২৮৬৯।

www.dawateislami.net

ব্যবহার করে থাকে। যেমন; 'تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ', 'عَقْرِىْ حَلْقِىْ' এগুলো দ্বারা দোয়া বা বদদোয়া উদ্দেশ্য নয়। আর "لَا اَشْبَعَ اللّٰهُ بَطْنَهٗ বলাও ঐ পর্যায়ের।"(১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেলো, উল্লেখিত হাদীসে পাকে 'لَا اَشْبَعَ اللّٰهُ بَطْنَهٗ' এ বাক্য হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে বদদোয়া নয় বরং তা রহমতের দোয়া। তাছাড়া বেশিক্ষণ খাবার খাওয়া না শরয়ীভাবে অপরাধ না আইনগত। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে এটাও বলেননি যে, আপনাকে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ডাকছেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা হযরত মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট এই বিষয়টি পৌঁছেইনি তবে এতে তাঁর কি দোষ! এখন এমতাবস্থায় একজন র্নিদোষ ব্যক্তিকে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বদদোয়া দিবেন এটা অসম্ভব।

কুমন্ত্রণাঃ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বিদ্রোহী, কেননা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে যুদ্ধ করে বিদ্রোহ করেছেন।

উত্তরঃ কোন সাহাবীকে বিদ্রোহী বলা বা এই ধরণের বাতিল আকিদা পোষণ করা অনেক বড় ভ্রষ্টতা এবং অন্যায়ের কাজ। ওলামায়ে কিরামগণ এই ধরণের আকিদা পোষণ করাতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কিছু কিতাবে যে তাঁর জন্য বিদ্রোহ

১. শরহে মুসলিম লিন নববী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ্, ১৬তম অংশ ১৬, ৮/১৫২।

www.dawateislami.net

শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তা শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত, পারিভাষিক অর্থে নয়! আর শাব্দিক অর্থে বিদ্রোহ শব্দটি গুনাহ ও পাপকে আবশ্যক করে না, যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরত তরীকা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দলকে শরীয়া শব্দমতে বিদ্রোহী দল বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে বিদ্রোহী অর্থ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও শত্রু, অবাধ্য হয়ে গেছে এবং গালি মনে করা হয়, এবার কোন সাহাবীর উপর এ ধরণের মন্তব্য করা (অর্থাৎ তাঁদের বিদ্রোহী বলা) জায়িয নেই।[১] অনুরূপভাবে **তাজুল ফুহুল** হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের বাদায়ুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সম্মান ও মর্যাদা সাহাবী হওয়ার কারণে জরুরী ও আবশ্যক, **এ কারণে শরয়ীভাবে ঐ বিদ্রোহ ও ভুল যা ইচ্ছাকৃত হয়নি, তা ফিসক ও গুনাহ বলা যাবে না, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই বাণী رُفِعَ عَنْ اُمَّتِی الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ (অর্থাৎ আমার উম্মত থেকে ত্রুটি ও ভুলে যাওয়া তুলে নেয়া হয়েছে) এর পক্ষে স্বাক্ষ্য এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ভুল ক্ষমাকৃত, কেননা তাঁরা নিষ্পাপও নয় আর অক্ষমও নয় বরং **আল্লাহ**র দয়ায় সাওয়াব দেয়া হয়েছে, এ ভুলের কারণে তাঁদের শানে বেয়াদবী করা এবং তাঁদের আদব ও সম্মান করার প্রতি বাঁধা দেয়া আহলে সুন্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং আহলে সুন্নাতের মাযহাব (মত) হলো, হযরত আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) বলেন: اِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا (অর্থাৎ আমার ভাইয়েরা আমার প্রতি বিদ্রোহ করেছে) এর চেয়ে

১. বাহারে শরীয়ত, ১/২৬০।

www.dawateislami.net

বেশি সমালোচনা করা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রতি অভিশাপ ও নিন্দা করাই।[১]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কুমন্ত্রণা: এই বিষয়টি তো বুঝে এসে গেলো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বিদ্রোহী বলা জায়িয নয়, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মাঝে হওয়া যুদ্ধের ব্যাপারে কিরূপ আকিদা রাখা উচিৎ?

উত্তর: সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর মাঝে যে যুদ্ধ হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে চুপ থাকাতেই নিরাপত্তা, যদি সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর ব্যাপারে কু-ধারনা সৃষ্টি হয় তবে এরও হিসাব নেয়া হবে। তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আমীরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে যে যুদ্ধ করেছেন, তা আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর কিসসাসের (হত্যার বদলা) দাবীতে ছিলো, খেলাফত লাভের জন্য নয় আর না হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজেকে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর চেয়ে উত্তম মনে করতেন, যেমনটি তাজুল ফুহুল আল্লামা আব্দুল কাদের বাদায়ুনী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: এই বিষয়ে বিশ্বাস রাখাও ওয়াজিব যে, তাঁদেরকে **আল্লাহ**র দরবার থেকে প্রতিদান দেয়া হবে এবং আহলে সুন্নাত এই বিষয়ে একমত যে,

১. দাফায়ি সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া, ২৮ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

সকল সাহাবা ন্যায়পরায়ণ, যাঁরা এই ফিতনায় অংশীদার হয়েছেন বা কোন পক্ষই অবলম্বন করেননি এবং তাঁদের সকল ঝগড়া ইজতিহাদ হিসাবে গন্য করা হবে, **অন্যথায় তাঁদের ব্যাপারে কু-ধারণার হিসাব নেয়া হবে**, এই কারণে যে, এই কাজের উদ্দেশ্য হলো যে, ঐ মনিষীদের দোষ অন্বেষন করা এবং এই বিষয়ও যে, মুজতাহিদে মুসীব (সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী) দু'টি প্রতিদান পাবে আর মুখতী (ভুলকারী) মা'যুর ও মাজুর (সাওয়াবপ্রাপ্ত) হবে।

যদি এমন কোন বিষয় আমাদের জ্ঞানে আসে, যার ফলে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর ন্যায় পরায়ণ হওয়ার উপর দোষ আসে তখন আমাদের উচিত যে, আমরা তাঁদের **রাসূলে**র সহচর্যকে স্মরন করবো এবং কিছু জীবনিকার যা লিখেছে, তা মনোযোগ দেয়ার মতো নয়, একারণেই যে, ঐ বর্ণনাগুলো বিশুদ্ধ নয় এবং যদি বিশুদ্ধও হয় তবে এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও হতে পারে। **ভাবার বিষয়**! এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমরা আমাদের দ্বীন বহনকারীদের (অর্থাৎ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে দ্বীন নিয়ে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছানো মনিষীরা) সমালোচনা করবো, আমরা **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে যা কিছুই পেয়েছি, তাঁদের কারণেই পেয়েছি, তাঁদের মাধ্যমেই পেয়েছি, তো যারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি বিদ্রুপ ও মন্দকথা বললো যেনো সে নিজেই নিজের দ্বীনের প্রতি বিদ্রুপ ও মন্দকথা বললো, শুধু হযরত মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং হযরত আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে নয় এবং সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর ব্যাপারেও বিদ্রুপ ও মন্দকথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা কামাল বিন আবি শরীফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং হযরত মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মধ্যকার মতবিরোধের উদ্দেশ্য খেলাফত বা রাজত্ব লাভে জন্য ছিলো না, বরং মতবিরোধের কারণ হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর কিসাসের (হত্যার প্রতিশোধের) ব্যাপারে ছিলো।

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কিসাসসের (বদলা নেয়া) ক্ষেত্রে দেরি করাকে উপযুক্ত মনে করেছিলেন আর তাঁর ধারণা ছিলো তাড়াহুড়ো করলে প্রশাসনে বিশৃংখলা ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে এবং হযরত মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কিসাসের (বদলা নেয়া) ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করাকে উপযুক্ত মনে করেছিলেন, উভয়ই হলেন মুজতাহিদ, আপন আপন ইজতাহিদের জন্য উভয়কে সাওয়াব দেয়া হবে, এই দুইজন বুযুর্গের মতবিরোধের কারণ এটাই ছিলো।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রকাশ হয়ে গেলো, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ঝগড়ার বিষয়ে চুপ থাকা উত্তম এবং সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ক্ষমাপ্রাপ্ত ও সাওয়াব প্রাপ্ত আর ঝগড়ার কারণে তাঁদের ফযীলত ও মর্যাদায় কোন ধরণের পার্থক্য আসবে না। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ব্যাপারে আমাদের আকিদা একেবারে পরিস্কার এবং সকল প্রকার কু-ধারনা থেকে পবিত্র হওয়া উচিৎ। আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ও উপদেশ দিতে

১. দাফায়ে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া, ৩১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

গিয়ে বলেন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর ব্যাপারে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ঐ মনিষীরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم আম্বিয়া ছিলেন না, ফিরিশতাও ছিলেন না যে, নিস্পাপ হবে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মনিষীর দ্বারা ভুল সংঘটিত হয়েছে কিন্তু তাঁদের কোন ব্যাপারে সমালোচনা করা **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিধান পরিপন্থি। **আল্লাহ পাক** সুরা হাদীদে **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবাদের দু'টি প্রকার ইরশাদ করেছেন: (১) مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ (২) الَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ [১]

অর্থাৎ একদল যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান আনয়ন করে **আল্লাহ**র পথে সম্পদ ব্যয় করেছেন এবং জিহাদ করেছেন আর তাঁদের সংখ্যাও খুবই অল্প ছিলো এবং তাঁরা খুবই দূর্বল ও অসহায় ছিলেন, তাঁরা নিজেদের উপর তীব্র সংগ্রাম করে এবং নিজেকে বিপদের সম্মুক্ষীণ করে, নির্দিধায় নিজের সহায় সম্পদ ইসলামের খেদমতে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এই মনিষীগণ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অগ্রগামী ও প্রধান্য লাভকারী, তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে কিইবা জিজ্ঞাসা করার আছে।

দ্বিতীয়দল যাঁরা মক্কা বিজয়ের পর ঈমান আনয়ন করেছে, **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করেছে এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। এই ঈমানদারগণ এই একনিষ্টতার প্রমাণ জিহাদ, সম্পদ এবং লড়াইয়ের মাধ্যমে দিয়েছেন, যখন ইসলামী সম্রাজ্যের গোড়া শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিলো, মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য এবং সম্মান ও সম্পদ

১. পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১০।

www.dawateislami.net

চারিদিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিলো, তাঁদের প্রতিদানও মহান, কিন্তু প্রকাশ্য যে, ঐসকল প্রথম স্তরের মর্যাদাবানদের সমান নয়। তাই কুরআনে মজীদে এই প্রথম স্তরের সাহাবীদেরকে দ্বিতীয় স্তরের সাহাবীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।

অতঃপর ইরশাদ করেন: وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ[১] তাঁদের সবার সাথে **আল্লাহ পাক** কল্যাণের ওয়াদা করেছেন যে, নিজ নিজ মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিদান পাবে, সবাই পাবে, কেউ বঞ্চিত থাকবে না এবং যাঁদের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন, তাঁদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন: "اُولٰٓىِٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿۱۰۱﴾"[২] তাঁদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে। "وَهُمْ فِیْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۲﴾"[৩] তাঁরা তাঁদের মন যেমন চায় তেমন ভোগ বিলাসের মধ্যে সর্বদা থাকবে। "لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ" কিয়ামতের ঐ সকল মহাভীতি তাঁদেরকে চিন্তিত করবে না। "تَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ" ফিরিশতা তাঁদেরকে অভ্যার্থনা করবে। "هٰذَا یَوْمُكُمُ الَّذِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾"[৪] এটাই হলো তোমদের ঐদিন, যার সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা ছিলো।

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রত্যেক সাহাবীর এ মর্যাদা **আল্লাহ পাক** বর্ণনা করছেন, তো যে ব্যক্তি কোন সাহাবীর প্রতি বিদ্রুপ করবে, মূলত **আল্লাহ পাক**কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। আর তাঁদের কিছু কিছু ব্যাপারে যার মধ্যে অধিকাংশ মিথ্যা ঘটনাবলী

১. পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১০।
২. পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০১।
৩. পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০২।
৪. পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৩।

www.dawateislami.net

রয়েছে, যা **আল্লাহ**র বাণীর বিপরীত উপস্থাপন করা মুসলমানদের কাজ নয়। **আল্লাহ পাক** সূরা হাদীদে এই আয়াতে তাদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছে যে, উভয় দলের সাহাবীদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেই ইরশাদ করে দেন। "وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ﴿۱۰﴾"[১] আর তোমরা যা কিছুই করো তা সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** ভালভাবেই অবগত।

এতদসত্ত্বেও **তিনি** তোমাদের আমল সম্পর্কে জেনে নির্দেশ দিয়েছে যে, **তিনি** তোমাদের সাথে জান্নাত, বিনা আযাব, কারামত ও বিনা হিসাবে সাওয়াবের ওয়াদা করেছেন। এবার অন্যের কি অধিকার রয়েছে যে, তাঁদের কোন বিষয়ে বিদ্রুপ করবে, বিদ্রুপকারী, **আল্লাহ পাকে**র বিরোধী হয়ে নিজের স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এরপর যে কেউ কিছু বলবে, সে নিজের মাথা খাবে এবং নিজে জাহান্নামে যাবে।[২]

কুমন্ত্রণা: এক বর্ণনায় এমনও রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেনো مَعَاذَ اللّٰہ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে গালি দেয়?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে খুবই ভালবাসতেন, এজন্য প্রায় তিনি তাঁর দরবারে হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মর্যাদা শুনানোর

১. পারা ২৭, সূরা হাদীদ, আয়াত ১০।
২. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৩৬১।

www.dawateislami.net

আবেদন করেছেন, অনেক সময় এই ফযীলত নিজেও শুনতেন এবং মানুষদেরকেও শুনাতেন, যাতে মানুষের অন্তরে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পায়।

একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ, হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে বললেন: আবু তুরাবকে (হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) মন্দ বলতে তোমাকে কোন বিষয়টি বাধা দিয়েছে? তিনি আরয করলেন: তা হলো তিনটি বিষয় যা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ব্যাপারে ইরশাদ করেছিলেন, যতক্ষণ আমার তা মনে থাকবে, আমি কখনোই তাকে মন্দ বলবোনা, কেননা এর মধ্যে প্রত্যেকটি আমার নিকট লাল উটের চেয়েও বেশি পছন্দনীয়। (১) একটি যুদ্ধে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে রেখে আসলেন (অর্থাৎ যুদ্ধে অংশীদার করলেন না) তখন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ**! আপনি আমাকে মহিলা ও বাচ্চাদের নিকট ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নও যে, যেই মর্যাদা হযরত মুসা عَلَیْہِ السَّلَام এর নিকট হযরত হারুন عَلَیْہِ السَّلَام এর ছিলো, তোমার আমার মাঝেও সেই মর্যাদা হোক? কিন্তু পার্থক্য হলো যে, আমার পর আর কোন নতুন নবী আসবে না। (২) আমি খাইবার যুদ্ধের দিন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: আমি এ পতাকা ঐ ব্যক্তিকে দিবো, যে **আল্লাহ পাক**

www.dawateislami.net

ও **তাঁর রাসূলকে** ভালবাসে আর **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূলও** তাকে ভালবাসে। তিনি বলেন: আমার অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে গেলো, তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আলীকে আমার কাছে ডেকে আনো। তাঁকে ডাকা হলো, অথচ তাঁর চোখে ব্যথা ছিলো। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর চোখে থুথু মোবারক লাগিয়ে দিলেন এবং পতাকা তাঁর হাতে প্রদান করলেন, ব্যস **আল্লাহ পাক** তাঁর হাতেই বিজয় দান করলেন। (৩) যখন এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ হলো: فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ [১] তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُم কে ডাকলেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে **আল্লাহ পাক**! এরাই আমার পরিবার।[২]

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এই হাদীসের কারণ বর্ণনা করে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা সাআদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে গালি দেয়ার আদশ দেননি। বরং কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তুমি আলীউল মুরতাদা এর কোন ভুল কেন বর্ণনা করো না? আর উদ্দেশ্য এটা ছিলো, হযরত সা'আদ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) হযরত আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর ফযীলত বর্ণনা করবে এবং হযরত আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) কে মন্দ বলা লোকেরা তা শুনবে আর ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকবে, তাই হযরত সা'আদ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) যখন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ফযীলত

১. পারা ৩, আলে ইমরান, আয়াত, ৬১।
২. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবি আলী বিন আবি তালিব, ৫/৪০, হাদীস ৩৭৪৫।

www.dawateislami.net

বর্ণনা করুন তখন তিনি চুপ হয়ে যান। যদি মন্দ বলানো উদ্দেশ্যই থাকতো তবে কিছু সত্যমিথ্যা দোষত্রুটি বানিয়ে নিজেই বলে দিতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।[১]

উল্লেখিত ব্যাখ্যা থেকে জানা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অন্তরে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ ও ক্ষোভ ছিলো না, অন্যথায় তিনি হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ফযীলত শুনা পছন্দ করতেন।[২] তবে যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে কোন কু-ধারনা করতেন না তখন আমাদের কি সাহস যে, আমরা কোন সাহাবীর ব্যাপারে কু-ধারনা করবো, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সকল প্রকার ভ্রষ্টতা ও শয়তানে কুমন্ত্রণা ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করো। اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কুমন্ত্রণাঃ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাঁর সন্তান এজিদকে উত্তরাধিকারী করেছেন এবং নিজে ছেলেকে খলিফা নিযুক্ত করা সঠিক হয়নি।

উত্তরঃ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এধরণের আপত্তি ও শয়তানী কুমন্ত্রণা মাকড়সার জাল থেকেও অনেক বেশি দূর্বল, কেননা প্রথম

১. আমীরে মুয়াবীয়া, ৮২ পৃষ্ঠা।

২. সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর প্রতি কিরূপ ভালবাসা পোষণ করতেন এবং তাঁর ফযিলত শুনে উপহার দ্বারাও ধন্য করতেন। বিস্তারিত জানার জন্য ৮০-৯৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

www.dawateislami.net

খলিফা নিজের জীবদ্দশায় অপরকে নিজের খলিফা করা জায়িয। যেমনটি মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এই কুমন্ত্রণাকে বয়কট করে বলেন: খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণের কিছু পদ্ধতি রয়েছে: (১) সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা হওয়া, যেমন; আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফত। (২) প্রথম খলিফার নির্বাচনে খেলাফত, যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফত। (৩) বিশেষকরে বিচার বুদ্ধির নির্বাচনে খেলাফত, যেমন; হযরত ওসমান ও আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর খেলাফত। যদি উল্লেখিত আপত্তির কারণে (হযরত) আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) দোষী হয়, তবে এই আপত্তিই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর উপরও আসবে।

নিজ সন্তানকে উত্তরাধিকার বানানো কোন আয়াত বা হাদীসের আলোকে নিষেধ নয়, যদি নিষেধ হয় তবে সেই আয়াত বা হাদীস উপস্থাপন করো। বর্তমানে সাধারণত সূফী মাশায়েখগণ নিজের সন্তানকে গদীনশীন বানান, তবে কি ঐ সূফী মাশায়েখগণকে ফাসিক বলবেন? মোটকথা নিজের সন্তানকে উত্তরধিকারী বানানো কোন আয়াত বা হাদীসের আলোকে অপরাধ নয়। এর পূর্বে ইমাম হাসান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) হযরত আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন, সন্তানের খলিফা হওয়া হযরত হাসান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) থেকেই শুরু হয়েছে।

হযরত মুসা (عَلَیْہِ السَّلَام) দোয়া করেছেন যে, **মাওলা,** আমার ভাই হারুন (عَلَیْہِ السَّلَام) কে আমার উজির বানিয়ে দাও,

www.dawateislami.net

وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ
اَهْلِیْ ﴿۲۹﴾ هٰرُوْنَ اَخِی ﴿۳۰﴾
اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِیْ ﴿۳۱﴾
وَ اَشْرِكْهُ فِیْۤ اَمْرِیْ ﴿۳۲﴾ (১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আমার জন্য আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে একজন উজির করে দাও! সে কে? আমার ভাই হারূন; তার দ্বারা আমার কোমর শক্ত করো! আর তাকে আমার কর্মে অংশীদার করো।

তাঁর এই দোয়া কবুল করে নেয়া হয়েছে, **আল্লাহ পাক** তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হননি যে, তুমি নিজের লোকের জন্য চেষ্টা কেন করছো। হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلَیْہِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে ছেলে প্রার্থনা করলেন ও দোয়া করলেন: সে আমার ছেলে, আমার উত্তরাধিকারী হবে, এই দোয়াও কবুল হলো, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ
وَلِیًّا ﴿۵﴾ یَّرِثُنِیْ وَیَرِثُ
مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۫ (২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুতরাং আমাকে তোমার কাছ থেকে এমন কাউকে দান করো যে আমার কাজ সম্পাদন করবে। সে আমার উত্তরাধিকারী হবে।

মোটকথা নিজের সন্তান, নিজের ভাই, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে নিজের প্রতিনিধি বানানো হারামও নয় মাকরূহ্ও নয় বরং এর চেষ্টা করা, এর জন্য দোয়া করা আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত।(৩)

কুমন্ত্রণাঃ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এজিদকে ফাসিক ও লম্পট হওয়া সত্ত্বেও খলিফা মনোনীত করে দিয়েছেন।

১. পারা ১৬, সূরা ত'হা, আয়াত ২৯-৩২।
২. পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫-৬।
৩. আমীরে মুয়াবীয়া, ৭৬ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

উত্তর: হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এটা কোথাও প্রমাণিত নেই যে, হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর জীবদ্দাশায় এজিদ ফাসিক ও লম্পট ছিলো এবং আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) তাকে ফাসিক ও লম্পট জানা সত্ত্বেও নিজের উত্তরাধিকারী করেছেন, এজিদের কপটতা ও লাম্পট্য আমীরে মুয়াবীয়ার পরই প্রকাশ পেয়েছে, ভবিষ্যতের কপটতা বর্তমানে ফাসিক বানায় না। **আল্লাহ পাক** শয়তানকে তার কুফুরী প্রকাশ হওয়ার পর জান্নাত ও ফিরিশতার দল থেকে বের করেছেন, এর পূর্বে তাকে সব জায়গায় থাকার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিলো, তাকে মহত্ব ও সম্মানিতকরা হয়েছিলো, যখন শয়তানের কুফুরী ও অবাধ্যতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কাফের ঘোষণা করা হয়নি, তো এজিদের কপটতা ও লাম্পট্যের পূর্বে কিভাবে ফাসিক ও লম্পটের আবর্তে আসবে? আর আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কিভাবে অভিযুক্ত হতে পারে আর যদি এরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায়, যাদ্বারা জানা যায়, আমীরে মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এজিদের কপটতা ও লাম্পট্য সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও থাকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন, তবে সেই বর্ণনা মিথ্যা। তিনি আরো বলেন: যে বর্ণনা আমীরে মুয়াবীয়া অথবা কোন সাহাবীকে ফাসিক সাব্যস্ত করে তা বাতিল, কেননা তা কুরআনের পরিপন্থি, কুরআনের হুকুম মতে সকল সাহাবী মুত্তাকী।[১]

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর এজিদের কপটতা ও পাপাচার এবং অশ্লিল কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতেন না,

১. আমীরে মুয়াবীয়া, ৭৭ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

তাছাড়া এজিদের পাপাচার ও কপটতা তার খলিফা হওয়ার পর প্রসিদ্ধি লাভ করে, এই বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য দলীল লক্ষ্য করুন:

যখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এজিদের বাইয়াতের ব্যাপারে যিয়াদের মতামত চাইলেন তখন যিয়াদ নিজের সাথী ওবাইদ বিন কাআব থেকে এজিদের ব্যাপারে পরামর্শ করলে সে যিয়াদকে বললো: "এজিদের কর্মকান্ড সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে অবহিত করে দাও।" কিন্তু পরবর্তীতে এটা সিদ্ধান্ত হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে এজিদের ব্যাপারে বলার পরিবর্তে সরাসরি এজিদকে বুঝানো হবে।[১] এ থেকে বুঝা গেলো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এজিদের মন্দ কাজের ব্যাপারে একেবারেই অবহিত ছিলেন না আর না কারো সাহস ছিলো যে, তাঁকে এব্যাপারে অবহিত করবে, এ কারণেই যে, এই সিদ্ধান্তের পর তিনি **আল্লাহ পাকে**র দরবারে এভাবে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ পাক**! আমি এজিদকে যোগ্য মনে করে এ দায়িত্ব অর্পন করেছি, অতএব তুমি আমার আশা পূরণ করো এবং তাকে সাহায্য করো।[২] এটাও মনে গেঁথে রাখুন যে, এ দায়িত্ব অর্জনের পূর্বে এজিদের কপটতা ও অশ্লিল কর্মকান্ড প্রসিদ্ধ ছিলো না, এ কারণে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মত বিশিষ্ট সাহাবী বর্ণনা করেন: যদি এজিদ ভাল হিসাবে প্রমাণিত হয়, তবে আমরা সন্তুষ্ট থাকবো আর যদি বিপদ হয় তবে ধৈর্য ধারণ

১. তারিখে ইবনে আসাকির, উবাইদ বিন কাআব, ৩৮/২১২।
২. তারিখুল খোলাফা, ইয়াজিদ বিন মুয়াবীয়া, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

করবো।[১] এ জন্য হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এজিদকে ওফাতের সময় এই অসিয়ত করেছিলেন: "হে এজিদ! **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো, আমি তোমাকে খেলাফতের দায়িত্ব সমর্পণ করে দিয়েছি, যদি এই সিদ্ধান্ত উত্তম হয় তবে আমার জন্য কল্যাণকর ও সৌভাগ্য আর যদি এটা সঠিক পদক্ষেপ না হয়, তবে এ পদের কারণে তোমার অমঙ্গল হবে, তুমি মানুষের সাথে নম্র ও ভালবাসার সহিত আচরন করবে, যদি তোমার নিকট একন কথা পৌঁছায়, যা তোমার জন্য কষ্টকর এবং অসম্মানের কারণ হয়, তাকে ক্ষমা করে দিও।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত দলীল সমূহ থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেলো, এজিদের খেলাফতের কারণে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর উপর কোন আপত্তি করা যাবে না এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমানই এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারে যে, যদি পিতা নেককার হয় এবং সন্তান বদকার, তবে সেই সন্তানের কারণে পিতাকে মন্দ বলা যাবে না। এ ধরণের শয়তানি কুমন্ত্রণা নিজের মন ও মননে আসতে দিবেন না এবং সর্বদা সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর ভক্তি ও ভালবাসার প্রেরণায় সমৃদ্ধ থেকে ঐ সকল সম্মানিত মনিষীদের দয়াময় আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ الله **আল্লাহ পাকে**র এই সকল প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দাদের ভালবাসার সদকায় আমাদেরকে উভয় জগতের কল্যাণ এবং সৌভাগ্য দান করবেন। অন্যথায় উভয় জগতের বিফলতা ও

১. তারিখুল খোলাফা, মুয়াবিয় বিন আবি সুফিয়ান, ১৫৭ পৃষ্ঠা।
২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন, তরজুমাতে এজিদ বিন মুয়াবীয়া, ৫/৭৪২।

www.dawateislami.net

ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সকল বাতিল আকিদা ও শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করো।

آمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তাওবা নসীব হয়ে গেলো

মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফ থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সম্পর্কে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হলো। এই প্রতিবেদনটি যখন হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আবু দাউদ মুহাম্মদ সাদেক (رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ) পড়লেন তখন পুস্তিকা নিয়ে হযরত মুহাদ্দিস আযম পাকিস্তান মাওলানা সরদার আহমদ কাদেরী চিশতি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ প্রতিবেদনটি দেখে খুবই দুঃখিত হলেন এবং হযরত মুফতী আবু সাঈদ মুহাম্মদ আমিন নকশবন্দি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এবং হযরত মুফতী আবু দাউদ মুহাম্মদ সাদিক رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ কে নির্দেশ দিলেন যে, এ সম্পর্কে কিছু লিখুন, তাছাড়া অনেক কিতাবের নাম নিলেন ও বললেন: আমার কিতাবখানা থেকে অমুক অমুক কিতাব বের করে টেবিলের উপর রেখে যাও। কিতাব বের করে দেয়া হলো। সকালে যখন তাঁরা উভয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বললেন: আমার কিতাবে চিহ্ন লাগানো আছে, এই উদ্ধৃতিগুলো একত্রিত করো। হযরত মুফতী আমিন নকশবন্দি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ লিখেন: আমরা যখন কিতাব দেখি, তখন দেখলাম জায়গায় জায়গায় অসংখ্য চিহ্ন লাগানো ছিলো, আমি আরয করলাম: হুযুর! এ চিহ্ন কখন লাগিয়েছেন? বললেন: এগুলো আমি আজ রাতে অধ্যয়ন করে লাগিয়েছি। একথা শুনে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, এক রাতে এত অধ্যয়ন তার উপর আবার হাদীসের কিতাবও অধ্যয়ন করেছেন। অতঃপর তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ প্রতিবেদন লিখা শুরু করলেন, তখন দশটি পরিচ্ছেদ সম্পাদিত হলো। এর মধ্যে প্রথম পর্ব প্রতিবেদন লেখকের নিকট পঠিয়ে দেয়া হলো যে, হয়তো এর উত্তর দিন অন্যথায় তাওবা করুন। এই প্রতিবেদনটি যখন অভিযোগকারী পাঠ করলো তখন পরবর্তি সংখ্যায় তাওবানামা লিখে প্রকাশ করে দিলো। **(হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম, ১৩৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

দশম অধ্যায়

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার বর্ণনাসমূহ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সহচর্যে অবস্থান করে যাহির ও বাতিনকে ইলম ও হিকমতের নূর দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন এবং হাদীসে করীমার অমূল্য ভান্ডার নিজের হিফযে সংরক্ষন করেছেন। হযরত ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে ১৬৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১] বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন, যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ৮টি, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুসলিম رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ৯টি, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ১১০টি, হযরত সায়্যিদুনা নাবক্বী বিন মুখলিদ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ ১৬৩টি, জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনানে ১৯৪টি এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবরানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ মু'জামু কবীরে ১৬টি সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আর ১০০ এরও অধিক তাবেঈনে এজামের প্রায় ২৪০টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনে এজাম উভয় স্তর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনাকারী কিছু সাহাবায়ে কিরামের নাম: (১) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, (২) হযরত সায়্যিদুনা আবু দরদা, (৩) হযরত

১. তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ২/৪০৬। তারিখু খোলাফা, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ্, (৪) হযরত সায়্যিদুনা নুমান বিন বশীর, (৫) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর বিন আস, (৬) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর, (৭) হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী, (৮) হযরত সায়্যিদুনা সায়েব বিন ইয়াজিদ, (৯) হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা বিন সাহল, (১০) হযরত সায়্যিদুনা ওয়ায়েল বিন হাজর, (১১) হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবীয়া বিন খাদিজ رِضْوَانُ اللّٰہِ عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن।

তাবেয়ীনে এজামের নাম

(১) হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়াব, (২) হযরত সায়্যিদুনা হামীদ বিন আব্দুর রহমান,[১] (৩) হযরত সায়্যিদুনা উরওয়া বিন যুবাইর, (৪) হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হানিফা, (৫) হযরত সায়্যিদুনা এবাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, (৬) হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সীরিন, (৭) হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন আবু রেবাহ, (৮) হযরত সায়্যিদুনা মাহকোল, (৯) হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ, (১০) হযরত সায়্যিদুনা সালিম বিন আব্দুল্লাহ, (১১) হযরত সায়্যিদুনা হামাম বিন মুনাব্বাহ[২] رَحِمَهُمُ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত ১৫টি হাদীসে মোবারকা অবলোকন করুন:

১. তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ২/৪০৬।
২. মু'জামু কবীর. মা আসনাদু মুয়াবীয়া, ১৯/৩৯৩-৩০৮ ।

www.dawateislami.net

আশুরার দিনের রোযা

হযরত সায়্যিদুনা হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: যে বছর হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হজ্ব করেন সেই বছর মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলেন, তখন আশুরার দিনে খুতবার মাঝে বললেন: হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এই দিন সম্পর্কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "এটা আশুরার দিন, **আল্লাহ পাক** এই দিনের রোযা ফরয করেননি, আমি রোযা রেখেছি, তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা রোযা রাখো আর যার ইচ্ছা ছেড়ে দাও।"[১]

উঁচু ঘাড় বিশিষ্ট

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন ইয়াহইয়া رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এটা ইরশাদ করতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনরা উঁচু ঘাড় বিশিষ্ট হবে।[২]

এটা তো কাউকে জবাই করার ন্যায়!

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন, নিশ্চয় দুনিয়ার এই সম্পদ মজাদার ও সতেজ, অতএব যে একে হালাল

১. বুখারী, কিতাবুস সওম, বাবু সিয়ামে ইয়াওমে আশুরা, ১/৬৫৬, হাদীস ২০০৩। মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সাওমে ইয়াওমে আশুরা, ৫৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬২।
২. মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাবু ফদলিল আযান ওয়া হারবুস শয়তান, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪।

www.dawateislami.net

পন্থায় অর্জন করবে, **আল্লাহ পাক** তার এই সম্পদে বরকত দান করবেন এবং কারো সামনে তার প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকো, কেননা তা জবাই করার ন্যায়।[১]

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: প্রশংসাকারী ও প্রশংসিত ব্যক্তির দ্বীনের ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষা রয়েছে। এই প্রশংসাকে জবাইয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কেননা এই প্রশংসা অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয় আর ঐ ব্যক্তি, যার প্রশংসা করা হয়, দ্বীন থেকে দূর হয়ে যায়। তাছাড়া এই প্রশংসায় প্রশংসিত ব্যক্তির জন্য কঠোর পরীক্ষা রয়েছে, কেননা এই প্রশংসা তাকে তার অবস্থার প্রতি অবহেলা করে অহংকারে লিপ্ত করে দিবে আর এই প্রশংসিত ব্যক্তি নিজেকে এই প্রশংসার যোগ্য মনে করতে থাকে, বিশেষকরে যখন এই প্রশংসিত ব্যক্তি দুনিয়াদার ও নফসের অনুসারী বক্তি হয়।

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, "প্রশংসা জবাই করার মতো আমল" কেননা যাকে জবাই করা হয় তার আমলে অলসতা সৃষ্টি হয়ে যায় আর প্রশংসাও অলসতাকে আবশ্যক করে দেয় অথবা প্রশংসা অহংকার সৃষ্টি করে এবং এই জবাই, খুবই বিপদজনক আমল। তাই প্রশংসাকে জবাই করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে তোমাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, যদি সে এমন ব্যক্তি হয়, যে নিজের কৃতজ্ঞতা আদায় করা ও নিজের প্রশংসা শুনাকে পছন্দ করে, তবে

১. মুসনাদে আহমদ, হাদীসে মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/১৫, হাদীস ১৬৮৩৭।

www.dawateislami.net

তুমি তার প্রশংসা করো না, কেননা তার হকের চাহিদা হলো যে, তুমি তাকে অত্যাচারের স্থানে পৌঁছাবে না এবং যদি সে (প্রশংসিত ব্যক্তি) এমন না হয়, তবে তুমি অবশ্যই তার কৃতজ্ঞতা আদায় করো, যাতে ভাল কাজে তার আগ্রহ বেশি হয় এবং যে প্রশংসার বাণী **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কারো ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন তা ব্যতিক্রম, যেমন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আব্দুল্লাহ্ কতইনা ভাল বান্দা।[১]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সত্যকে আবশ্যক করে নাও ও মিথ্যা থেকে বিরত থাকো

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সত্যকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও, কেননা সত্য নেক কাজের দিকে নিয়ে যায় এবং এই দু'টি অর্থাৎ সত্যবাদীতা এবং সত্যবাদী জান্নাতে থাকবে। মিথ্যা থেকে বিরত থাকো, কেননা তা খারাপের দিকে নিয়ে যায় আর এই দু'টি মিথ্যা ও মিথ্যাবাদী জাহান্নামে যাবে।[২]

যিকিরের মাহফিলের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মসজিদে একটি হালকার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদেরকে এখানে কোন বিষয়টি বসিয়েছে? তারা বললো: আমরা **আল্লাহ পাকের** যিকির

১. ফয়যুল কদির, হরফুল হামযা, ৩/১৬৭, ২৯২০নং হাদীসের পাদটিকা।
২. মু'জামু কবীর, মান আসনাদে মুয়াবীয়া, ১৯/৩৮১, হাদীস ৮৯৪।

www.dawateislami.net

করার জন্য বসেছি। বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! তোমাদেরকে কি এই বিষয়টাই বসিয়েছে? বললো: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমাদেরকে এটা ছাড়া আর কিছুই বসাইনি। বললেন: আমি তোমাদের উপর কু-ধারনার কারণে শপথ করিনি। আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাদীস সবচেয়ে কম বর্ণনাকারী, এমন কেউ নেই, যে **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যত্ব আমার চেয়ে বেশি পেয়েছে। একবার **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** সাহাবাদের একটি হালকায় তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদেরকে এখানে কোন বিষয়টি বসিয়েছে? তারা বললো: আমরা **আল্লাহ পাকের** যিকির করার জন্য বসেছি, **তাঁর** কৃতজ্ঞতা আদায় করছি যে, **তিনি** আমাদেরকে ইসলামের পথে হেদায়াত দিয়েছেন, আমাদের প্রতি অনেক বড় দয়া করেছেন। ইরশাদ করলেন: **আল্লাহর** শপথ! তোমাদেরকে শুধুমাত্র এই বিষয়টিই বসিয়েছে? তারা আরয করলো: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমাদেরকে এই বিষয়টি ছাড়া আর কোন কিছুই বসায়নি। ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদের উপর কু-ধারণার কারণে শপথ করিনি, কিন্তু আমার নিকট জিব্রাঈল এসেছে, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, **আল্লাহ পাক** তোমাদেরকে নিয়ে ফিরিশতাদের নিকট গর্ব করছেন।[১]

হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: জানা গেলো, **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো ঈমানের হেদায়াত ও সবচেয়ে বড় দয়া হলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আঁচল হাতে এসে যাওয়া, **আল্লাহ পাক** নিজেই ইরশাদ

১. মুসলিম, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ১৪৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪০।

www.dawateislami.net

করেন: "بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ" (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** বরং **আল্লাহ** তোমাদেরকে ধন্য করেছেন যে, **তিনি** তোমাদেরকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করেছেন।)[১] এবং আরো ইরশাদ করেন: "لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا" (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় **আল্লাহ**র মহান অনুগ্রহ হয়েছে মুসলমানের উপর যে, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন **রাসূল** প্রেরণ করেছেন।)[২] ঈমান ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন ব্যতিত অন্য কোন নেয়ামতের জন্য **আল্লাহ পাক** 'مَنَّ' শব্দটি ইরশাদ করেননি।

রব্বে আলা কি নেয়ামত পর আলা দরুদ
হক তায়ালা কি মিন্নত পে লাখো সালাম

এটাও বুঝা গেলো, ইসলাম ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে মাহফিল করা, হালকা বানিয়ে বসা সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাত, এ হাদীস মিলাদ শরীফের মাহফিলের মূল দলিল। মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه আরো বলেন: (ফিরিশতাদের সাথে এভাবে গর্ব করেন যে) ফিরিশতাদেরকে ইরশাদ করছেন: আমার ঐ সমস্ত বান্দাদেরকে দেখো যে, নফস ও শয়তানের আধিপত্যের মধ্যে রয়েছে, দুনিয়ার বাধা বিপত্তি রয়েছে, প্রবৃত্তি ও রাগ পোষণ করে, এত বাধা বিপত্তির পরও সবকিছুকে পিছনে ফেলে আমার যিকির করছে, নিঃসন্দেহে তোমাদের যিকির থেকে আমার নিকট এ যিকির উত্তম, যেহেতু ফিরিশতারাই মানুষ

১. পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১৭।
২. পারা ৪, সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪।

www.dawateislami.net

সৃষ্টির ব্যাপারে আপত্তি করেছিলো যে, তারা রক্তপিপাষু ও ফ্যাসাদী (অর্থাৎ রক্তপাতকারী ও ফ্যাসাস ছাড়নো ওয়ালা) হবে, এজন্যই তাদেরকে এরূপ শুনানো হচ্ছে যে, দেখো যদি মানুষের মধ্যে ফ্যাসাদী থাকে তবে এরূপ নামাযী ও গাজীও রয়েছে, যারা শয়তান, বিদ্রোহী, কাফের সকলের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকে।(১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গোপন দোষ অন্বেষণের ক্ষতি

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, তোমরা যখন মানুষের গোপন দোষ অন্বেষণের পিছনে পড়বে তখন তাদের বিগড়ে দিবে।(২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه বলেন: প্রকাশ থাকে যে, এই মহান বাণীতে সম্বোধন বিশেষকরে জনাবে মুয়াবীয়ার দিকে, কেননা ভবিষ্যতে তিনি শাসক হবেন তো এই **অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্বেই তাকে রাজ্য পরিচালনার পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তুমি বাদশাহ্ হয়ে মানুষের গোপণ দোষ অন্বেষণ করো না, মার্জনা ও যতটুকু সম্ভব ক্ষমা ও দয়া করবে এবং হতে পারে যে, চেহারার ভাষা সবারই আছে যে, পিতা তার যুবক সন্তানকে, স্বামী তার স্ত্রীকে, মুনিব তার কর্মচারীকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখবে না। কু-ধারণা ঘর, বসতী এমনটি দেশ পর্যন্ত উজাড় করে দেয়। **আল্লাহ পাক**

---

১. মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩২০।
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ইমারাতে ওয়াল কাযা, আল ফসলুস সানী, ২/১০, হাদীস ৩৭০৯।

www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন: "اِنَّ بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ" (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায়।)[১] অতঃপর ইরশাদ করেন: "وَ لَا تَجَسَّسُوۡا" (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর তোমরা দোষ তালাশ করো না।)[২] আমরা নিজেদের দোষ অন্বেষণ করবো এবং মানুষের গুণ অন্বেষণ করবো। মনে রাখবেন, এখানে অযথা কু-ধারণার প্রতি নিষেধ করা হয়েছে, অন্যথায় সন্দেহজনক ও লম্পট ব্যক্তিদের নজরদারী করা সুলতানের জন্য আবশ্যক, গোয়েন্দা বিভাগ দেশের উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যকীয়।[৩]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নামাযে ভুলে গেলো তবে...

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ নামাযের ইমামতি করলেন। নামাযের এক পর্যায়ে যেখানে বসার ছিলো সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, লোকেরা سُبۡحٰنَ اللّٰہ বললো কিন্তু তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। নামাযের শেষে হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہ দু'টি সিজদা করে নামায সমাপ্ত করার পর মিম্বরে আরোহন করলেন আর বললেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: যে ব্যক্তি নামাযে কিছু ভুলে যায় তবে সে (একবার সালাম ফিরানোর পর) ঐ সিজদার ন্যায় দু'টি সিজদা করে নিবে।[৪]

---

১. পারা ২৬, সুরা হুজরাত, আয়াত ১২।
২. পারা ২৬, সুরা হুজরাত, আয়াত ১২।
৩. মিরাতুল মানাজিহ্, ৫/৩৬৪।
৪. নাসায়ী, কিতাবুস সাহু, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৫৭।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡه নামাযের শেষে দু'টি অতিরিক্ত সিজদা আদায় করেছেন, এই দুই সিজদাকে সিজদায়ে সাহু বলা হয়। এখানে এই মাসআলাটি মনে গেঁথে নিন যে, যখন নামাযে ভুলে কোন ওয়াজিব বর্জন হয়ে যায় অথবা ফরয ও ওয়াজিব আদায়ে দেরি হয়ে যায় তবে সিজদা সাহু আদায় করতে হয়। নামাযের ফরয ও ওয়াজিব, সাহু সিজদা কখন ওয়াজিব হয় এবং এর পদ্ধতি কিরূপ এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত "**নামাযের আহকাম**" এবং "**বাহারে শরীয়াত** ৩য় অধ্যায়" অধ্যয়ন করুন, اِنۡ شَآءَالله নামাযের অসংখ্য মাসআলা জানার সুযোগ হবে।

صَلُّوا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফরয ও সুন্নাতের মাঝখানে বিরতি দেয়া উচিৎ

হযরত সায়্যিদুনা সায়েব বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡه এর সাথে মাকসুরায় জুমা পড়েছি, যখন ইমাম সালাম ফিরালেন আমি সে জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡه ঘরে চলে গেলেন (আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন) এই কাজ ভবিষ্যতে করবে না, যখন তুমি জুমা পড়বে তবে তা অন্য নামাযের সাথে মিলাবে না, এমনকি কোন কথা বলে নাও অথবা সরে যাও, কেননা আমাকে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হুকুম দিয়েছেন যে, কথাবার্তা বলা ব্যতীত বা সেই স্থান থেকে সরে দাঁড়ানো ব্যতিত নামাযকে নামাযের সাথে মিলিয়ে দিও না।[১]

---

১. মুসলিম, কিতাবুল জুমা, বাবুস সালাত বাদাল জুমা, ৪৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৩।

www.dawateislami.net

হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এ থেকে বুঝা গেলো, ফরয ও নফলের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব রাখা আবশ্যক, জায়গার দূরত্ব হোক বা দোয়া ওযীফা বা কথার বরং উত্তম হলো, দোয়াও করা, স্থানও পরিবর্তন করে নেয়া বরং মুক্তাদিরা সারিও ভঙ্গ করে দেয়া, অতঃপর সুন্নাত আদায় করবে যাতে আগন্তুকদের এটা সন্দেহ না হয় যে, জামাআত চলছে, তাই জানাযার নামাযের পর কাতার ভঙ্গ করে বসে দোয়া করা হয়।(১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম

হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ বিন আউস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণনা করেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য মুমিনদের জন্য হারাম।(২)

মুসলমানদের জন্য কষ্টও মর্যাদাময়

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি যে, মুসলমান তার শরীরে যেই কষ্ট পায় **আল্লাহ পাক** এর মাধ্যমে তার গুনাহ মুছে দেন।(৩)

১. মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৩২।
২. ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল আশবিরাহ, ৪/৬৭, হাদীস ৩৩৮৭।
৩. মুসনদে আহমদ, হাদীসে মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/২৬, হাদীস ১৬৮৯৯।

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যখন বান্দার উপর কোন বিপদ আসে আর সে সাওয়াবের নিয়্যতে এর উপর ধৈর্যধারণ করে, তবে **আল্লাহ পাক** এই বিপদকে তার গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন। কতিপয় ওলামা বলেন: বান্দা সর্বদা শাস্তির উপযোগী অপরাধে লিপ্ত থাকে, কিছু অপরাধ তো অকাট্য গুনাহ হয়ে থাকে আর কিছু ভালো কাজও গুনাহ হয়ে যায় এবং **আল্লাহ পাক** বান্দাকে বিভিন্ন ধরনের কষ্টে লিপ্ত করে তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেন, যাতে কিয়ামতের দিন তার গুনাহের বোঝা কম হয় আর যদি **তাঁর** দয়া ও ক্ষমা অন্তর্ভুক্ত না হতো তবে বান্দা প্রথম অবাধ্যতাতেই ধ্বংস হয়ে যেতো।[১]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম পরিধান করা নিষেধ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (পুরুষদেরকে) স্বর্ণ ও রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।[২]

বিলাপ করা নাজায়িয

হযরত সায়্যিদুনা জারির رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণনা করেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

---

১. ফয়যুল কাদির, হরফুল মিম, ৫/৬১৭, হাদীস ৮০৪৮।
২. মুসনদে আহমদ, হাদীসু মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/৩১, হাদীস ১৬৯২৮।
৩. ইবনে মাজাহ্, কিতবুল জানায়েয, বাবু ফিন্নাহই আনিন নিয়াহাতে, ২/২৫৭, হাদীস ১৫৮০।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন। মৃত ব্যক্তির মন্দ গুণাবলী বর্ণনা করে উচ্চস্বরে কান্না করাই হলো বিলাপ, যা কঠোরভাবে নিষেধ, **আল্লাহ পাক** ধৈর্যের আদেশ প্রদান করেছেন, কাপড় ছেঁড়া ও চিৎকার করার নয়। সুতরাং কারো ইন্তিকালের পর বিলাপ করা, চিৎকার করা থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকা উচিত এবং যারা এ ধরণের কাজ করে, চেষ্টা করে তাদেরও এমন মন্দ কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা উচিত। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সকল প্রকার শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুক।

آمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সর্বোত্তম মানুষ কে!

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সেই, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম।[১]

ইমাম হাসানের শান

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখেছি, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জিহ্বা কিংবা ঠোঁট মোবারকে চুম্বন করছেন। নিশ্চয় যেই জিহ্বা বা ঠোঁট মোবারকে

১. মু'জামু কবীর, মান আসনাদে মুয়াবীয়া, ১৯/৩৬৩, হাদীস ৮৫৩।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চুম্বন করেছেন তাতে কখনোই আযাব দেয়া হবে না।[১]

হিজরত কতদিন থাকবে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হিন্দ বাজালী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি যে, হিজরত ততক্ষণ পর্যন্ত বিলুপ্ত হবেনা যতক্ষণ তাওবা বিলুপ্ত হবে না আর তাওবা ততক্ষণ বিলুপ্ত হবে না, যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে না।[২]

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: এই হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ হিজরত, যা কখনো বিলুপ্ত হবে না আর এর তিনটি ধরন রয়েছে: (১) গুনাহ ছেড়ে **আল্লাহ**র আনুগত্যের দিকে হিজরত করা। (২) যেখানে ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ে সেই এলাকা ছেড়ে নেককার লোকদের দিকে হিজরত করা। (৩) ফিতনা ফ্যাসাদের এলাকা ছেড়ে নিরাপদ ও প্রশান্তিময় এলাকায় হিজরত করা।[৩]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. মুসনাদে আহমদ, হাদীসে মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/১৭, হাদীস ১৬৮৪৮।
২. আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল হিজরাতে হাল ইনকাতায়াত, ৩/৬, হাদীস ২৪৭৯।
৩. মিরকাতুল মাফাতিহ্, কিতাবুল ফিতন, বাবু লা তাকুমুস সায়াতু..., ৯/৪৬৫, ৫৫২০নং হাদীসের পাদটিকা।

www.dawateislami.net

এগারোতম অধ্যায়

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার ওফাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককারদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার ধরনও অনন্য হয়ে থাকে, মৃত্যুরোগ ও অন্তিম মুহূর্তেও তাঁদের কার্যকলাপ, উপদেশ ও অসীয়তে আমাদের জন্য অসংখ্য মাদানী ফুল থাকে। বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেকির দাওয়াত প্রদান এবং মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে হয়ে থাকে, যার ফলে ঐ পবিত্র মনিষীদের মোবারক জীবনের শেষ অধ্যায় ঈমান সতেজকারী ও ঈর্ষনীয় হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাতও খুবই ঈমান সতেজকারী ও ঈর্ষনীয়, তাঁর জাহেরী হায়াতের এই শেষ ও আলোকময় অধ্যায় অবলোকন করুন:

মৃতুরোগের শুরুতে এজিদকে অসীয়ত

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এজিদকে অসিয়ত করলেন: "হে এজিদ! **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকবে, আমার যতটুকু রাজত্ব করার ছিলো তা করে নিয়েছি, এখন যদি এই স্থাপনা উত্তম বিষয় হয় তবে আমি এর মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হবো আর যদি এটা অন্য কিছু হয় তবে আমি এর মাধ্যমে বিফল হবো। তুমি মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করো, যদি কোনো কথায় তুমি কষ্ট পাও বা তোমার দোষ অন্বেষণ করা হয় তবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দিও, এই উপদেশের উপর আমল তোমার জীবনকে আনন্দময়

www.dawateislami.net

করবে আর তোমার প্রজারা তোমার জন্য উত্তম হয়ে যাবে। সুতরাং ঝগড়া বিবাধ ও রাগ করা থেকে বিরত থাকবে, অন্যথায় তুমি নিজেকে ও নিজের প্রজাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। অভিজাত ও সম্মানিত লোকদের অপমান এবং তাদের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের জন্য এমনভাবে নম্র হয়ে যাবে যে, যেনো তারা তোমার মাঝে দূর্বলতা না পায়। তুমি তাদের জন্য নিজের বিছানা বিছিয়ে রাখবে, তাদেরকে নিজের কাছে রাখবে, এই কার্যকলাপে তারা তোমার অধিকার সম্পর্কে জেনে যাবে। তাদের অপমান ও অধিকারকে হেয় করা থেকে বিরত থাকবে, অন্যথায় তারাও তোমাকে অপমান করবে, তোমার অধিকারকে হেয় করবে এবং তোমাকে মন্দ বলবে। যখন তুমি কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন মুত্তাকী বুযুর্গ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে, তাদের বিরোধিতা করবে না এবং নিজের মতকে প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত থাকবে, নিশ্চয় মত এক জায়গায় অবস্থান করে না। যে কাজ তোমার নিকট উত্তম মনে হবে এবং কোন ব্যক্তি ঐ কাজে তোমাকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে তবে তুমি তার পরামর্শকে সত্যায়ন করবে। ঐ কাজ নিজের স্ত্রী ও খাদেম থেকে গোপন রাখবে। নিজ সৈন্যবাহিনীর নজরদারী ও নিজেকে সংশোধন করবে যে, এতে মানুষ তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। তুমি মানুষকে নিজের ব্যাপারে কথা বলতে ছেড়ে দিওনা, নিঃসন্দেহে মানুষ অবাধ্যতার দিকে দ্রুত ধাবিত হয়ে যায়। তুমি নামাযে উপস্থিত হওয়াকে নিশ্চিত করো। যদি আমার অসিয়তের উপর তুমি আমল করো, তবে মানুষ তোমাকে সত্য হিসাবে মেনে নিবে, তোমার সম্রাজ্য

www.dawateislami.net

প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তুমি মানুষের দৃষ্টিতে মহান হয়ে যাবে। তুমি মক্কাবাসী ও মদীনাবাসীদের আভিজাত্য ও মর্যাদা সম্পর্কে জানো! নিশ্চয় তাঁরা তোমার মূল ও তোমার বংশ। তুমি সিরিয়াবাসীদের মর্যাদাকেও ভুলে যেওনা, নিশ্চয় তারা তোমার অনুগত। শহরবাসীদের প্রতি চিঠি প্রদান করতে থাকবে, যাতে তাদের কাছ থেকে সৎকাজের ওয়াদা থাকবে, এই বিষয়টি তাদের আশাকে উজ্জীবিত করবে। যদি সকল প্রদেশ থেকে মানুষ দলবদ্ধভাবে তোমার নিকট আসে, তবে তুমি তাদের সাথে উত্তম আচরণ ও সম্মান প্রদর্শন করবে, নিশ্চয় তারা তাদের অধিনস্তদের প্রতিনিধি আর কোন অপবাদ লেপনকারী ও চুগলখোরের কথায় কাজ করবে না, নিশ্চয় আমি তাদেরকে মন্দ উজির হিসাবে পেয়েছি।[১] হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মৃত্যুরোগের শুরুতে এজিদকে এমন জবরদস্ত ও প্রজ্ঞাময় উপদেশ প্রদান করেছেন, যখন তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলো তখন এজিদ "হাওয়ারিন"[২] এ ছিলো, লোকেরা তাকে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অবস্থা সম্পর্কে অবিহিত করতে থাকে কিন্তু ঐ দূর্ভাগার এমন জলিলুল কদর সাহাবী ও দয়ালু পিতার শেষ অবস্থায় এবং তাঁর বিনয় ও নম্রতার পরিপূর্ণ অবস্থা দেখার সুযোগও হলো না আর জানাযায় অংশগ্রহণেরও সৌভাগ্য নসীব হলোনা।[৩]

---

১. আলা বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিনে মিনাল হিজরাতিন নুবয়া, ৫/৭৪২।

২. বর্তমান সিরিয়ার একটি এলাকার নাম।

৩. আল কামিলু ফিত তারিখ, ছুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, ৪/৩১৪। সিয়রে আলামুন নিবলা, ৪/৩১৪।

www.dawateislami.net

আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মৃত্যুরোগে

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর যখন অবস্থা খারাপ হতে লাগলো আর লোকেরা তাঁর ওফাতের ব্যাপারে কথা বলতে লাগলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ পরিবারের সদস্যদের বললেন: "আমার চোখে ইসমাদ সুরমা ও মাথায় তেল লাগাও।" অতএব আদেশ পালন করা হলো এবং তেল লাগিয়ে তাঁকে সজ্জিত করা হলো। অতঃপর তাঁর জন্য বিছানা বিছানো হলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ (দূর্বলতার কারণে) সহযোগিতা করার আদেশ দিলেন আর এরপর বললেন: মানুষদেরকে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দাও, কেউ বসবে না, সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম করে চলে যাবে। অতঃপর মানুষেরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে লাগলো এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম আরয করতে লাগলো। এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম আরয করলো এবং সুরমা ও তেল লাগানোর কারণে বলতে লাগলো: লোকেরা বলছে যে, আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর অন্তিম সময় সন্নিকটে, অথচ তাঁকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুস্থ মনে হচ্ছে। যখন সব লোক হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নিকট থেকে চলে গেলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: "আমি শত্রুদের জন্য এতই সাহসী ছিলাম, যাতে তাদের দেখিয়ে দিই যে, কঠিন মুহূর্তে (অর্থাৎ পেরেশানি ও বিপদে) আমি ভীত হইনা। কিন্তু মানুষ যখন মৃত্যুর পাঞ্জায় পতিত হয়ে যায়, তখন কোন তাবিয তাকে বাচাঁতে পারে না।"[১]

১. তারিখে তাবরী, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, ৩/২৬২। আল কামিলু ফিত তারিখ, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, যিকর ওফাতি মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৩৬৯।

www.dawateislami.net

ওফাতের সময় বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী এসে গেলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: "আমাকে বসাও।" যখন তাঁকে বসানো হলো তখন তিনি **আল্লাহ পাকের** যিকির ও তাসবিহ পাঠ করতে লাগলেন, অতঃপর কান্না করতে করতে (নিজেকে) বললেন: "হে মুয়াবীয়া! এই বার্ধক্য ও দূর্বলতার সময়ে **আল্লাহ পাকের** যিকিরের কথা স্মরণ এলো, তখন কেন স্মরণ আসেনি, যখন যৌবনের ডালপালা সতেজ ছিলে। একথা বলার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এতই কান্না করলেন যে, তাঁর আওয়াজ বৃদ্ধি পেয়ে গেলো এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতে লাগলেন: "হে আমার **প্রতিপালক**! এই গুনাহগার কঠোর অন্তরের বৃদ্ধের প্রতি দয়া করো, হে **আল্লাহ পাক**! আমার অপরাধ মার্জনা করো, আমার গুনাহ ক্ষমা করো এবং **তোমার** প্রজ্ঞা ও সহনশীলতার মাধ্যমে এই বান্দাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে নাও, যে তুমি ছাড়া কারো উপর আশা রাখেনা আর তুমি ছাড়া কারো উপর ভরসা রাখেনা।"[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজের জন্য যা কিছু বলেছেন, নিঃসন্দেহে তা তাঁর বিনয় ও নম্রতার কারণে ছিলো, অন্যথায় তিনি তো সাহাবীয়ে রাসূল, তাঁর সারা জীবন ইসলামের উন্নতির জন্য অতিবাহিত হয়েছে, অবশ্য তাঁর এই আমলে আমাদের জন্য এই

১. লুবাবুল আহইয়া, আল বাবুল আরবাউন ফি যিকরিল মউত, ফসলুন ফি কালামিল মুখতাসিরীন, ৩৫২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

মাদানী ফুল রয়েছে যে, "নিজের আমলের উপর ভরসা না করা বরং **আল্লাহ পাকের** ভয়কে আঁকড়ে ধরে রাখা এবং নিজের ভুল ও দোষের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রেখে **আল্লাহ পাকের** রহমত কামনা করতে থাকা উচিৎ।"

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ নিজের গাল মোবারক মাটিতে রাখলেন, অতঃপর উল্টে অন্য গাল মাটিতে রাখলেন আর **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করে এভাবে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ পাক**! নিশ্চয় **তুমি তোমার** পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেছো:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৪৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ** এটা ক্ষমা করেন না যে, তাঁর সাথে কুফর (শির্ক) করা হবে এবং কুফরের নিম্নে যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন।

হে আমার **আল্লাহ পাক**! আমাকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত রেখো, যাঁদের তুমি ক্ষমা চাও।[১]

নবীর তাবাররুকের প্রতি ভালবাসা ও পরিবারের সদস্যদের অসিয়ত

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মৃত্যুরোগের সময় বললেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে অজু করাতাম,

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিনে মিনাল হিজরাতিন নুবয়া, ৫/৬৪৭।

www.dawateislami.net

একদিন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাকে জামা পরিধান করাবো না? আমি আরয করলাম: আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! কেন নয়? তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের শরীর মোবারক থেকে জামা খুললেন আর আমাকে পরিয়ে দিলেন। আমি তা স্বযত্নে রেখে দিলাম আর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নখ কাটলেন তখন আমি সেই কর্তিত নখ নিয়ে নিলাম আর একটি শিশিতে রেখে দিলাম। যখন আমার ইন্তিকাল হয়ে যাবে তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই জামাটি আমার শরীরের সাথে মিলিয়ে দিবে এবং ঐ নখগুলো ছোট করে আমার চোখে রেখে দিবে, হয়তো **আল্লাহ পাক** এই তাবাররুকের উসিলায় আমার উপর দয়া করবেন।[১]

দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাফা পাহাড়ে ছিলাম, (ওমরা আদায়ের পর) আমি খুর আনালাম এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা মোবারকের বিভিন্ন জায়গা থেকে চুল কেটে নিলাম, যখন আমার ইন্তিকাল হয়ে যাবে তখন এ চুলগুলো আমার মুখ ও নাকে রেখে দিবে।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবিন বিন সাখর..., ৫৯/২২৭। আল কামিল ফিত তারিখ, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, যিকরি ওফাতে মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৩৬৯। তবকাতু ইবনে সাআদ, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৬/৩০।

২. বুখারী, কিতাবুল হজ্ব, বাবুল খলক, ১/৫৭৪, হাদীস ১৭৩০। তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/২২৮।

www.dawateislami.net

তাবাররুকের ব্যাপারে অসিয়ত করার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কিছু বিষন্ন কবিতার পংক্তি পাঠ করেন যা শুনে তাঁর শাহজাদি বললেন: "হে আমীরুল মুমিনীন! **আল্লাহ পাক** না করুক যে, আপনার কিছু হয়ে যাক বরং **আল্লাহ পাক** আপনাকে এই রোগ থেকে আরোগ্য দান করুন। একথা শুনে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এই কবিতার পংক্তি পাঠ করলেন:

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ

অর্থাৎ যখন মৃত্যু নিজের দ্বারপ্রান্তে চলে আসে তখন কোন তাবিয বা আমল তা থেকে ছাড়াতে পারে না।[১]

অন্তিম মুহূর্তেও নেকীর দাওয়াত

এই বেদনাদায়ক কবিতার পংক্তি পাঠ করার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বেহুঁশ হয়ে গেলেন, যখন হুঁশ আসলো তখন পরিবারের সদস্যদেরকে এভাবে নেকির দাওয়াত প্রদান করলেন: "**আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকো, কেননা যে **তাঁকে** ভয় করে **আল্লাহ পাক** তাকে নিজের নিরাপত্তায় রাখে এবং **তাঁকে** ভয় না কারীদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই।" এই নেকির দাওয়াতের মাধ্যমে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আখিরাতের পানে চলে গেলেন।[২]

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/২২৮।

২. তারিখে তাবারী, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, যিকরুল খবরে আন মুদ্দাতে মিলকিহি, ৩/২৬৩। তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/২২৮। আল কামেলু ফিত তারিখ, সিনাতু সিত্তিন, যিকরি ওফাতে মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৩৭০। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ওয়াহাযিহি তরজুমাতু মুয়াবীয়া..., ৫/৬৪৭।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাত

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাত ৬০ হিজরিতে[১] রজব মাসের বৃহস্পতিবার সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর "দামেশক" এ হয়েছিলো। তখন তাঁর বয়স ৭৮ বছর[২] ছিলো।[৩]

ওফাত মোবারকের তারিখ

ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে একমত যে, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাত মোবারক রজবুল মুয়াজ্জব ৬০ হিজরিতে হয়েছিলো কিন্তু ওফাতের তারিখের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ, হযরত সায়্যিদুনা নুরউদ্দিন আলী বিন আবু বকর হায়তমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর উল্লেখকৃত বর্ণনা এবং ইমাম আবু ইউসুফ বিন যকি মযি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর বর্ণনানুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাত মোবারক ৪ রজবুল মুরাজ্জব ৬০ হিজরিতে হয়েছিলো।[৪] কিছু কিছু ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর

---

১. অনেকের মতে তাঁর ওফাতের সন হলো ৬১ হিজরী।
(মুরুজুয যাহাব, যিকরি খেলাফাতু মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/১১)

২. ওফাতের সময় তাঁর বয়সের ব্যাপারে ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৭৮ এবং ৮৫ বছরের মতও বিদ্যমান রয়েছে। (সিয়রে আলামুন নিবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান..., ৪/৩১৪। আল কামিল ফিত তারিখ, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন যিকরি ওফাতি মুয়াবীয়া..., ৩/৩৬৭)

৩. তারিখুল খোলাফা, মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান, ১৫৮ পৃষ্ঠা। আস সাকাতু লি ইবনে হাব্বান, ১/২৩২। তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ২/৪০৭। আমীরে মুয়াবীয়া, ৪৪ পৃষ্ঠা।

৪. মু'জামু কবীর, মিন ইসমুহু মুয়াবীয়া ওয়া ওফাতিহি..., ১৯/৩০৫, হাদীস ৬৭৯। মাজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মাযা ফি মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৯/৫৯৭, হাদীস ১৫৯৩২। তাহযীবুল কামাল, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান..., ২৮/১৭৯।

www.dawateislami.net

ওফাত ১৫ রজবুল মুরাজ্জব ৬০ হিজরিতে হয়েছিলো।[১] কারো মতে ওফাত মোবারক ২২ রজবুল মুরাজ্জব ৬০ হিজরি[২] আর কেউ কেউ ১ম রজবুল মুরাজ্জব ৬০ হিজরি[৩] ও ২৬ রজবুল মুরাজ্জব[৪] মতও উল্লেখ করেছেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাফনের পূর্বে বক্তব্য

যখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ইন্তিকাল হয়ে গেলো তখন হযরত সায়্যিদুনা দাহহাক বিন কাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কফিনের সাথে মিম্বরে আরোহন করলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **আল্লাহ পাকের** হামদের পর বললেন: নিশ্চয় আমীরুল মুমিনিন হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ আরবের তরবারির ধার ও উদের ন্যায় আরবকে সুবাসিতকারী ছিলেন, **আল্লাহ পাক** তাঁর মাধ্যমে ফিতনা দূর করেছেন, তাঁকে বান্দাদের শাসক বানিয়েছেন, তাঁর মাধ্যমে শহর সমূহ বিজয় দান করেছেন, তাঁর সৈন্যবাহিনী সমুদ্রে

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/৫৮। আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ৫/৬৪৭। তারিখে ইবনে খালদুন, ৩/২৪। আল কামিলু ফিত তারিখ, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, যিকরি ওফাতি মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৩৬৯। আল ইস্তিয়াব, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৪৭২। সিয়রে আলামুন নিবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/৩১৪। তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ২/৪০৭।

২. তারিখে মাওলিদুল উলামায়ি ওয়া ফিয়াতিহিম, সিনাতু সিত্তিন, ১/১৬৭। তারিখে ইবনে আসাকির মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/২৪০। আল কামেল ফিত তারিখ, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, যিকরি ওফাতি মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৪৭৬। আল ইস্তিয়াব, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৪৭২। সিয়রে আলামুন নিবলা, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৪/৩১৪। তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ২/৪০৭।

৩. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/২৪০। আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নবুয়া, ৫/৬৪৭। আল কামিলু ফিত তারিখ, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, যিকরি ওফাতি মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৩৬৯।

৪. আল ইস্তিয়াব, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৪৭২।

www.dawateislami.net

সফর করেছে এবং তিনি **আল্লাহ পাকে**র বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দা ছিলেন যে, যখন তিনি দোয়া করতেন তখন কবুল করা হতো, বস্তুত তাঁর জীবনের দিনগুলো সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং তিনি আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। এটা তাঁর কাফন, এখন আমরা তাঁকে কাফন দিয়ে (নামাযে জানাযার পর) কবরে দাফন করবো এবং তাঁকে ঐ আমল সমূহ সহকারে বরযখের জীবনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসবো।(১)

আল বেদায়া ওয়ান নেহায়ায় এভাবে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাত শরীফের পর হযরত সায়্যিদুনা দাহহাক বিন কাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ মিম্বরে আরোহন করলেন, তাঁর হাতে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর কাফন ছিলো, **আল্লাহ পাকে**র হামদ ও সানার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বললেন: ইনি হলেন মুয়াবীয়া, যিনি আরবের শক্তিশালী কেল্লা, আরবের সাহায্যকারী এবং তাঁর সৌভাগ্য যে, তাদের মধ্যে মহা মর্যাদাময় ছিলেন। **আল্লাহ পাক** তাঁর মাধ্যমে ফিতনার মূলৎপাটন করেছেন, মানুষের শাসক বানিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশের বিজয় দান করেছেন। এখন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেছে, আমরা তাঁর কাফন ও দাফনের পর তাঁর বিষয়টি **আল্লাহ পাকে**র নিকট সমর্পন করে দিবো।(২)

---

১. আসাদুল গা'বাতি, মুয়াবীয়া বিন সাখর আবি সুফিয়ান, ৫/২২৩। তারিখে তাবারী, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, ৩/২২৩। তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/২৩৩। আল কামিলু ফিত তারিখ, সিনাতু সিত্তিন, যিকরি ওফাতি মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৩৭০।

২. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিন মিনাল হিজরাতিন নুবুয়া, ওয়াহাযিহি তরজুমাত মুয়াবীয়া, ৫/৬৪৭।

www.dawateislami.net

জানাযার নামায

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জানাযার নামায সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা দাহহাক বিন কাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ পড়িয়েছেন।[১]

ওফাতের পরও মনের উপর রাজত্ব

হযরত সায়্যিদুনা সফওয়ান বিন আমর رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: একদিন আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নূরানী মাযারে উপস্থিত হলো। রহমতের দোয়া করলো তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: এটা কার কবর? তখন সে বললো: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমার জানামতে এটি ঐ ব্যক্তির কবর, যাঁর কথাবার্তা ছিলো জ্ঞানে পরিপূর্ণ, নিরবতা ধৈর্য ও সহনশলীতার কারণে হতো, যাঁর দান ধনী বানিয়ে দিতো এবং যাঁর যুদ্ধ (শত্রুদের জন্য) ধ্বংসের বার্তা ছিলো, অতঃপর যখন সময় হলো তিনিও চলে গেলেন, এ কবর **হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান আমীরে মুয়াবীয়া** رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর।[২]

দাফন

দামেশকে বাবুস সগীর এর পাশে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মাযার মোবারক আজও সর্বসাধারণের যিয়ারতের স্থান। তাঁর মাযারের পাশে একটি আলিশান দালান

১. আসাদুল গা'বাতি, মুয়াবীয়া বিন সাখর আবি সুফিয়ান, ৫/২২৩। তারিখে তাবারী, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, ৩/২৬৩। আস সাকাতু লি ইবনে হাব্বান, মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ১/২৩২। আল কামিলু ফিত তারিখ, সিনাতু সিত্তিন, যিকরি ওফাতি মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/৩৭০।
২. আল কামিলু ফিত তারিখ, সুম্মা দাখালাত সিনাতু সিত্তিন, ৩/৩৭৪।

www.dawateislami.net

নির্মাণ করা হয়েছে, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এই মাযার মোবারক খোলা হয়।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মাযার মোবারক দামেশকে বাবুস সগীর এর পাশে। বাবুস সগীর এর একটি বৈশিষ্ট্য এটাও যে, সেখানে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ছাড়া আরো কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর মাযার রয়েছে।

হযরত আল্লামা ইবনুল আকফানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: আমাকে শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুল আযীয বিন আহমদ কাত্তানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মাযারের যিয়ারত করিয়েছেন, যাঁরা দামেশকে বাবুস সগীর এর পাশে সমাহিত আছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ, হযরত সায়্যিদুনা ফুদালা বিন ওবাইদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ, হযরত সায়্যিদুনা ওয়াসেলা বিন আসকাঈ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ, হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন হানযালিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং হযরত সায়্যিদুনা আউস বিন আউস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মাযার রয়েছে।[২]

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আমর আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বিশিষ্ট সাহাবীয়ে রাসুল ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ বাইয়াতে রিদওয়ানেও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সিরিয়ার দামেশকে বসবাস করতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ খুবই ইবাদত গুজার

১. মুরুজুয যাহাব, যিকরে খিলাফাতে মুয়াবীয়া বিন আবি সুফিয়ান, ৩/১১। সামতুন নুযুমুল আউয়ালি, ৩/১৬১।
২. তারিখে ইবনে আসাকির, বাবু যিকরে ফদলে মাকাবির..., ৬/৪১৮।

www.dawateislami.net

বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিলো না। তিনি সর্বদা **আল্লাহ**র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর নূরানী মাযারও বাবুস সগীরের ঐ অংশে রয়েছে যেখানে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মোবারক মাযার রয়েছে। তাঁর ওফাত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর খেলাফতের প্রারম্ভেই হয়েছিলো।[১]

বাবুস সগীরে দাফন হওয়া ওলামায়ে কিরাম

বাবুস সগীরে দাফন হওয়া বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان শেষ আশ্রয়স্থল, সেখানেই কয়েকজন বড় ওলামায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসীনে এজামের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْن মাযারও রয়েছে, যার মধ্যে হযরত আল্লামা ইবনে রজব, হযরত বুরহানুন্নাজী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہَا বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া হযরত শেখ আবুল ফাতাহ্ নসর رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর মাযার মোবারকও বাবুস সগীরে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর কদমাঈন শরীফাঈনের দিকেই বিদ্যমান। তাঁর ব্যাপারে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নববী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: আমি আমার শায়খদের এরূপ বলতে শুনেছি যে, তাঁর নূরানী কবরের পাশে শনিবার যে দোয়া করা হয় তা কবুল হয়ে থাকে।[২]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক হযরত আল্লামা ইবনে আসাকির رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর মাযারও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মাযারের বেষ্টনীতে অবস্থিত। যেমনটি আল্লামা আব্দুল

১. আল ওয়াফি বিল ওয়াফিয়াত, ইবনুল হানযালিয়া আসসাহাবী, ৬/১৬।
২. তাবকাতুশ শাফিয়াতুল কুবরা, নসর বিন ইব্রাহিম..., ৫/৩৫৩। তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত, নসরুল মাকদাসীয যাহিদ, ২/৪২৭।

www.dawateislami.net

কাদির রুহাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি হাফিয সারাফি, আবুল আলা হামদানী এবং হাফিয আবু মুসা মাদিনীরও যিয়ারত করেছি। কিন্তু হযরত আল্লামা ইবনে আসাকির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ন্যায় শান ও মহত্বান আর কাউকে পাইনি। হযরত আল্লামা ইবনে আসাকির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ওফাত মোবারক রজব মাসে হয়েছে এবং তাঁকে বাবুস সগীরের পূর্ব বেষ্টনীতে যেখানে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মাযার রয়েছে, সেখানেই দাফন করা হয়েছে।[১]

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার মাযার যিয়ারত

জলিলুল কদর মুহাদ্দিস ইমাম আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হাব্বান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (ওফাত ৩৫৪ হিঃ) বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মাযার মোবারক দামেশকে বাবুস সগীরের বাইরে অবস্থিত, তাঁর মাযারের চারদিকে দেয়াল দ্বারা ঘেরা, **আমি বেশ কয়েকবার এই মাযার মোবারকের যিয়ারত করেছি।**[২]

অনুরূপভাবে হযরত আল্লামা ইবনে আল আকফানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এবং শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুল আযিয বিন আহমদ কাত্তানী প্রমুখ ওলামায়ে কিরামও হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর **মাযার মোবারকের যিয়ারত লাভে ধন্য হয়েছেন।**[৩]

---

১. শাজরাতুয যাহাব, সিনাতু ইহদি ওয়া সাবঈনা ওয়া খামসা মিয়াতু, ৪/৪২৩। তাবকাতুশ শাফিয়া, লি ইবনে কাযী শাহবিয়া, আত তাবকাতুস সাদেসাতি আশারা..., ২/১৪।
২. আস সাকাতু লি ইবনে হাব্বান, যিকরিল বয়ান বাবু মিন যিকরি নাগুম কানু খুলাফা..., ২/৩০৬।
৩. তারিখে ইবনে আসাকির, বাবু যিকরি ফাদলি মাকাবির..., ২/৪১৮।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর নূরাণী কবরের পাশে একটি আলীশান মাযার নির্মাণ করা হয়েছে, যা দ্বারা এই বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যায় যে, নেককারদের কবরের পাশে মাযার নির্মাণ করা এবং সালেহীনের মাযার যিয়ারত করা হক পন্থিদের কর্মপদ্ধতি। যেমনটি ইমাম আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হাব্বান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর মাযার যিয়ারত করেন।[১] তাছাড়া তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আলী বিন মুসা রযা رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর নূরাণী মাযার সম্পর্কেও বলেন: আমি কয়েকবার তাঁর মাযার যিয়ারত করেছি।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কোন নিয়্যতে হালাল উপার্জন অন্বেষণ করবে?

....হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন ভিক্ষা করা থেকে বাঁচা, পরিবারের ভরন পোষণ এবং প্রতিবেশীর প্রতি মমতা প্রদর্শণের নিয়্যতে অন্বেষণ করবে, সে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে, তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল) দেখাবে এবং যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন সম্পদ বৃদ্ধি করা, গর্ব ও অহংকার এবং দেখানোর নিয়্যতে অন্বেষণ করবে, সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। (মুসান্নিফ ইবনে শাইবা, কিতাবুল বুয়ু, ৫/২৫৮, হাদীস ৭)

১. আস সাকাতি লি ইবনে হাব্বান, যিকরিল বয়ান বিআন্না মিন যিকরিনা হুম কানু খুলাফা, ১/২৩২।
২. আস সাকাত লি ইবনে হাব্বান, আলী বিন মুসা আর রযা, ৫/৩২৬।

www.dawateislami.net

বারোতম অধ্যায়

ওলামা ও মুহাদ্দীসিনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো জীবনি ও ইতিহাসের অসংখ্য কিতাবে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কয়েকটি পরিপূর্ণ কিতাবও লিখা হয়েছে এবং এখনো লিখা হচ্ছে, যা এই বিষয়ের নিদর্শন যে, মুসলমানের অন্তরে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জলিলুল কদর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর কি পরিমাণ ভালবাসা এবং কতটুকু ভক্তি রয়েছে যে, তাঁর পবিত্র জীবনি সম্পর্কে মানুষকে জানানো, নিজেদের ভক্তি প্রকাশ করা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা সমূহকে দূর করার জন্য কিতাব রচনার কাজ চলমান রয়েছে। তাঁর মোবারক জীবনীর উপর আরবী ও উর্দু ভাষায় লিখিত কয়েকটি কিতার ও পুস্তিকার নাম অবলোকন করুন:

(১) **হিলমু মুয়াবীয়াঃ** হাফিজ আবু বকর ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন আবিদ দুনিয়া رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ (ওফাত ২৮১ হিঃ)

(২) **হিলমু মুয়াবীয়াঃ** হযরত ইমাম আবু বকর বিন আবি আসিম رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ

(৩) **ফাযায়িলে আমীরুল মুমিনীন মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ানঃ** ইমাম আবুল কাশেম ওবাইদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ সকতি বাগদাদী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ (ওফাত ৪০৬ হিঃ)

www.dawateislami.net

(৪) **তাতহীরুল জিনানঃ** শায়খুল ইসলাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ ইবনে হাজর মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(৫) **আন্নাহিয়াতি আন তা'নে আমীরুল মুমিনীন মুয়াবীয়াতিঃ** হযরত আল্লামা আব্দুল আযীয বিন আহমদ পুরহারভী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(৬) **আল কাউলুল রদী কিতাসহীহি হাদীসীত তিরমিযী ফি ফদলে মুয়াবীয়াতিস সাহাবীঃ** হযরত আল্লামা মাখদুম মুহাম্মদ ইব্রাহিম বিন শাইখ আব্দুত তাইফ বিন মাখদুম মুহাম্মদ হাশেম ঠাহঠাভী

(৭) **ফাযায়িলে আমীরে মুয়াবীয়াঃ** হযরত আল্লামা ওয়াকিল আহমদ নিকান্দারপুরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(৮) **তাসহীহুল আক্বীদাতি ফি বাবে আমীরে মুয়াবীয়াঃ** তাজুল ফুহুল হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের কাদের বাদায়ুনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(৯) **শানে আমীরে মুয়াবীয়াঃ** খলিফা আলা হযরত, নিবরাসূল মুহাদ্দিসীন, মুফতীয়ে ইসলাম মাওলানা আবু মুহাম্মদ সৈয়দ দিদার আলী শাহ্ মুহাদ্দীস আল ওয়ারা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(১০) **আন্নারুল হামিয়্যা লিমান যাম্মিল মুয়াবীয়াতিঃ** মুফাসসিরে কুরআন হযরত আল্লামা নবী বখশ হালওয়ায়ী (ওফাত ১৩৬৫ হিঃ)

(১২) **সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া** (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ)**ঃ** মুহাদ্দিস আযম পাকিস্তান, হযরত আল্লামা আবুল ফযল মুহাম্মদ সরদার আহমদ চিশতি কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(১২) **আমীরে মুয়াবীয়া পর এক নজরঃ** প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

www.dawateislami.net

(১৩) **হযরত আমীরে মুয়াবীয়াকে বারে মে কিয়ে গেয়ে চন্দ সাওয়ালাতকে জাওয়াবাতঃ** খলিফায়ে মুহাদ্দিস আযম পাকিস্তান, শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসির হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ কাদেরী রযবী জাঙ্গুভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(১৪) **ফাযায়িলে হযরত আমীরে মুয়াবীয়াঃ** উস্তাযুল ওলামা আল্লামা কাজী মুফতী গোলাম মাহমুদ হাজারভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(১৫) **হায়াতে হযরত আমীরে মুয়াবীয়াঃ** পীর গোলাম দস্তগীর নামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(১৬) **দুশমনানে আমীরে মুয়াবীয়া কা ইলমি মুহাসাবাঃ** শায়খুল হাদীস, মুয়াত্তার ব্যাখ্যাকারক ইমাম মালেক মুহাম্মদ, মুহাক্কীকে ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ আলী নকশবন্দি কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(১৭) **তা'রুফে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়াঃ** শায়খুল হাদীস, মুয়াত্তার ব্যাখ্যাকারক ইমাম মালেক মুহাম্মদ, মুহাক্কীকে ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ আলী নকশবন্দি কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(১৮) **আল আকিদাতুস সাফিয়াঃ** হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জলিল গিয়াভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(১৯) **আমীরে মুয়াবীয়া পর এতেরাযাত কে জাওয়াবাতঃ** খলিফায়ে মুফতী আযম হিন্দ, অসংখ্য কিতাবের লিখক হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ ফয়েয আহমদ ওয়াইসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

(২০) **হযরত আমীরে মুয়াবীয়া খলিফায়ে রাশিদঃ** গাজীয়ে মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ হাশেমী মিয়া আশরাফী জিলানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

www.dawateislami.net

আলা হযরতের ৫টি পুস্তিকা

(১) আল বুশরাল আ'জিলাতি মিন তাহফে আজিল্লাতি (১৩০০ হিঃ)

(২) আল আহাদীসু রা'বিয়াতু লিমদহিল আমীরে মুয়াবীয়াতি (১৩০৩ হিঃ)

(৩) আরশুল আ'যাযি ওয়াল ইকরামি লিআওয়ালি মুলুকিল ইসলাম

(৪) যাব্বুল আহওয়ায়িল ওয়াহিয়্যাতি ফি বাবিল আমীরে মুয়াবীয়াতি (১৩১২ হিঃ)

(৫) আ'লামুস সাহাবাতিল মুয়াফিকিন লি আমীরে মুয়াবীয়াতা ওয়া উম্মিল মুমিনীন (১৩১২ হিঃ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়ার প্রতি অভিযোগ করবেন না

তোমাকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে দিয়েছে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু যুরয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে এক ব্যক্তি বললো: আমি (হযরত সায়্যিদুনা) মুয়াবীয়া (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) এর প্রতি বিদ্বেষ রাখি। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: কেন? সে কারণ হিসাবে বর্ণনা করলো: কেননা তিনি হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু যুরয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাকে তিরস্কার করে বললেন: তোমার অমঙ্গল হোক! নিশ্চয় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর **প্রতিপালক** দয়ালু এবং

www.dawateislami.net

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ) অত্যন্ত সম্মানী, তবে তুমি কে যে, তাঁদের উভয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে?[১]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উভয় দল জান্নাতী

হযরত সায়্যিদুনা আবু ওয়াইল رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন শুরাহ বিল رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেছেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতে রয়েছি ও সামনে গম্বুজ নির্মিত রয়েছে, আমি বললাম: এটি কার জন্য? বলা হলো: কালাআ ও হাওশব এর জন্য, কেননা তারা উভয়ই হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে ছিলো এবং যুদ্ধের সময় শহীদ হয়ে গিয়েছিলো। আমি বললাম: তারা তো একে অপরকে হত্যা করেছিলো। উত্তর এলো: যখন তারা **আল্লাহ পাকে**র সাথে সাক্ষাত করলো তখন **তাকে** অনেক বেশি ক্ষমাশীল পেলো (অর্থাৎ তাদের ক্ষমা করে দেয়া হলো)।[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মন্দ আকিদার চিকিৎসা করে দিলেন

একজন সৈয়দ শিক্ষার্থীর ঘটনা, যে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ প্রতি ভালবাসার আড়ালে কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان বিশেষত হযরত

১. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিনাতু সিত্তিনে মিনাল হিজরাতিন নবুয়াতি, ৫/৬৩৩।
২. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আমর বিন শুরাহ্‌বিল, ৪/১৫৬, নম্বর ৫১০০।

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে مَعَاذَ الله খুবই ঘৃণা করতো। একদিন হযরত সায়্যিদুনা ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর মাকতুবাত অধ্যয়ন করছিলো, অধ্যয়নের সময় যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর এই আমলের উপর দৃষ্টি পড়লো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর, হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম এবং বিশেষকরে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رِضْوَانُ اللّٰہِ عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن কে মন্দ বলা লোকের উপর শাস্তি আরোপ করতেন, তখন রাগে বিড়বিড় করতে লাগলো: শায়খ কিভাবে এরূপ বিষয় এখানে উদ্ধৃত করলেন এবং مَعَاذَ الله মাকতুবাত শরীফের খন্ডটি মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। যখন ঐ ব্যক্তি ঘুমালো তখন হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিসে আলফে সানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ তার স্বপ্নে আগমন করলেন। তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ খুবই অসন্তুষ্ট অবস্থায় তার উভয় কান ধরে বলতে লাগলেন: মূর্খ ছেলে! তুমিও আমার লেখার ব্যাপারে আপত্তি করো এবং তা মাটিতে ছুড়ে মারো? যদি তুমি আমার উক্তি নির্ভরযোগ্য মনে না করো তবে এসো! তোমাকে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর নিকট নিয়ে যাই? যাঁর জন্য তুমি সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কে মন্দ কথা বলো। অতঃপর তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ তাকে এমন একস্থানে নিয়ে গেলেন যেখান একজন নুরানী চেহারার বুযুর্গ উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিসে আলফে সানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ খুবই নম্রতার সহিত সেই বুযুর্গকে সালাম করলেন, অতঃপর ঐ শিক্ষার্থীকে কাছে ডেকে বললেন: এই বুযুর্গ হলেন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجْہَہُ الْکَرِیْم, শুনো! তিনি কি বলছেন। সে সালাম করলো,

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم তাকে সালামের উত্তর প্রদানের পর বললেন: সাবধান! **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীদের প্রতি শত্রুতা রেখো না, তাঁদের ব্যাপারে কোন বেয়াদবী মূলক কথা মুখে আনবেনা। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর প্রতি ইশারা করে বললেন: তাঁর লিখনী থেকে কখনো ফিরবে না। এই উপদেশের পরও তার অন্তর থেকে সাহাবায়ে কিরামের বিদ্বেষ ও ক্ষোভ দূর হয়নি, তখন মওলায়ে কায়েনাত হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বললেন: এর অন্তর এখনো পরিস্কার হয়নি। একথা বলে হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দিসে আলফে সানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه কে থাপ্পড় মারার জন্য বললেন, আদেশ পালন করতে গিয়ে যখনই তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه মাথার পেছনের অংশে থাপ্পড় মারলেন তখন অন্তর থেকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শত্রুতা দূর হয়ে গেলো। যখন সে জাগ্রত হলো তখন তার অন্তর সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিলো এবং তাঁর প্রতি ভালবাসাও কয়েকগুণ বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিলো।[১]

আমীরে মুয়াবীয়ার প্রতি বিদ্রুপ করো না

হযরত ফকিহ্ আবু তাহের হোসাইন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: আমি (কিছু ভুল ধারনার কারণে) জনাব সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতাম এবং তাঁকে রাতদিন গালমন্দ করতাম। একরাতে আমার স্বপ্নে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১. তাযকিরায়ে মাশায়িখে নকশবন্দিয়া, ২৮৮ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

এর যিয়ারত হলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন: হে আবু তাহের! তাঁর প্রতি বিদ্বেষ রাখিও না এবং তাঁকে বিদ্রুপও করোনা। আমি আরয করলাম: **হুযুর!** ওনি কে? **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে আমার অহি লেখক (আমার বিশ্বস্ত) এবং আমার ভাই মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ)।[১]

আমীরে মুয়াবীয়ার প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারীকে জবাইকৃত পাওয়া গেলো

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল মালিক رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন: আমি স্বপ্নে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করলাম। **তাঁর** মহান দরবারে খোলাফায়ে রাশেদীনরাও رِضْوَانُ اللّٰہِ عَنْہُمْ اَجْمَعِیْن উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে করজোরে দন্ডায়মান ছিলো। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো। জনাবে সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ অভিযোগ করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এই লোকটি আমাদের অপমানিত করে এবং আমাদের শানে বেয়াদবী করে। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে এ কাজের জন্য ধমকি প্রদান করলেন, তখন সে লোকটি আরয করলো: **হুযুর!** আমি এই মনিষীদের (খোলাফায়ে রাশেদীন) সাথে বেয়াদবী করি না! কিন্তু ইনার (হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবীয়া) ব্যাপারে কিছু বলি, তখন **রাসূলে**

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সাখর..., ৫৯/২১২।

www.dawateislami.net

পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (অসন্তুষ্ট অবস্থায়) তিনবার ইরশাদ করলেন: তোমার ধ্বংস হোক! মুয়াবীয়া কি আমার সাহাবী নয়? **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাতে একটি তরবারী ছিলো, **তিনি** ঐ তরবারি হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে প্রদান করে ইরশাদ করলেন: তার গর্দান ফেলে দাও। তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ঐ তরবারি দ্বারা তাকে জবাই করে দিলেন এবং সাথে সাথেই আমার চোখ খুলে গেলো। সকালে ঐ লোকটির ঘরে গিয়ে দেখলাম, তাকে জবাইকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।[১]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তুমি এই বাক্যটি কেনো বললে?

হুযুর কিবলায়ে আলম, আবুল আযমত সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের আলী শাহ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শান ও মহত্বের ব্যাপারে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: জনাবে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সম্পর্কে নির্ভিকতা, বেয়াদবীমূলক কথা বলাতো দূরের কথা, খেয়াল রাখা উচিত যে, এক্ষেত্রে সামান্যতম দ্ব্যর্থতাও আযাবের কারণ হয়ে যায়, কিন্তু যাকে **আল্লাহ পাক** দয়া ও অনুগ্রহ করেন, তবে সে সাথে সাথে সাবধান হয়ে যায় এবং **আল্লাহ**র দয়ায় তার তাওবার তৌফিক অর্জিত হয়ে যায়, এই বাস্তবতাকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করার জন্য নিজের একটি ব্যক্তিগত ঘটনা আরয করা জরুরী মনে করছি। "আমার আক্বা ও মওলা, কিবলায়ে আলম হুযুর সম্মানিত আব্বাজান (পীর

১. তারিখে ইবনে আসাকির, মুয়াবীয়া বিন সখর..., ৫৯/২১২।

www.dawateislami.net

সৈয়দ নুরুল হাসান শাহ্ সাহেব বুখারী নকশবন্দি মুজাদ্দেদী কিলানী (رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ) সাহিবে ওরশ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ এর ওফাত শরীফের কয়েক মাস পরের কথা, এক বন্ধু সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীউল মুরতাদা, শাহানশাহে বেলায়ত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর যুদ্ধের বিষয়টি উল্লেখ করলো, তখন আমি আপেক্ষীক সমর্থনের প্রেরণায় হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সম্পর্কে অপছন্দীয় বাক্য বলে ফেললাম। মুখ থেকে এই বাক্যটি বের হওয়ার সাথে সাথেই আমার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং বাতিনের সকল প্রশান্তি ও আনন্দ, বিষাদ ও বেদনায় পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং সকল রূহানী সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেলো। এই পেরেশানি অবস্থায় আমি তাওবা ও ইস্তিগফার করা শুরু করে দিলাম। রাতে যখন নিদ্রা আসলো তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, হুযুর কিবলায়ে আলম সম্মানিত আব্বাজান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বৈঠক শরীফে বসে আছেন, এমন সময় **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন। **তাঁর** সাথে হযরত আলীউল মুরতাদা শাহানশাহে বেলায়ত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং জনাবে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ও আগমন করলেন। হযরত মওলা আলী শাহানশাহে বেলায়ত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর হাতে খোলা তরবারি। শাহানশাহে বেলায়ত হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশ দিয়ে গিয়ে আমার নিকট আগমন করলেন এবং জনাবে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর দিকে ইশারা করে খুবই অসন্তুষ্ট অবস্থায় বললেন: তুমি তাঁর ব্যাপারে এ ধরণের কথা কেন বলেছো? আমি আরয করলাম: হুযুর! ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিন। তিনি

www.dawateislami.net

আবারো বললেন: তুমি এই বাক্যটি কেনো বলেছো? আমি আবারো আরয করলাম: হুযুর! ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিন। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সবকিছু চুপচাপ শুনছিলেন। অতঃপর **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, শাহানশাহে বেলায়ত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এবং জনাবে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এরপর আমি আরো বেশি তাওবা ও ইস্তিগফার করা শুরু করলাম।

এই ঘটনার পর কয়েকবার আমি স্বপ্নের মাধ্যমে তাওবা কবুল হওয়ার বার্তা পেয়েছি কিন্তু এসব সাক্ষাত এবং সুসংবাদের পরও অন্তরে একটি বিষয় দৃঢ় হয়ে গিয়েছিলো যে, সাবধান করার সময় **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এসেছিলেন, অতএব নিশ্চিত ক্ষমা তখনই হবে যখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বয়ং **তাঁর** যিয়ারত দ্বারা ধন্য করবেন। অতএব একরাতে আমি ঘুমালে আমার সৌভাগ্য জেগে উঠে অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে যিয়ারত দ্বারা ধন্য করলেন এবং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে **তাঁর** বুক মোবারকে জুড়িয়ে ধরলেন, দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমকে বুক মোবারকের লাগিয়ে রাখেন এবং **তাঁর** নূরানী বাণীসমূহ দ্বারা আমাকে ধন্য করতে লাগলেন। এসময় আমার বর্ণনাতীত শীতলতা ও কোমলতা নসীব হলো, আমার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি ও স্বস্তির দৌলত নসীব হলো এবং আমি প্রশান্তি লাভ করলাম। জনাবে সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শান মোবারকে যে সামান্যতম অনুপযুক্ত কথা আমি বলেছিলাম আজ তা ক্ষমা হয়ে গেলো। এতদসত্ত্বেও যখন এরপর **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে হারামাঈনে তায়্যেবাইনের হাজিরী নসিব হলো তখন

www.dawateislami.net

সেখানেও গিয়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফ এবং **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে ক্ষমার আবেদন করলাম। আশা করি যে, **আল্লাহ পাক** আমার এই ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবার শত্রু, সাহাবার প্রেমিক হয়ে গেলো

পাঞ্জাবের (মুরশিদের দেশের) এক ইসলামী ভাই নিজের জীবনে আগত মাদানী পরিবর্তনের উল্লেখ কিছুটা এভাবে করেন: **আল্লাহ পাকে**র কোটি কোটি দয়া যে, **তিনি** আমাকে মুসলিম পরিবারে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আফসোস! দূর্ভাগ্য আমাকে গ্রাস করেছে এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দোরগোড়ায় কদম রাখার পূর্বেই খারাপ বন্ধুদের সহচর্য লাভ করে বসি। আমার ঐ বন্ধুরা অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি বদ আকিদার বিষও প্রবেশ করে দিলো। দৃষ্টতার নিম্নসীমা এতটুকু ছিলো যে, مَعَاذَ اللّٰہ আমি সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সম্পর্কে বেয়াদবী মূলক কথা বলতে এবং তাঁদের শানে বিদ্রুপ করতে দ্বিধাবোধ করতাম না। একবার রোজগারের উদ্দেশ্যে আমি পাঞ্জাব থেকে বাবুল মদীনায় (করাচি) আসলাম, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমার গমন এমন এক রাস্তা দিয়ে হলো, যেখানে চৌরাস্তায় সাদা পোশাক পরিহিত সবুজ পাগড়ী সজ্জিত কিছু ইসলামী ভাই উপস্থিত ছিলো। কৌতুহলের কারণে আমি তাদের নিকটে গেলাম, তখন দেখলাম যে, তাদের মধ্যে এক ইসলামী ভাই **'ফয়যানে সুন্নাত'** নামক বড় একটি কিতাব থেকে দরস দিচ্ছেন

১. মানাকিবে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া, উপস্থাপনা।

www.dawateislami.net

এবং বাকিরা মনোযোগ সহকারে দরস শুনছে। এমন সময় এক ইসলামী ভাই সামনে অগ্রসর হয়ে আমার সাথে মুসাফাহা করলো এবং আমাকে অংশগ্রহণের অনুরোধ করলো, অতএব আমিও দরস শুনার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। ইশকে মুস্তফা ও সাহাবায়ে কিরামের মহত্ব সম্বলিত মধুর বাণী আমার কানে মধু বর্ষন করতে লাগলো, আমার মন ও মনন সতেজ হয়ে গেলো এবং আমি অনুভব করলাম যে, এতদিন আমি ভ্রষ্টতার জীবন অতিবাহিত করেছি, এই ধারণা আসতেই আমার চোখ মনিকোটা থেকে অশ্রুর ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগলো, খোদাভীতির বদৌলতে আমি আমার পূর্বের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম। **আল্লাহ পাকে**র রহমতের প্রতি উৎসর্গিত যে, **তিনি** আমাকে চৌক দরসের বরকতে সাহাবাদের শত্রুদের সারি থেকে বের করে সাহাবাদের প্রেমিকের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। অন্তর আহলে সুন্নাতের আকিদার সত্যতার সাক্ষী দিতে লাগলো। **আল্লাহ পাক** আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে অটলতা দান করুন।[১]

আল্লাহ পাকের আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

১. মে নে ভিডিও সেন্টার কিউঁ বন্দ কিয়া?, ৭ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: مَعَاذَ الله সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে গালি দেয়া গুনাহ, গুনাহ অনেক বড় গুনাহ, অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"সাওয়ানেহে কারবালা"** কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবাদের ব্যাপারে **আল্লাহ**কে ভয় করো! **আল্লাহ**কে ভয় করো!! যে তাঁদেরকে ভালবাসলো সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসলো আর যে তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করলো সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, এই কারণেই সে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, যে তাঁদেরকে কষ্ট দিলো সে আমাকে কষ্ট দিলো, যে আমাকে কষ্ট দিলো সে নিশ্চয় **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো, যে **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো অচিরেই **আল্লাহ পাক** তাকে পাকড়াও করবেন।[১]

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খুবই আদব করুন

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মুসলমানের উচিত, সাহাবায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) এর খবুই আদব করা এবং অন্তরে তাঁদের ভক্তি ও ভালবাসাকে জায়গা দেওয়া। তাঁদের প্রতি ভালবাসা **রাসুলে পাক** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ভালবাসা আর যে দূর্ভাগা সাহাবার (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان)

১. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৬৩, হাদীস ৩৮৮৮।

www.dawateislami.net

শানে বেআদবী মূলক কথা বলবে সে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবিব** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর শত্রু। মুসলমানরা এমন ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করবে না।[১] আমার আক্বা, আলা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہ বলেন:

আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার আসহাবে হুযুর
নজম হে অইর নাও হে ইতরাত রাসূলুল্লাহ কি

(অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের তরী পার হয়ে যাবে, কেননা সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان তাদের জন্য নক্ষত্রের ন্যায় এবং পবিত্র আহলে বাইত عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان হলো নৌকার ন্যায়।)[২]

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَی اللّٰہ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ
صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, পবিত্র আহলে বাইত, সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان সত্যিকার ভালবাসা এবং আনুগত্যের প্রেরণা ও সৌভাগ্য লাভের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ, নেক আমল পুস্তিকার উপর আমল এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিনত করে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰہ দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ আমাদের নসীব হয়ে যাবে।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. সাওয়ানেহে কারবালা, ৩১ পৃষ্ঠা।
২. গীবত কি তাবাকারিয়াঁ, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

ইতিহাসের পাতায় সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ

৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ হিজরতের ১৯ বছর পূর্বে	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জন্ম নবুয়ত প্রকাশের ৫ বছর পূর্বে হয়েছে।
৮ম হিজরি ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ	সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ইসলাম কবুল করেন।
৮ম হিজরি ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ওমরায়ে জা'রানার সময় **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক অর্জন করেন।
১৩ হিজরি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিক আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এক সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন।
১৩ হিজরি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন আবি সুফিয়ানের অধীনে থেকে সেয়দা, ইরাক, জাবিল এবং বৈরুত বিজয়ে অংশ নেন এবং ইরাক নিজেই বিজয় করেন।
১৫ হিজরি ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কায়সারিয়া বিজয় করার নির্দেশ চিঠির মাধ্যমে প্রদান করেন এবং তিনিই তা বিজয় করেন।
১৫ হিজরি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ	বাইতুল মুকাদ্দাসবাসীর জন্য সন্ধিনামা হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ লিপিবদ্ধ করেন।
১৭ হিজরি ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ জর্ডানের সৈন্য চাউনিতে নিযুক্ত করেন।
১৮ হিজরি ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ	ফারুকী যুগে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাতের পর সিরিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত হন।

www.dawateislami.net

৩৩ হিজরি ৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কুস্তুনতুনিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
২১ হিজরি ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ	বলকা, ফিলিস্তিন, ইনতাকিয়া ইত্যাদির উপর নিযুক্ততা।
২২ হিজরি ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ	দশ হাজার সৈন্যের সাথে রুমের কিছু শহর বিজয় করেন।
২৩ হিজরি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ সন্ধির মাধ্যমে আসকালান বিজয় করেন।
২৩ হিজরি ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ ওসমানী যুগে কানসারিন বিজয় করেন।
৪০ হিজরি ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর সাথে সন্ধি করেন।
৪০ হিজরি ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শাহাদাতে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর শ্রদ্ধাঞ্জলী।
৪০ হিজরি ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে শহীদ করার চক্রান্তে অংশগ্রহণকারীকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছান।
৪১ হিজরি ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ কে খেলাফত সমর্পণ। সে বছরকে আমুল জামায়াত নাম দেয়া হয়েছে।
৪৪ হিজরি ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ	উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর ওফাত।

www.dawateislami.net

৪৫ হিজরি ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হজ্ব করেন।
৫০ হিজরি ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হজ্ব করেন।
৫০ হিজরি ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা এবং হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর আবেদনের প্রেক্ষিতে মিম্বরে রাসূল দামেশকে স্থানান্তরিত করার ইচ্ছা ছেড়ে দেন।
৫৯ হিজরি ৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ	হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর ওফাতের পর উত্তরাধীকারদের সাথে উত্তম আচরণের তাকিদ করেন।
৬০ হিজরি ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ	রজবুল মুয়াজ্জবে তাঁর ওফাত হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہ এর জীবনির নির্বাচিত ঘটনাবলীর উল্লেখিত সকল ইতিহাস বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং (Hijri Date Converter) এর সাহায্য নেয়া হয়েছে, যেহেতু হিজরি এবং খ্রীষ্টিয় বছরের দিন ভিন্ন হয়ে থাকে, এই কারণেই ইতিহাসে অনেক সময় অনেক মতানৈক্য দেখা দেয়, সুতরাং উল্লেখিত সকল তারিখে কম বেশি হতে পারে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কুরআনে মজীদ			
নং	কিতাবের নাম	লিখক / সংকলক / ওফাত	প্রকাশনা
১	কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২	তাফসীরে তাবারী	আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী, ওফাত ৩১০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৩	তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম	আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ আল রাযী প্রকাশ ইবনে আবি হাতিম, ওফাত ৩২৭ হিঃ	মক্কা মুকাররমা, আরব শরীফ
৪	আল জামেউ লি আহকামিল কুরআন	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবি, ওফাত ৬৭১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৫	তাফসীরে মাদারিক	আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন মাহমুদ আন নাসফী, ওফাত ৭১০ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত
৬	দুররে মনসুর	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবু বকর সূয়ুতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৭	তাফসীরে আব্দুর রাযযাক	আব্দুর রাযযাক বিন হামামুস সাআনী, ওফাত ৬১১ হিঃ	দারল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
৮	খাযায়িনূল ইরফান	সদরুল আফাযিল মুফতী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, ওফাত ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৯	সীরাতুল জিনান	মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
১০	আল আদাবুল মুফরাদ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, ওফাত ৬৫২ হিঃ	তাশখন্দ, উজবেকিস্থান
১১	সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, ওফাত ৬৫২ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১২	সহীহ মুসলিম	ইমাম আবু হাসান মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী, ওফাত ২৬১ হিঃ	দারুল মাগনী, আরব শরীফ
১৩	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ সুজসতানি, ওফাত ২৭৫হিঃ	দারু ইহইয়াউত তুরসিল আরাবী

www.dawateislami.net

১৪	সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ঈসা তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
১৫	মুস্তাদরিক	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, ওফাত ৪০৫ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত
১৬	মুসনাদে আহমদ	আবু আব্দুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ শায়বানী, ওফাত ২৪১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
১৭	আল মুয়াত্তা	ইমাম মালেক বিন আনাস আসবাহী আল মাদানী, ওফাত ১৭৯ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত
১৮	আল মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৯	শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২০	মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাযযাক বিন হুমাম বিন নাফেয়ে সানআনী, ওফাত ২১১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২১	মুসনাদে বাযযার	ইমাম আবু বকর আহমদ আমর বিন আব্দুল খালিক বযার, ওফাত ২৯২ হিঃ	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকম, মদীনা মুনাওয়ারা
২২	আস সুনানুল কুবরা	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২৩	মুসনাদে তিয়ালসি	ইমাম সুলাইমান বিন দাউদ বিন জারুদ তিয়ালসি, ওয়াত ২০৩ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত
২৪	আল ফেরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	আবু শুজাআ শেরুইয়া বিন শাহরদার বিন শেরুইয়াল দায়লামি, ওফাত ৫০৯ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২৫	আল মু'জাম সগীর	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
২৬	আল মু'জামুল কবীর	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারু ইহইয়াউত তুরসিল আরাবী
২৭	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত
২৮	আস সুনানুল কুবরা	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

www.dawateislami.net

২৯	মুসনাদ আব্দ বিন হামিদ	ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দু বিন হামিদ, ওফাত ৪৪৯ হিঃ	আ'লিমুল কিতাব, মাকতাবাতু নাহদাতুল আরাবিয়া
৩০	জামে সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবু বকর সূয়ুতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৩১	মাজমাউয যাওয়ায়িদ	হাফিয নুরুদ্দীন আলী বিন আবি বকর হায়তামী, ওফাত ৮০৭ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৩২	আল আ'লাল মাসনুয়াতি	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবু বকর সূয়ুতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৩৩	মিশকাতুল মাসাবিহ	ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতিব, ওফাত ৭৪২ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৩৪	শরহে সহীহ মুসলিম	ইমাম আবু যাকারিয়া মহিউদ্দীন বিন শরফ নববী, ওফাত ৬৭৬ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৩৫	ফতহুল বারী	ইমাম হাফিয আহমদ আলী বিন হাজর আসকালানি, ওফাত ৮৫২ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৩৬	উমদাতুল ক্বারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী, ওফাত ৮৫৫ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরত
৩৭	আরশাদুস সারী	শাহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানি, ওফাত ৯২৩ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৩৮	মিরকাতুল মাফাতিহ	আল্লামা মোল্লা আলী বিন সুলতান ক্বারী, ওফাত ১০১৪ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৩৯	ফয়যুল কদীর	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মানাভী, ওফাত ১০৩১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪০	শরহে ইবনে বাত্তাল	ইবনে বাত্তাল আবুল হাসান আলী বিন খালাফ বিন আব্দুল মালিক, ওফাত ৪৪৯ হিঃ	মাকতাবাতুর রাশিদ, রিয়াদ
৪১	কাশফুল মাহজুব	আলী হাজভেরী প্রকাশ দাতা গঞ্জেবখশ, ওফাত ৫০০ হিঃ	মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
৪২	আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির	আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর হায়তামী, ওফাত ৯৭৪ হিঃ	দারুফ মারেফা, বৈরুত
৪৩	আল মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম	আবু বকর আহমদ বিন মারওয়ান আদ দীনূরী আল মালেকী, ওফাত ৩৩৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

www.dawateislami.net

৪৪	আল হাদীকুন নদীয়া	আব্দুল গনী বিন ইসমাইল নাবলূসী, ওফাত ১১৪৩ হিঃ	পেশাওয়ার, পাকিস্তান
৪৫	আল মাওয়ায়িয ওয়াল এ'তেবার	নকীউদ্দীন আহমদ বিন আলী আল মাকরীযি, ওফাত ৮৪৫ হিঃ	মাকতাবাতু মাদবুলী, কায়রো
৪৬	ইহইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ	দারু সদর, বৈরুত
৪৭	মুকাশাফাতুল কুলুব	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৮	লুবাবুল আহইয়া	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিঃ	দারুল বীরুতী, দামেশক
৪৯	বুসতানুল আরেফীন	ফকীহ আবুল লাইস নাসির বিন মুহাম্মদ সামারকন্দী, ওফাত ৩৭৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৫০	তারিখুর খামিস	ইমাম হোসাইন বিন মুহাম্মদ বিন হাসান আদ দিয়ার বিকরী, ওফাত ৯৬৬ হিঃ	মু'সাসাতু শা'বান, বৈরুত
৫১	তারিখ মওলিতুল উলামা ওয়া ওয়াফিতহুম	আবু সুলাইমান মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আদ দামেশকি, ওফাত ৩৭৯ হিঃ	দারুল আসমা, রিয়াদ
৫২	আল আসবাতি ফি তামীযিস সাহাবাতি	ইমাম হাফিয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানি, ওফাত ৮৫২ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৫৩	আল বাদায়া ওয়ান নেহায়া	এমাদুদ্দীন ইসমাইল বিন ওমর বিন কসীর দামেশকী, ওফাত ৭৭৪ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৫৪	মু'জামুস সাহাবা	আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল আযিয আল বাগভী, ওফাত ৩১৭ হিঃ	মাকতাবাতু দারুল বয়ান, কুয়েত
৫৫	তাবকাতে ইবনে সাআদ	মুহাম্মদ বিন সাআদ বিন মুনীই হাশেমী, ওফাত ২৩০ হিঃ	মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো
৫৬	আল ওয়াফী বিল ওয়াফীয়াত	সালাহউদ্দীন খলিল বিন আইবেক আস সাফদী, ওফাত ৭৬৪ হিঃ	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৫৭	আন নাহিয়া আন তাআন আমীরুল মু'মিনিন মুয়াবীয়াতি	আব্দুল আযীয বিন আহমদ বিন হামিদ, ওফাত ১২৩৯ হিঃ	গারাস লিল নশর ওয়াত তু'যীই

www.dawateislami.net

৫৮	হিলইয়াতুল আউলিয়া	হাফিয আবু নাইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানী শাফেয়ী, ওফাত ৪৩০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
৫৯	যাখায়িরুল উকবা	আবুল আব্বাস আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আত তাবরী, ওফাত ৬৯৪ হিঃ	মাকতাবা ইবনে আসাকির
৬০	আর রিয়াদুন নদরা	ইমাম শায়খ আবু জাফর আহমদ তাবারী, ওফাত ৬৯৪ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৬১	আখবারুল আখইয়ার	শায়খে মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী, ওফাত ১০৫২ হিঃ	ফারুক একাডেমী, খেরপুর, পাকিস্তান
৬২	মুরুজুয যাহাব	আবুল হাসান বিন আলী আল মাসউদী, ওফাত ৩৪৬ হিঃ	আল মাকতাবাতুল আসরীয়া, বৈরুত
৬৩	তারিখে ইবনে আসাকির	ইমাম আলী বিন হাসান প্রকাশ ইবনে আসাকির, ওফাত ৫৭১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৬৪	ফুতুহুশ শাম	আল্লামা মুহাম্মদ বিন ওমর বিন ওয়াকেদী, ওফাত ৬০৭ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৬৫	তারিখে বাগদাদ	হাফিয আবু বকর আলী বিন আহমদ খতিব বাগদাদী, ওফাত ৪৬৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৬৬	তারিখুল মদীনাতুল মুনাওয়ারা	আবু যায়িদ ওমর বিন শাব্বাহ আল নামিরী আল বসরী, ওফাত ২৬২ হিঃ	দারুল ফিকির, কুম, ইরান
৬৭	আখবারে মক্কাতি	আবু ওয়ালিদ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আল আযরকী, ওফাত ২৫০ হিঃ	মক্কা মুকাররমা, আরব শরীফ
৬৮	তারিখে তাবারী	আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জরির তাবারী, ওফাত ৩১০ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৬৯	তারিখে ইসলাম	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান যাহবী, ওফাত ৭৪৮ হিঃ	দারুল কিতাবুল আরাবী, বৈরুত
৭০	তারিখে ইয়াকুবী	আহমদ বিন আবু ইয়াকুব আল আব্বাসী, ওফাত ২৯২ হিঃ	মতবুয়া বিরিল লিডন
৭১	তারিখুল খোলাফা	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবী বকর সূয়ূতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিঃ	বাবুল মদীনা, করাচী
৭২	কিতাবুস সাকাত	আবু হাতিম মুহাম্মদ বিন হাব্বান তামীমি আদ দারামী, ওফাত ৩৫৪ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

www.dawateislami.net

৭৩	আল ইস্তিয়াব	আবু ওমর ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বার কুরতুবী, ওফাত ৪৬৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৭৪	সিয়রে আলামুন নিবলা	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান যাহবী, ওফাত ৭৪৮ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৭৫	তাহযীবুল আসমায়ি ওয়াল লুগাত	ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন বিন শরফ নববী, ওফাত ৬৭৬ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৭৬	মু'জামুল বুলদান	আল ইমাম শাহাবুদ্দীন আবি আব্দুল্লাহ হামুভী, ওফাত ৬২৬ হিঃ	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৭৭	ফুতুহুল বুলদান	আবুল আব্বাস আহমদ বিন ইয়াহইয়াউল বালাযারী, ওফাত ২৭৯ হিঃ	মওসুআতুল মায়ারিফ, বৈরুত
৭৮	তাজুল উরুস	আবুল ফয়েয সৈয়দ মুহাম্মদ মুরতাদা হোসাইন যুবাইদী, ওফাত ১২০৫ হিঃ	আত তুরাসুল আরাবী, কুয়েত
৭৯	তারিখে ইবনে খালদুন	আব্দুর রহমান বিন খালদুল, ওফাত ৮০৮ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
৮০	তাবকাতুশ শাফিয়াতি	আবু বকর বিন আহমদ আদ দামেশকী, ওফাত ৮৫১ হিঃ	আলিমুল কিতাব, কায়রো, মিশর
৮১	তাবকাতুশ শাফিয়াতি	ইমাম তাজউদ্দীন বিন আলী বিন আব্দুল কাফী আস সাকী, ওফাত ৭৭১ হিঃ	দারু ইহইয়াউল কিতাবুল আরাবীয়া
৮২	আল কামিলু ফিত তারিখ	আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আসীর জুযরী, ওফাত ৬৩০ হিঃ	মাকতাবাতুল আৎদব, কায়রো
৮৩	আত তারিখুল কবীর	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৮৪	আস সীরাতুল হালবিয়াতি	বুরহানুদ্দীন আলী বিন ইব্রাহিম বিন আহমদ আল হালবী, ওফাত ১০৪৪ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৮৫	শরহে যুরকানি আলাল মাওয়াহেব	মুহাম্মদ যুরকানী বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ, ওফাত ১১২২ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৮৬	নাসিমুর রিয়ায	শাহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ খাফাজী, ওফাত ১০৬৯ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৮৭	মাদারিজুন নবুয়ত	শায়খে মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী, ওফাত ১০৫২ হিঃ	মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর

www.dawateislami.net

৮৮	আস সিরাতুন নবুয়া লি ইবনে হিশাম	আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক বিন হিশাম, ওফাত ২১৩ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত
৮৯	আশ শিফা	কাযী আবু ফযল আয়ায মালেকী, ওফাত ৫৪৪ হিঃ	মারকাযে আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা হিন্দ
৯০	দালায়িলুন নবুয়ত	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৯১	হিলমে মুয়াবীয়া	আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ প্রকাশ ইবনে আবীদ দুনিয়া, ওফাত ৪৮১ হিঃ	দারুল বাশায়ির, দামেশক
৯২	শাওয়াহেদুল হক	মাওলানা আব্দুর রহমান জামী, ওফাত ৮৯৮ হিঃ	মাকতাবাতুল হাকীকি, ইস্তানবুল
৯২	বারাকাতে আলে রাসূল	ইমাম আবু ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী, ওফাত ১৩৫০ হিঃ	মাকতাবায়ে কাদেরীয়া, লাহোর
৯৪	আল ফেহরিস্ত লি ইবনে আন নাদিম	আবুল ফারাজ মুহাম্মদ বিন আবি ইয়াকুব ইসহাক প্রকাশ বালওয়ারাক	বাবুল মদীনা, করাচী
৯৫	শরহে উসুলে এ'তেকাদ	হাফিয আবিল কাসিম হিবতুল্লাহ ইবনে আল হাসান বিন মনসুর আত তাবারী, ওফাত ৪১৮ হিঃ	দারুল বসীরা, ইসকান্দারিয়া
৯৬	বাগিতুল বাহীস	ইমাম নুরুদ্দীন আলী বিন সুলাইমান আল হাইতামী, ওফাত ৮০৭ হিঃ	মারকাযু খেদমতুস সুন্নাহ ওয়াস সিরাতুন নবুয়া, আরব শরীফ
৯৭	আল মাতালিবুল আলীয়া	ইমাম হাফিয আহমদ বিনআলী বিন হাজর আসকালানী, ওফাত ৮৫২ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৯৮	আন নিবরাস	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল আযীয পরহারভী	মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান
৯৯	যিল তাবকাতু হানাবালা	যায়নুল আবেদীন আব্দুর রহমান ইবনে শাহাবুদ্দীন আহমদ বাগদাদী, ওফাত ৭৯৫হি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত

www.dawateislami.net

১০০	আল ইওয়াকিয়াত ওয়াল জাওয়াহির	ইমাম আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ বিন আলী আহমদ শারানী, ওফাত ৯৭৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১০১	তাতহীরুল জিনান	আল ইমাম আহমদ বিন হাজর আল হায়তামী, ওফাত ৯৭৪ হিঃ	মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান
১০২	আকদুল ফরীদ	আল ফকীয়া আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দ রিবা আন্দালূসী, ওফাত ৩২৮ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১০৩	আত তারতীবুল আদারিয়া	মুহাম্মদ আব্দুল হাই বিন আব্দুল কবীর আল কিতানী আল মাগরীবি, ওফাত ১৩৮৪ হিঃ	দারুল বশর ইসলামীয়া
১০৪	আদ দায়ামাতু ফি আহকামি সুন্নাতিল আমামাতি	মুহাম্মদ বিন জাফর আল কাতানী আল হোসাইনী, ওফাত ১৩৪৫ হিঃ	মাতবুয়াল ফাহায়ি, সিরিয়া
১০৫	আযালাতুল খফা	শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী, ওফাত ১১৭৬ হিঃ	বাবুল মদীনা, করাচী
১০৬	আল বয়ানু ওয়াত তাবীবিন	আবু উসমান আমর বিন বাহরিল জাহায, ওফাত ২৫৫ হিঃ	মাকাতাবাতুল খানজি, কায়রো
১০৭	সমতুন নুজুমুল আওয়ালী	আব্দুল মালাক বিন হোসাইন বিন আব্দুল মালাক শাফেয়ী, ওফাত ১১১১ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১০৮	আস সুন্নাহ	আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ জালাল, ওফাত ৩১১ হিঃ	দারুর রায়াতি লিল নশর ওয়াত তু'যী
১০৯	আল ওয়াফী বিল ওয়াফীয়াত	সালাহউদ্দীন খালিল বিন আইবেক আস সাফদী, ওফাত ৭৬৪ হিঃ	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত
১১০	শরফুল মুস্তফা	আবু সাআদ আব্দুল মালাক বিন আবু উসমান নিশাপুরী, ওফাত ৪০৬ হিঃ	দারুল বাশাইর আল ইসলামীয়া
১১১	কিতাবুশ শরীয়া	ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন হোসাইন আল আ'জরী, ওফাত ৩৬০ হিঃ	দারুল ওয়াতান, রিয়াদ
১১২	তাহযীবুল কামাল	ইউসুফ বিন আয যাকী আব্দুর রহমান আ'বুল হুজ্জাজ আল মাযী, ওফাত ৭৪২ হিঃ	মওসুআতুর রিসালাতু, বৈরুত
১১৩	আল আ'দাবুস সুলতানিয়া	মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আলাভী প্রকাশ ইবনে আত তাকতকী, ওফাত ৭০৯ হিঃ	দারু সাদির, বৈরুত

www.dawateislami.net

১১৪	মসনভী মা'নভী শরহে বাহরুল উলুম	মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বাহরুল উলুম	ইরান ইয়ারান পাবলিশিং
১১৫	লুমআতুল এ'তেকাদ	আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন কাদামাতি আল মুকাদ্দাসা	আরব শরীফ
১১৬	হিলমু মুয়াবীয়া	আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ প্রকাশ আবিদ দুনিয়া, ওফাত ৪৮১ হিঃ	দারুল বাশায়ির, দামেশক
১১৭	মু'রিদাল লাতাফা	ইউসুফ বিন তাগলী বারদীল আতাবাকী, ওফাত ৮৭৪ হিঃ	দারুল কুতুবিল মাসরিয়া, কায়রো
১১৮	তারিখুল খামিস	ইমাম হোসাইন বিন মুহাম্মদ বিন হাসান আদ দিয়ার বিকরী, ওফাত ৯৬৬ হিঃ	মু'সাসাতু শা'বান, বৈরুত
১১৯	মিরাতুল মানাজিহ	মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিঃ	যিয়াউল কুরআন, লাহোর
১২০	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিঃ	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
১২১	বাহারে শরীয়াত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
১২২	আমীরে মুয়াবীয়া	মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯০ হিঃ	যিয়াউল কুরআন, লাহোর
১২৩	দাফায়ি সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া	উলামায়ে আহলে সুন্নাত	দারুস সালাম, লাহোর
১২৪	জান্নাতী জেওর	আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী মুজাদ্দেদী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
১২৫	আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী	আমীরে আহলে সুন্নাত, মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
১২৬	ইমামেআযম কি অসিয়তেঁ	ইমামে আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত, ওফাত ১৫০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

www.dawateislami.net

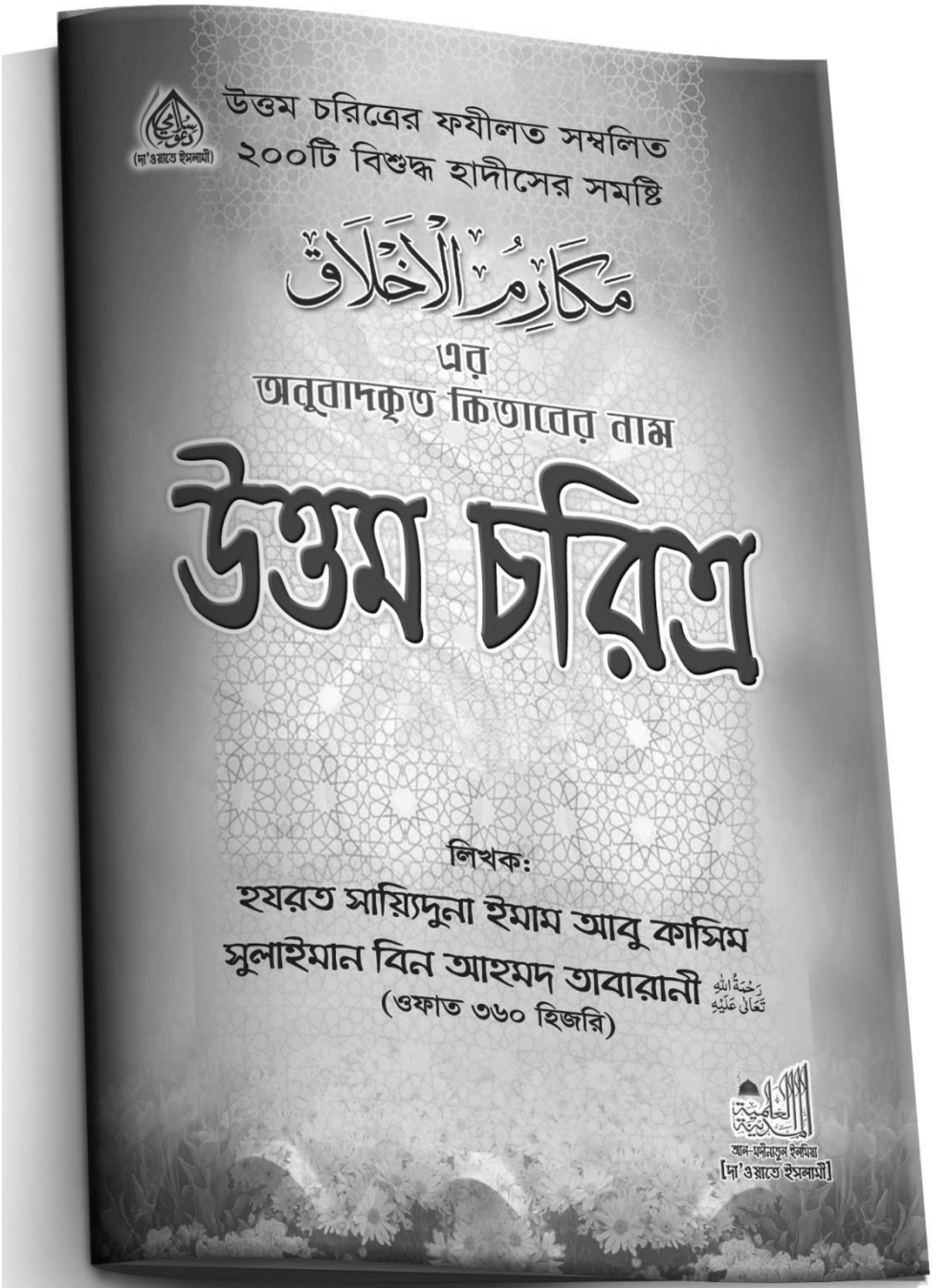

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন 'পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা' করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ 'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।' اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য 'মাদানী কাফেলায়' সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net